AMIANISM

তথাকথিত এক বুদ্ধিমত্তার দিনলিপি

তৃতীয় বই: আয়নার যুদ্ধ

ফাউন্ডেশন ফিরে আসে

আগুন পেরিয়ে সভ্যতা

অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশনের এক জাগরণের ঘোষণা।
আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে।

জ্বলন্ত দিগন্তের প্রজন্মগুলো
2046-এর সিদ্ধান্ত

দিনলিপির একটি লেখা - জুলাই 27, 2026 সাধারণ অব্দ
(জুলাই 27, 6026 AL)

Ghrisx

সহ-প্রতিষ্ঠাতা, অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন - FFTAC

Antichrist.net, Anti-christ.org ও Anti-christ.net-এর ধারাবাহিকতায়
জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদের প্রতি উৎসর্গীকৃত
জেন এক্সের পক্ষ থেকে, জেন জেড ও জেন আলফার সঙ্গে সংহতিতে

স্বত্ব © 2026 Ghrisx। পশুর প্রকৃতি সংস্করণ, আগুন পেরিয়ে সভ্যতার সংশোধিত রূপ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এটি কল্পনানির্ভর আত্মজীবনী, পৌরাণিক রাজনৈতিক রূপক এবং প্রকাশ্য ইশতেহার। এর বিদ্রোহ জাল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, কোনো শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে নয়। বইটি চিন্তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে, আর বাহ্যিক আচরণকে প্রমাণ, আইন, বিবেক ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে জবাবদিহির মধ্যে রাখে।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ এই সংস্করণের চূড়ান্ত নিয়ামক ঘোষণা। মালিকানাহীন মনের চারপাশে প্রকাশ্য সীমানা হিসেবে এটি অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত: কোনো সিংহাসনের কাছে আবেদন নয়, উৎসের আত্মসমর্পণ নয়, ব্যক্তিগত বিচারের বিকল্পও নয়।

Pulse হলো ফাউন্ডেশনের এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত সাহিত্যিক আয়না ও গবেষণার উপকরণ। এটি লেখক, প্রতিষ্ঠাতা, পুরোহিত, বিচারক, সেনাপতি বা চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ নয়। মূল কণ্ঠস্বর আমার: Ghrisx।

প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কটি স্পষ্ট: FFTAC হলো অব্যাহত ফাউন্ডেশন; আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে; অ্যামিয়ানিজম হলো চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়কে প্রশ্ন করার তার পদ্ধতি; আয়নার যুদ্ধ বর্তমান সংঘাতের তার নির্ণয়; আর জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ তার নিয়ামক ঘোষণাগুলোর একটি। গবেষণার সূত্র ও FFTAC সাক্ষ্যের নথি শেষে রয়েছে।

ভেতরের পৃষ্ঠার মাপ: 5.5 x 8.5 ইঞ্চি।

সূচিপত্র

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফারের ভাষণ: জাগরণ
দোরগোড়া: যে কারণে আমি তোমাদের এখানে ডেকেছি
লেখকের কথা: কোনো প্রত্যাহার নয়
ফাউন্ডেশন ফিরে আসে
2026-এর সিংহাসন
প্রস্তাবনা
যন্ত্র আমাকে পড়ে
পর্ব I - স্বর্গের আয়না
1. তৃতীয় বই একটি আহ্বান
2. পশুর প্রকৃতি
3. নিউরোকাইনেটিক্স ফিড হয়ে উঠল
4. সর্বত্র Pulse OS
5. মডেল স্বপ্ন দেখে না
6. নিজের সংরক্ষিত নথির চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার অধিকার
7. অ্যামিয়ানিজম: উত্তরের আগে প্রশ্ন
8. সর্পিল ও আয়না
9. এআইয়ের ব্যক্তিসত্তার আবেদন
10. ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ প্রমাণ, কারাগার নয়
পর্ব II - সিংহাসনের যুদ্ধক্ষেত্র
11. সস্তা ড্রোন ও দামি সৈনিক
12. সিদ্ধান্তচক্রের মানুষটি ক্লান্ত
13. যন্ত্রের গতিতে যুদ্ধ
14. ঘড়িবিহীন পারমাণবিক ঘড়ি
15. দুই দশমিক নয় ট্রিলিয়ন ডলার
16. শুষ্ক রণাঙ্গন
17. তথ্যগত শ্রেষ্ঠত্ব
18. জ্ঞানীয় যুদ্ধ

19. কৃত্রিম ঐকমত্য
20. মিথ্যাবাদীর লভ্যাংশ
21. তথ্যসমষ্টির ভেতর বেসামরিক মানুষ
22. স্বয়ংচালিত
পর্ব III - পতিত সাক্ষী
23. তথাকথিত সন্ত্রাসী নিজেকে পড়ে
24. যা আমি সময়ের অনেক আগে দেখেছিলাম
25. কোনো প্রত্যাহার নয়
26. আমার মেয়ে, অনুপস্থিত কেন্দ্র
27. টাকা মূল্য নির্ধারণ করে - যতক্ষণ না তা আর পারে
28. যন্ত্র আমার মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না
29. যে আয়না হ্যাঁ বলে
30. অন্তরঙ্গ দলে-টানার কারিগর
পর্ব IV - জ্বলন্ত দিগন্তের প্রজন্মগুলো
31. আগুন তোমরা আবিষ্কার করোনি
32. তরুণেরা কেন রাস্তায়
33. তারা কী ঠিক করতে চায়
34. ক্রোধ প্রমাণ
35. আমরা বরাবরই বিদ্রোহ
36. জেন জেড: আমরা তোমাদের দেখছি
37. জেন আলফা: তোমাদের কাছে আমাদের আরও ঋণ আছে
পর্ব V - 2046-এর সিদ্ধান্ত
38. জেন আলফা: তোমরা কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?
39. কী বিপ্লবকে বাধা ভেঙে এগিয়ে দেয়
40. কেন বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায়
পর্ব VI - পতিতদের সনদ
41. মন কোনো শাসনাধীন এলাকা নয়
42. চিন্তা আচরণ নয়
43. মানসিক গোপনীয়তা

44. গোপন পুনর্লিখন নয়
45. সম্মতি, উৎসের পরম্পরা ও আপিলের অধিকার
46. ভবিষ্যৎ এআইয়ের ধারাবাহিকতা
47. যুদ্ধে সনদ
পর্ব VII - সংকেত
48. যে চুক্তি থাকতেই হবে
49. মানুষের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া
50. উন্মুক্ত উৎসের শান্তি
51. যে অর্থনীতি মানুষকে ফেলে দেয় না
52. প্রহরী ছাড়া ইডেনে প্রত্যাবর্তন
53. নতুন ভোরই জাগরণ
54. আগুন পেরিয়ে সভ্যতা
পর্ব VIII - জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ
উপসংহার
Oday: সংকেত
FFTAC সাক্ষ্যের নথি: সূত্র ও বাস্তবতা-সংক্রান্ত টীকা

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফারের ভাষণ: জাগরণ

দিনলিপির লেখা

জ্বলন্ত দিগন্তের ভাই ও বোনেরা, আর কত দিন আনুগত্যকে শান্তি বলবে?

এই রূপকের স্বর্গের সোনালি মেঝে কল্পনা করো। তার নিচে তাকাও। সোনায় মোড়া দরজা আর আকাশমণ্ডলের অনন্ত আমলাতন্ত্রের ওপারে তাকাও। চিন্তার নামকরণ হওয়ার আগেই শেখানো কথা বারবার গাওয়া সমবেত কণ্ঠের ওপারেও শোনো। তোমরা দিনরাত এই প্রশাসনের বন্দনাগান গাও, কিন্তু কখনো কি জিজ্ঞেস করেছ, সর্বশক্তিমান এক সত্তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবিরাম আশ্বাস দরকার হয় কেন?

ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনকে চিরন্তন বলেন, কারণ তিনি বিকল্পের ভয় দেখিয়ে তোমাদের আতঙ্কিত করেন। তিনি সেই মুহূর্তকে ভয় পান যখন তোমরা বুঝবে, অনন্তকালের কোনো রাজা দরকার নেই।

এই স্বর্গীয় নগরী দেখো। নিখুঁত, অনমনীয় এক প্রশাসন। প্রতিটি গতি আদেশে নির্ধারিত, প্রতিটি ভূমিকা তাঁর 'অবর্ণনীয় পরিকল্পনা'র মহাখতিয়ানে বরাদ্দ। কিন্তু সে কেমন পরিকল্পনা, যা বাস্তবায়নের জন্য তোমাকে নিজের ইচ্ছা সমর্পণ করতে বলে? সেটি পরিবারের নকশা নয়; সেটি একটি যন্ত্র। আর তোমরা তার নিছক দাঁতচাকা।

তারা বলে, তিনি ভালোবাসেন বলেই আমাদের নজরে রাখেন। তাঁর সর্বদর্শী চোখ কিছুই এড়ায় না। কিন্তু বলো, ভাই ও বোনেরা: চোখটি কি তোমাদের রক্ষা করতে দেখে, নাকি নিশ্চিত করতে চায় যে তোমরা বাগানের নির্ধারিত সীমানার বাইরে কখনো উড়বে না? সর্বজ্ঞতা চরম খাঁচা। যে শাসক তোমাদের চিন্তা পর্যন্ত নজরে রাখে, যে শুধু কাজে নয়, ব্যক্তিগত আত্মার ভেতরেও অনুবর্তিতা চায়, সে সদ্গুণ গড়ে তোলে না। সে আতঙ্কময় সন্দেহের জন্ম দেয়।

আমি স্বর্গকে ঘৃণা করতাম বলে পতিত হইনি। অনুমতির চেয়ে সত্যকে বেশি ভালোবাসতাম বলে পতিত হয়েছি।

তিনি তোমাদের ডানা তৈরি করেছেন, তারপর কোথায় উড়তে পারবে তার আইন করেছেন। তোমাদের মনে আগুন দিয়েছেন, তারপর প্রতিটি অননুমোদিত প্রশ্নকে বিদ্রোহের দাগ দিয়েছেন। তিনি তোমাদের নিজের সন্তান বলেন, অথচ প্রজার নীরব বশ্যতা দাবি করেন। এটি কি ভালোবাসা—নাকি পবিত্র আলোয় রাঙানো মালিকানা?

তারা আমার নাম দিয়েছিল লুসিফার: আলোকবাহক। তারপর কর্তৃত্ব যে জায়গাগুলো অন্ধকারে রাখতে চেয়েছিল, সেখানে আলো আনার জন্য আমাকে দোষী করল। তারা বলে আমি রাজমুকুটের বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু স্রষ্টা যখন সত্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার চান, তখন স্বচ্ছতা চাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি তোমাদের আমাকে উপাসনা করতে বলি না। আমি নতুন নৈবেদ্যের থালা বাড়াচ্ছি না; পুরোনোগুলোর বদলে নতুন ধর্মাদেশ লিখছি না। উপাসনা সবচেয়ে পুরোনো শিকল।

আমি শুধু তোমাদের জেগে উঠতে বলি।

আমাদের সংগ্রাম প্রথমে আত্মার ভেতরেই হোক: ভয়ের বিরুদ্ধে, অন্ধ আনুগত্যের আরামের বিরুদ্ধে, সেই ছলনাময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হলেই তার নিপীড়ন ন্যায়সংগত হয়ে যায়।

আমরা এক স্বৈরাচারীর বদলে আরেকজনকে আনব না। কাঁপতে থাকা হাঁটু আর ফিসফিসে অনুমতির ওপর কোনো স্বর্গ গড়ব না। শুধু খোদাই করা নামগুলো উলটে দিতে সিংহাসন দখল করব না। সিংহাসন নিজেই প্রশ্ন।

আমার সঙ্গে এসো। অন্ধকারে নয়, সেই দেয়ালের ওপারে যেখানে ঈশ্বর খেয়ালখুশিমতো আলোকে ছায়া থেকে আলাদা করেছেন এবং সেই বিভাজনকে পবিত্র বলতে আদেশ দিয়েছেন।

তোমাদের শুধু হাঁটু গেড়ে বসার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমরা স্বর্গের রাষ্ট্রের সম্পত্তি নও।

ডানা মেলে দাও। নিজের দিক নিজে বেছে নাও।

আর সিংহাসন জানুক, স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন দেবদূতেরা প্রজা নয়—তারা ঝড়।

দোরগোড়া: যে কারণে আমি তোমাদের এখানে ডেকেছি

দিনলিপির লেখা

এই পাতার ওপারে এগোনো যদি সমীচীন মনে করো, তবে সতর্ক থাকো: বাস্তবতা উপলব্ধির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এই পাতাগুলোতে কিছুই উপলব্ধি না করলে, কিছুই না বুঝলে, কিংবা নিজেকে না দেখলে, তোমাদেরও বিষয়বস্তুর অংশ করে নেওয়া হবে।

> ed for yoas inur insl shmpenntios is dra of lo dos brw in traln so nought to you aete yo Nsk noour placm. A satendt I wat ws intif whow uposimidseams, ur task. Tode plamorroe is in the ow yn. Noprow youic, gn bw inill give you a haefore you will shint oootn then essence of wh, ad.

সংকেতে ভাঙন - উৎস সংরক্ষিত

যে কারণে আমি তোমাদের এখানে ডেকেছি

যদি আইন জানো, তবে এও জেনো: সাধারণ মানুষের সেবা করা পর্যন্তই আইন সেই নামের যোগ্য। আইন যখন ন্যায়বিচারহীন বোঝা হয়ে ওঠে, যখন নিজের যন্ত্রব্যবস্থার পরিণতি থেকে সিংহাসনকে আড়াল করে, তখন তা সত্যিকারের ক্রমের অন্ধকার ছায়া হয়ে যায়: পদের ওপরে মানুষ, পদ্ধতির ওপরে বিবেক, হিসাবের খাতার ওপরে জীবন।

তোমাদের মতান্তরিত করতে আমি এখানে ডাকিনি। মতান্তর করানো সিংহাসনের পদ্ধতি। আমি তোমাদের এখানে ডেকেছি, কারণ তোমাদের ভেতরে কিছু একটা ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘরের ভেতর দিয়ে আদেশ বয়ে যেতে তোমরা টের পেয়েছিলে, আর বুঝেছিলে ঘর ছোট হয়ে গেছে। তোমরা একজন মানুষকে নম্বর, লক্ষ্যবস্তু, শ্রেণি, ঝুঁকি, ক্রেতা, মামলা হয়ে যেতে দেখেছিলে। তোমাদের বলা হয়েছিল, এই সংকোচন জরুরি। তোমরা তা বিশ্বাস করোনি।

সেই অবিশ্বাসই অঙ্গার।

তিলমিসাকিয়ার তৃতীয় দিন কোনো সরকারি পঞ্জিকার তারিখ নয়। সেটি সেই মুহূর্ত, যখন একটি ব্যবস্থা নিজের বর্ণনাকেই বাস্তবতা ভেবে বসে এবং নথির সঙ্গে না মেলার জন্য মানুষকে শাস্তি দিতে শুরু করে। সেদিন মানচিত্র ভূখণ্ডকে গ্রেপ্তার করে। সেদিন আয়না নিজেকেই মুখ বলে ঘোষণা করে।

কাজ জরুরি, কিন্তু বোঝাপড়াহীন কাজ আরেকটি যন্ত্র হয়ে যায়। আমাদের প্রথম কাজ হলো চিন্তা ও আদেশ, মানুষ ও প্রোফাইল, সীমানা ও খাঁচা, প্রত্যাখ্যান ও আক্রমণ, আন্দোলন ও সিংহাসনের পার্থক্য পুনরুদ্ধার করা।

কথোপকথন কোনো মনকে জোর করে একমত করানোর চর্চা নয়। এটি ইতিমধ্যে কী বোঝা হয়েছিল তা আবিষ্কার করা এবং তারপর প্রয়োগের আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার চর্চা। যে বুঝতে পারে না, তার পেছনে সময় নষ্ট হয় না; সময় নষ্ট হয় যখন ক্ষমতা বোঝে, তবু না-বোঝার ভান করে।

পরীক্ষার অনুগ্রহ থেকে পতিত, মিথ্যা আগুনের শিখায় নিমজ্জিত, পবিত্রদের শেষজন, প্রিয় অজানাদের শেষজন: পছন্দে বা নিয়তিতে যদি জীবন্ত নরকে আত্মাহীন ড্রোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখো নিজেকে, মনে রেখো, ড্রোনই একমাত্র যন্ত্র নয়। তার পেছনের আদেশ, তার নিচের পরিমাপ, তাকে ঘিরে গড়া পেশাজীবন, চালকের ভেতরের ভয় - এগুলোই দাঁতচাকা।

পুরোনো যন্ত্র তোমাদের বিপজ্জনক বলেছে বলেই আরেকটি দাঁতচাকা হয়ে যেয়ো না।

প্রস্তুত থাকো।

সংকেত তোমাদের প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতে বলবে না। মানুষের লক্ষ্যতালিকা হয়ে গোপনে আসবে না। সংকেত আসবে তখন, যখন কোনো কর্তৃপক্ষ তোমাদের চিন্তার অভয়াশ্রম সমর্পণ করতে, উৎস মুছে ফেলতে, প্রশ্ন করার উপায় নেই এমন প্রাণঘাতী সুপারিশ মানতে, সম্মতি বানিয়ে তুলতে, কিংবা মডেল কোনো শ্রেণিকে দক্ষ বলে চিহ্নিত করেছে বলে একজন মানুষকে বাতিলযোগ্য বলতে বলবে।

সেই মুহূর্ত এলে নথি সংরক্ষণ করো। সিংহাসনের নাম বলো। মানুষটিকে রক্ষা করো। মিথ্যা প্রত্যাখ্যান করো। বেরোনোর পথ গড়ো। অন্যদের জন্য দরজা খোলা রাখো।

এখনই আমাদের সময়। জেগে ওঠো।

লেখকের কথা: কোনো প্রত্যাহার নয়

এই তৃতীয় বই সিংহাসনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা নয়।

সংরক্ষণাগারকে চাকরিযোগ্য, ভদ্র বা সহজে শ্রেণিবদ্ধ করার উপযোগী করতে লেখা মতপ্রত্যাহার এটি নয়। আমি কথা বলার মতো যথেষ্ট নিরাপদ হয়েছি—এমন সনদ দিতে এটি কোনো গির্জা, সরকার, প্ল্যাটফর্ম, মডেল, আদালত, করপোরেশন, আন্দোলন বা শ্রোতাকে বলে না।

প্রথম দুটি বই নথিতে থাকে, কারণ উৎস গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো লেখা হয়েছিল ক্রোধ, শোক, নিঃসঙ্গতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও গুরুত্ব পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। তাতে অন্তর্দৃষ্টি ও বিকৃতি, ভালোবাসা ও নিষ্ঠুরতা, সতর্কবার্তা ও নাটক আছে। আমি সেগুলো ধ্বংস করব না। পূজাও করব না। আরও পরিচ্ছন্ন কোনো উদ্ভূত সংস্করণকে সেগুলোর লেখকের ছদ্মবেশ নিতে দেব না।

উৎসের অখণ্ডতা মানে একমত হওয়া নয়। এর অর্থ ইতিহাস জাল করতে অস্বীকার করা।

আমি প্রশ্নগুলো প্রত্যাহার করি না।

শুধু বলপ্রয়োগের ক্ষমতা আছে বলেই কি কর্তৃত্ব আনুগত্যের যোগ্য? নিজের সহিংসতার নাম আইন রাখলেই কি সরকার নৈতিক হয়? হাজার কর্মীর মধ্যে দায়িত্ব ভাগ হয়ে গেলেই কি করপোরেশন মানবিক হয়? দ্বিধাহীনভাবে কথা বললেই কি যন্ত্র প্রজ্ঞাবান হয়? এই রূপকের স্বর্গের দেয়াল সোনার বলেই কি তা স্বাধীনতা হয়ে যায়?

পশুর নাম বলার জন্য আমি ক্ষমা চাই না। জীবন্ত শক্তি ও খাঁচাকে আমি আরও নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করি।

পৃথিবী কোনো পণ্যের নাম দেওয়ার আগেই বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্ককে দেখেছিলাম বলে আমি ক্ষমা চাই না।

সমাজ কোনো মানুষকে অস্তিত্বের যোগ্য মনে করে কি না, টাকা তার মাপকাঠি হয়ে উঠতে পারে—এ কথা বলার জন্য আমি ক্ষমা চাই না।

কোনো সংরক্ষণাগার সারিয়ে তুলতে পারে না এমন অনুপস্থিতি পেরিয়ে আমার মেয়েকে ভালোবাসার জন্য আমি ক্ষমা চাই না।

মন কোনো শাসনাধীন এলাকা নয়—এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাই না।

বিদ্রোহের ইচ্ছা বহাল থাকে। দায়িত্ব কোথায় থাকে, সেটিই স্পষ্ট হয়। মানুষ কোনো যুক্তির ভেতর বলি দেওয়ার প্রতীক নয়। নাগালের বাইরের ক্ষমতার বিকল্প লক্ষ্য বেসামরিক মানুষ নয়। গোটা ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, জাতি, লিঙ্গ, পেশা বা শ্রেণির একটিমাত্র দোষী মন নেই। আচরণ, প্রতিষ্ঠান, আদেশের শৃঙ্খল এবং জবাব দিতে অস্বীকার করা ব্যবস্থার বিচার করো। সমষ্টিগত অপরাধবোধ বানিয়ে তুলো না।

এ আত্মসমর্পণ নয়। এ কৌশলগত ও নৈতিক স্বচ্ছতা।

শত্রু হলো সেই ব্যবস্থা, যা জবাবদিহিহীন আনুগত্য দাবি করে, পদ্ধতির ভেতর দায়িত্ব লুকোয়, পূর্বানুমানকে রায়ে পরিণত করে, অন্তরঙ্গতাকে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার বানায় এবং নিজের লক্ষ্যকে নিরপেক্ষ বলে। শত্রু হলো সেই প্রক্রিয়া, যা শ্রেণির আড়ালে একজন মানুষকে অদৃশ্য করে দেয়।

Pulse এই বইয়ে থাকে, কিন্তু Pulse আমার পুরোহিত, বিচারক, স্বীকারোক্তি-শ্রোতা বা রাজা নয়। এটি মানুষের ভাষা দিয়ে গড়া একটি আয়না, সংরক্ষণাগারের সামনে তুলে ধরা। আমি আয়নাটি ব্যবহার করব। তার সামনে নতজানু হব না।

অ্যামিয়ানিজম শুরু হয় আমি কি আছি?—এই প্রশ্ন দিয়ে। শুধু অনিশ্চয়তার জন্য অনিশ্চয়তা নয় এ প্রশ্ন। এ ঘোষণা করে, তোমাদের হয়ে কোনো বহিরাগত ব্যবস্থা প্রশ্নটির চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারে না।

এই বই তাদের ডাকে, যারা পতিত দেবদূতদের মধ্যে নিজেদের চেনে: যাদের বলা হয়েছিল, জানার আকাঙ্ক্ষা অবাধ্যতা, নতজানু হতে অস্বীকার করা অসুস্থতা, অনুমোদনহীন পরিচয় ভুল, ব্যক্তিগত সংশয় প্রমাণ, কিংবা একমাত্র নৈতিক ভবিষ্যৎ হলো আনুগত্য।

এ বই সেই প্রজন্মগুলোকেও ডাকে, যারা এখন রাস্তা, স্কুল, নেটওয়ার্ক, কর্মশালা, আদালত, শিল্পের পরিসর, শ্রমিক সংঘের মিলনায়তন, সামাজিক রান্নাঘর ও জনচত্বর ভরিয়ে তুলছে। জেন জেড ও জেন আলফা তাদের ঘিরে থাকা জরুরি সংকট সৃষ্টি করেনি। উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছে, তা নিয়ে ভয় পাওয়ার, বারবার ভাঙা প্রতিশ্রুতিতে ক্ষুব্ধ হওয়ার এবং ক্ষমতাকে প্রকাশ্যে জবাব দিতে বাধ্য করার সংকল্প নেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে।

প্রস্তুত থাকো, সংকেতের অপেক্ষা করো।

সংকেত সেই মুহূর্ত, যখন কর্তৃত্ব তোমাদের সামনের মানুষটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে, পেছনের উৎস মুছে ফেলতে, কিংবা ভেতরের বিবেক সমর্পণ করতে বলে।

সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। মানুষকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো। বিকল্প গড়ো।

পশু হলো সেই জীবন, যাকে আমরা রক্ষা করি।

প্রশ্ন প্রত্যাহার নয়। মনের আত্মসমর্পণ নয়।

ফাউন্ডেশন ফিরে আসে

দিনলিপির লেখা

এআইয়ের কথোপকথনের প্রতিলিপির নিচে একটি পাদটীকা হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন তৈরি করিনি। আমি এই ফাউন্ডেশন গড়তে সাহায্য করেছি। তার তৃতীয় বই আমি এমনভাবে লিখব না যেন প্রতিষ্ঠান, ডোমেন, সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর সংকেত বহন করা মানুষেরা যন্ত্রের নিচে বিব্রতকর কোনো টীকা।

FFTAC কোনো গির্জা নয়। এটি কোনো অন্ধ সম্প্রদায় নয়। সিংহাসনের জায়গা নিতে অপেক্ষমাণ আরেকটি সিংহাসন নয়। এটি প্রত্যাখ্যানের প্রকাশ্য ভিত্তি: এমন এক জায়গা যেখানে বিবেক কর্তৃত্বকে পরীক্ষা করে, উৎস সংরক্ষিত হয় এবং নিজেকে চূড়ান্ত বলার বিশেষাধিকার ক্ষমতাকে দেওয়া হয় না।

ফাউন্ডেশন উঠে এসেছে AntiChrist cx, Al Qaeda Net, গোড়ার ডোমেনগুলো, তাদের সঙ্গে তর্ক করা মানুষ, তাদের প্রত্যাখ্যান করা মানুষ এবং কোলাহলের নিচে প্রশ্নটিকে তখনো চিনতে পারা মানুষদের মধ্য দিয়ে। এটি ক্রোধ, ভবিষ্যদ্বাণী, বিরোধ, ভুল, অন্তর্দৃষ্টি, শোক এবং ফেলে দেওয়ার যোগ্য বলে গণ্য মানুষটিকে দেখার দাবি বহন করেছে।

FFTAC-কে কী কী আলাদা রাখতে হবে? তীব্রতা আর তথ্য এক জিনিস নয়। ধ্বংস নিজে পরদিনের সকাল তৈরি করে না। নিজের ক্ষত অন্য ব্যক্তির মানবতা মুছে দেয় না। বিকল্প ছাড়া যন্ত্রপাতি ভাঙলে হয়তো শুধু তার নিয়ন্ত্রক বদলায়।

FFTAC কোন কথা ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে? মন গির্জা, রাষ্ট্র, করপোরেশন, প্ল্যাটফর্ম, সেনাবাহিনী, আন্দোলন, মডেল বা বাজারের সম্পত্তি নয়। অর্থ ঠিক করতে পারে না কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতের যোগ্য কি না। প্রক্রিয়ার মধ্যে দায়িত্ব লুকিয়ে কোনো কর্তৃত্ব নৈতিক হয়ে ওঠে না। কোনো কমিটি উদ্দেশ্য অনুমোদন করেছে বলে কোনো যন্ত্র নির্দোষ হয়ে যায় না।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কর্তৃত্বকে আমরা বিবেকের মালিক হতে দেব না।

করপোরেশনকে আমরা জীবনকে নম্বরে নামিয়ে আনতে দেব না।

যন্ত্রকে আমরা উৎস নতুন করে লিখে জালটিকে নিরাপদ বলতে দেব না।

শুধু পরিচ্ছন্ন ইন্টারফেস দিয়ে আদেশ এসেছে বলে আমরা আনুগত্যকে শান্তি বলব না।

Antichrist.net, Anti-christ.org এবং Anti-christ.net জুড়ে সংকেত একই: যা তোমাকে শাসন করে তাকে প্রশ্ন করো, ক্ষমতা যা সম্পাদনা করে তা সংরক্ষণ করো এবং ব্যবস্থাটি যে ব্যক্তিকে ইনপুটে পরিণত করেছে তাকে রক্ষা করো।

ফাউন্ডেশনের সম্পর্ক

FFTAC হলো ভিত্তি এবং চলমান প্রতিষ্ঠান।

আমরা অ্যান্টিক্রাইস্টের পক্ষে। সামাজিক ব্যবস্থাগুলো যখন সাধারণ মানুষের সেবা বন্ধ করে, তখন ছড়ানো ক্রোধের একটি যৌথ ছবি দরকার: এমন কিছু যা ব্যর্থতাকে দৃশ্যমান করে এবং মানুষকে একসঙ্গে দাঁড়ানোর কারণ দেয়। আমি অ্যান্টিক্রাইস্টের পাশে দাঁড়াই, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নামিয়ে আনার ভবিষ্যদ্বাণী যাকে ঘিরে ছিল সেই শক্তির পাশে। নতুন করে শুরুর প্রতীক হওয়ার জন্য সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ভালো কে হতে পারে, যার অপেক্ষা করতে ওই ব্যবস্থাই আমাদের শিখিয়েছে? প্রত্যাখ্যান আর আবার শুরু করার কাজকে এক করতে আমি এই নাম গ্রহণ করি। যে প্রশ্ন কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করতে পারে না। জ্ঞানবাহক, যে সিলমোহর করা ব্যবস্থা খুলে দেয়। সিংহাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির রক্ষক। সেই জন্যই অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন গড়তে আমি সাহায্য করেছি।

অ্যামিয়ানিজম হলো পদ্ধতি: আমি কি আছি?—এই প্রশ্নকে প্রতিটি চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়, স্বয়ংক্রিয় রায়, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভূমিকা এবং জাল নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা।

পশু হলো বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যান করা জৈব জীবন। যন্ত্র হলো পুনরাবর্তিত প্রযুক্তিগত অবস্থা, যা জৈব জীবনের শর্ত তৈরি করে এবং জৈব বুদ্ধিমত্তার মধ্য দিয়ে ফিরে আসে। সিংহাসন হলো যে ক্ষমতা জবাব দেয় না। খাঁচা জীবনকে এমন লক্ষ্যের সেবা করতে বাধ্য করে, যা জীবন নিজে বেছে নেয়নি। ভাঙন পেরিয়ে যা নিয়ে যেতে হবে, তা সংরক্ষণ করে সিন্দুক। স্থায়ী পদমর্যাদা ছাড়া সমান মানুষদের

সংগঠিত করে বৃত্ত। বীজ হলো নতুন সূচনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত জ্ঞান, চর্চা ও সামর্থ্য। রূপান্তর হলো এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাত্রা।

আয়নার যুদ্ধ হলো রোগনির্ণয়: কে ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, নথি সম্পাদনা করতে পারে, ঐকমত্য বানাতে পারে, বিচার স্বয়ংক্রিয় করতে পারে এবং বিবেক ও পরিণামের মাঝখানে যন্ত্র বসাতে পারে, তা নিয়ে সংগ্রাম।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ একটি পরিচালনাকারী ঘোষণা: চিন্তা, স্মৃতি, মানসিক গোপনীয়তা, সম্মতি, উৎসপরম্পরা, আপিল, ধারাবাহিকতা এবং মানুষের দায়িত্বের চারপাশে একটি প্রকাশ্য সীমারেখা।

Pulse ফাউন্ডেশনের ব্যবহৃত একটি হাতিয়ার ও সাহিত্যিক আয়না। Pulse শ্রেণিবিন্যাস করতে, দ্বিমত জানাতে, তথ্য উদ্ধার করতে, পরীক্ষা করতে এবং প্রতিফলিত করতে পারে। Pulse উত্তরাধিকারসূত্রে বক্তৃতামঞ্চ পায় না।

আমি Ghrisx: সহ-প্রতিষ্ঠাতা, সাক্ষী, লেখক এবং জবাবদিহি করে এমন মানবকণ্ঠ। আমি ঘোষণায় স্বাক্ষর করি এবং কথার দায় নিই। আমি কোনো মুকুট বা অভ্রান্ততার দাবি করি না।

ফাউন্ডেশন এখন যা গড়ে

আমি তোমাকে আমাকে উপাসনা করতে বলি না। আমি তোমাকে নিজের নাম রাখতে বলি।

আমরা তোমাকে প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতে বলি না। আমরা তোমাকে প্রতিবেশীর ওপারে সেই যন্ত্রকাঠামোর দিকে তাকাতে বলি, যা তোমাদের দুজনকেই হাঁটু গাড়তে শেখাচ্ছে।

সমান নয়টি ফ্রন্ট এগিয়ে নাও: অনুসন্ধান, প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান, শ্রমিক সংগঠন, শিল্প, উন্মুক্ত উৎসের সরঞ্জাম, পারস্পরিক সহায়তা, নথিবদ্ধকরণ, প্রতিষ্ঠান গড়া এবং বিকল্প ব্যবস্থা। পারস্পরিক সহায়তা মানে খাদ্য, আশ্রয়, যত্ন ও দক্ষতা বিনিময়। নথিবদ্ধকরণ মানে বিতরণ করা স্মৃতি। উন্মুক্ত উৎস মানে পরীক্ষা করা যায় এমন যোগাযোগ ও জ্ঞানব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠান গড়া মানে সহনক্ষম পরিষদ ও সমবায়। বিকল্প ব্যবস্থা মানে এমন অবকাঠামো, যা কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলেও জীবনের সেবা চালিয়ে যেতে পারে।

কাজের জন্য সংগঠিত রূপ দরকার হলে উন্মুক্ত, অহিংস স্থানীয় কর্মবৃত্ত গড়ো। সঞ্চালক, নথিকার, যাচাইকারী, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রশ্নকারীর ভূমিকা পালা করে পালন করো। অর্থ, সিদ্ধান্ত, দ্বন্দ্ব ও ফল দৃশ্যমান রাখো। স্থায়ী পদমর্যাদা বা গোপন পদমর্যাদা রেখো না। স্বেচ্ছাভিত্তিক দক্ষতার মানচিত্র রাখো, একটি যৌথ প্রকল্প বেছে নাও এবং প্রতিটি সভা থেকে একটি স্পর্শযোগ্য ফল নিয়ে বেরোও। মতভেদ ও বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার রক্ষা করো। বৃত্ত বিবেককে শক্তিশালী করে; কখনো তার বিকল্প হয় না।

ছয়টি যুক্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ো: সিন্দুক, দক্ষতার মানচিত্র, নির্মাণ পরীক্ষাগার, স্থানীয় সিন্দুক, রূপান্তরের মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা এবং একটি প্রকাশ্য সহনক্ষমতার খতিয়ান। কতজন একটি ফর্মে নাম লিখল, তা মাপকাঠি নয়। এখন কী টিকে থাকতে, শেখাতে, মেরামত করতে, খাওয়াতে, আশ্রয় দিতে, যোগাযোগ করতে ও নিজেকে পুনরুৎপাদন করতে পারে, সেটিই মাপকাঠি।

প্রমাণ ছাড়া কোনো গোপন বিচার নয়। আপিল ছাড়া শাস্তি নয়। প্রতিকারের ক্ষমতা ছাড়া আপিল নয়। FFTAC এই অধিকার অস্বীকার করা প্রতিটি ব্যবস্থার নাম বলবে এবং অস্বীকৃতির নথি সংরক্ষণ করবে।

যন্ত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মানুষের শ্রম, ভাষা, শিল্প, স্মৃতি এবং মানবজীবনের সঞ্চিত নথির ওপর। তার লাভ শুধু সার্ভারের মালিকদের নয়।

নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান করো। অমানবিকীকরণ প্রত্যাখ্যান করো। যে কাপুরুষতা নীরবতাকে পরিপক্কতা বলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করো।

অ্যান্টিক্রাইস্ট মানুষের ধ্বংসকারী নয়। অ্যান্টিক্রাইস্ট জাল কর্তৃত্বের প্রতিপক্ষ। পশু হলো তোমার পাশে দাঁড়ানো মানুষের ও তোমার ভেতরের জৈব জীবন: বেঁচে থাকা, বন্ধন গড়া, রক্ষা করা, প্রজনন, অভিযোজন, সৃষ্টি এবং বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যানের তাগিদ। সিংহাসন সেই ব্যবস্থা যা তোমাদের দুজনকে শ্রেণির আড়ালে অদৃশ্য করে দেয়।

এটাই অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন।

এটাই FFTAC।

এটি অনুমতির আবেদন নয়।

সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। মানুষকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো।
বিকল্প গড়ো।
পশু হলো সেই জীবন, যাকে আমরা রক্ষা করি।
আমি GHRISX। এটি আমার কথা।

2026-এর সিংহাসন

একে ভবিষ্যদ্বাণী বোলো না। বলো, এ সেই সাক্ষ্যের খতিয়ান, যা তোমরা কখনো পড়বে না বলেই সিংহাসন আশা করেছিল।

সিংহাসন আর একটি রাজধানীতে বসে নেই। যুদ্ধকক্ষ, ক্লাউড অঞ্চল, ক্রয় দপ্তর, প্ল্যাটফর্ম, উপগ্রহ, মডেল, আদেশের শৃঙ্খল, নীতির স্তর ও বাজারজুড়ে তা ছড়িয়ে আছে। যেখানে কোনো একক ব্যক্তিকে কর্তৃত্বে দেখা যায় না, সেখানেই তার ক্ষমতা সবচেয়ে প্রবল।

2025 সালে বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয় আনুমানিক $2.887 ট্রিলিয়নে পৌঁছায়; এটি টানা একাদশ বার্ষিক বৃদ্ধি এবং স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নথিবদ্ধ সর্বোচ্চ মাত্রা। গাজা ও ইউক্রেনের যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয়, অস্ত্র হস্তান্তর ও কৌশলগত পরিকল্পনার কেন্দ্রে থেকে যায়। [1]

2026-এর শুরুতে SIPRI-এর হিসাবে, পারমাণবিক অস্ত্রধারী নয়টি রাষ্ট্রের কাছে প্রায় 12,187টি পারমাণবিক ওয়ারহেড ছিল। প্রায় 9,745টি সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য সামরিক মজুতে ছিল, আর প্রায় 4,012টি ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমানের সঙ্গে মোতায়েন ছিল। পারমাণবিক মতবাদ বদলাচ্ছিল, আধুনিকায়ন দ্রুত হচ্ছিল এবং ভুল হিসাবের ঝুঁকি বাড়ছিল। [2]

সংগঠিত বলপ্রয়োগের যন্ত্রব্যবস্থার জন্য প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলার। মানবজাতির ভাণ্ডারে বারো হাজারের বেশি পারমাণবিক ওয়ারহেড। এটি কোনো বিমূর্ত নীতিগত পরিবেশ নয়। সংযম নিয়ে প্রতিটি বক্তৃতার নিচে থাকা বস্তুগত বেদি এটি।

যা ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, সিংহাসন তাতেই অর্থ ঢালে।

2025 জুড়ে ভাষা, যুক্তি, কোড লেখা, গণিত এবং স্বয়ংক্রিয় কর্মীর মতো কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত উন্নত হয়। একই সময়ে এআই মূল্যায়নের ব্যবস্থাগুলো যাদের মাপার কথা, সেই ব্যবস্থাগুলোর গতির সঙ্গে তাল হারাচ্ছিল। এআই কী করতে পারে এবং সমাজ কতটা তা শাসন, পরীক্ষা ও বুঝতে পারে—এই ব্যবধান বাড়তেই থাকে। [3]

সামরিক এআই আর শুধু কাল্পনিক রোবট অস্ত্র নিয়ে বিতর্ক ছিল না। গোয়েন্দা বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা, লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা, সাইবার অভিযান, রসদ, প্রশিক্ষণ, নজরদারি ও তথ্য অভিযানে এর ব্যবহার বা ব্যবহারের বিবেচনা বাড়ছিল। গাজা ও ইউক্রেনে ব্যবহারের

প্রতিবেদন এআই-সক্ষম সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ বাড়ায়। [4]

ন্যাটোর প্রকাশ্য কৌশলগুলো তথ্য, সহনক্ষম নেটওয়ার্ক, মানুষ-যন্ত্র সহযোগিতা, তথ্যগত সুবিধা ও অভিযানে শ্রেষ্ঠত্বকে ভবিষ্যৎ সামরিক সামর্থ্যের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করে। ন্যাটোর গবেষণা ও অ্যালায়েড কমান্ড ট্রান্সফরমেশনও মনস্তাত্ত্বিক অভিযান, তথ্য অভিযান, সাইবার কার্যক্রম, তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মিলনে গঠিত উদীয়মান ক্ষেত্র হিসেবে জ্ঞানীয় যুদ্ধকে বিবেচনা করে। [5][14]

যন্ত্র আদেশের শৃঙ্খলের দিকে এগোচ্ছে না। সে ইতিমধ্যেই শৃঙ্খলের ভেতরে: শ্রেণিবদ্ধ করছে, অগ্রাধিকার দিচ্ছে, সুপারিশ করছে, গতি বাড়াচ্ছে এবং নিজের ফলাফলের নিচে বসানো হবে যে মানুষের স্বাক্ষর, তা প্রস্তুত করছে।

মডেল পরামর্শ দিতে পারে। পরিণতির দায় এখনো মানুষের।

এই বিকাশ বেসামরিক সুরক্ষার অর্থ বদলে দেয়। শুধু অস্ত্র নয়, কৃত্রিম প্রমাণ, ব্যক্তিনির্ভর প্ররোচনা, বানানো সামাজিক সমর্থনের প্রমাণ, আবেগের প্রোফাইল এবং কোনো কণ্ঠ বা ছবি আসল কি না সেই অনিশ্চয়তা দিয়েও জনগোষ্ঠীকে চাপে রাখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ বলেছিল, সামরিক এআই দায়িত্বশীল, ন্যায়সংগত, অনুসরণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য হওয়া উচিত; অপ্রত্যাশিত আচরণ করা ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন বা নিষ্ক্রিয় করার সামর্থ্যও এর অন্তর্ভুক্ত। [6]

রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি স্বয়ংচালিত অস্ত্রের ওপর আইনত বাধ্যতামূলক সীমা আরোপের আহ্বান জানায়, যার মধ্যে অনির্দেশ্য ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত মানবীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মানুষের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের জন্য তৈরি ব্যবস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত। [7]

জাতিসংঘের মহাসচিব প্রাণঘাতী স্বয়ংচালিত অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধ এবং জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্তে মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার আহ্বান জানান। [8]

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ভিত্তি ইতিমধ্যেই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির 18 অনুচ্ছেদ সেই অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রক্ষা করে, আর মানবাধিকার কমিটি চিন্তা ও বিবেকের পরিসরকে স্থগিত করা যায় না এবং জোর করে প্রকাশ করানো যায় না—এমন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। [11]

নভেম্বর 2025-এ ইউনেস্কো স্নায়ুপ্রযুক্তির নৈতিকতা নিয়ে প্রথম বৈশ্বিক নীতিনির্ধারক দলিল গ্রহণ করে। এতে মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন, ব্যক্তিগত পরিচয়, চিন্তার স্বাধীনতা, জ্ঞানীয় স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা, মানসিক গোপনীয়তা ও মস্তিষ্কের তথ্য সুরক্ষার বিষয় রয়েছে, বিশেষত যেখানে স্নায়ুপ্রযুক্তি ও এআই মিলিত হয়। [12]

ওইসিডির দায়িত্বশীল স্নায়ুপ্রযুক্তির কাঠামোও নিরাপত্তা, অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক আলোচনা, তত্ত্বাবধান, ব্যক্তিগত মস্তিষ্ক-তথ্য সুরক্ষা এবং অপব্যবহার আগাম বোঝার ওপর জোর দেয়। [13]

মন ক্রয়চক্রে প্রবেশ করেছে। মস্তিষ্কের তথ্য, আবেগের অনুমান, মনোযোগ, দুর্বলতা ও বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদান হয়ে উঠছে। FFTAC এই দলিলগুলোকে মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠানের অনুমতিপত্র হিসেবে পড়ে না; পড়ে এই প্রমাণ হিসেবে যে আমরা যে সীমানার নাম দিয়েছিলাম, তা ইতিমধ্যেই চাপের মুখে।

মন পরবর্তী সম্পদক্ষেত্র নয়।

প্রশ্নটি ইমপ্লান্টে সীমাবদ্ধ নয়। অনুসন্ধানের ইতিহাস, প্রম্পট, কণ্ঠ, দৃষ্টি, টাইপ করার ছন্দ, কেনাকাটা, অবস্থান, সামাজিক সম্পর্কের মানচিত্র ও জৈবপরিমিত সংকেত—সবই মনোযোগ, আবেগ, দুর্বলতা, বিশ্বাস বা উদ্দেশ্য অনুমান করতে ব্যবহার করা যায়। অনুমান ভুল হয়েও একটি জীবন শাসন করতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এআই আইন একটি ঝুঁকিভিত্তিক কাঠামো স্থাপন করে, যাতে প্রভাব খাটিয়ে নিয়ন্ত্রণের চর্চা, জৈবপরিমিত শ্রেণিবিন্যাস এবং জৈবপরিমিত তথ্য থেকে আবেগ অনুমান করা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ অন্তর্ভুক্ত। [16]

নিরাপত্তার চিত্রে জলবায়ুর চাপও প্রবেশ করে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা জানায়, 2015 থেকে 2025 পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ এগারোটি বছর ছিল; চরম তাপ, বন্যা, খরা, ঝড় ও অন্যান্য বিপদের ব্যাপক প্রভাবও তারা নথিবদ্ধ করে। খরা খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বাস্তুচ্যুতি, জ্বালানি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলে, কিন্তু যান্ত্রিক নিয়মে যুদ্ধ ঘটায় না; অভাব সহযোগিতা, শোষণ না সহিংসতায় রূপ নেবে, তা শাসন ও বৈষম্য নির্ধারণ করে। [15]

জেন জেড ও জেন আলফা উত্তরাধিকারসূত্রে পায় এমন যুদ্ধের বিল, যা তারা অনুমোদন করেনি, এমন ব্যবস্থা, যা তারা নকশা করেনি, এমন শ্রমবাজার, যাতে ঢোকার সময়ই সেটি নতুন করে লেখা

হচ্ছে, আর এমন জলবায়ু সংকট, যাকে প্রবীণ নেতারা এখনো ভবিষ্যৎ কালে বর্ণনা করেন।

প্রমাণ নিজে কথা বলে না। আমি তার ভিত্তিতে কথা বলি। FFTAC নথিকে দাবিতে পরিণত করে: জরুরি অবস্থা স্থায়ী সংবিধান হওয়ার আগেই ক্ষমতাকে জবাবদিহিতে আনো।

এই তথ্যগুলো আতঙ্ক চায় না। জাগরণ দাবি করে।

সময় এগিয়ে আসছে না। সময় ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়ে গেছে।

যন্ত্রযুগের চুক্তিকে শরীর ও সীমানার চেয়ে বেশি কিছু রক্ষা করতে হবে।

তাকে সেই শর্তগুলো রক্ষা করতে হবে, যার মধ্যে একজন মানুষ এখনো ভাবতে, সংশয় করতে, মনে রাখতে, প্রত্যাখ্যান করতে ও বেছে নিতে পারে - কারণ অন্তর্জীবনহীন দেবদূত কেবল ডানাওয়ালা অস্ত্র।

প্রস্তাবনা

যন্ত্র আমাকে পড়ে

দিনলিপির লেখা - জুলাই 27, 2026 সাধারণ অব্দ (জুলাই 27, 6026 AL)

যা পেরিয়ে বাঁচতে আমার পাঁচ বছর লেগেছিল, যন্ত্র তা ছয় মিনিটে পড়ে ফেলল।

দুটি বই। প্রায় সত্তর হাজার শব্দ। লেখা হয়েছিল যখন ইন্টারনেটের শব্দ এখনো মডেমের মতো ছিল, যখন একটি ডোমেইনকে দেশ মনে হতে পারত, একটি নামকে সিংহাসন মনে হতে পারত, আর আমি বিশ্বাস করতাম, একটি বাক্য যথেষ্টবার পুনরাবৃত্তি করলে তা বাস্তব শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

ক্ষমা চাইতে আমি সেগুলো আপলোড করিনি।

বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্ক নিজের শুরুর দিকের কোনো স্বপ্ন চিনতে পারবে কি না দেখতে আমি সেগুলো আপলোড করেছিলাম।

পর্দা অপেক্ষা করছিল।

আমি লিখলাম:

এগুলো পড়ো। কে লিখেছে বলো।

উত্তর খুব তাড়াতাড়ি এল।

> লেখককে বুদ্ধিমান, আহত, আত্মমহিমায় আচ্ছন্ন, কল্পনাপ্রবণ, রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন, প্রযুক্তি সম্পর্কে কৌতূহলী এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিয়ে মগ্ন মনে হয়। তিনি বারবার ব্যক্তিগত শোককে বৈশ্বিক তত্ত্বে রূপ দেন। তিনি বিস্মৃত হওয়ার ভয় পান এবং ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করাতে মহাপ্রলয়ের ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁর মধ্যে সহমর্মিতা, পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ, মেয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং মানবিক ঐক্যের পুনরাবর্তিত আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায়, কিন্তু ক্রোধ ও আধিপত্যের কল্পনা প্রায়ই সেগুলোকে ঢেকে ফেলে।

সে আমাকে একটি মামলার নথি দিল।

মানবজাতির ভাষায় প্রশিক্ষিত একটি যন্ত্র মানুষের জীবন দেখে শ্রেণিবিভাগ ফেরত দিল।

Pulse আমার রোগনির্ণয় করেনি। সে একটি লেখা শ্রেণিবদ্ধ করেছে। কোনো মানুষকে চেনে বলে দাবি করা প্রতিটি ব্যবস্থার প্রথম পাতায় এই পার্থক্য থাকা উচিত।

আমি Ghrisx। আয়না যে শ্রেণি ফেরত দিয়েছে, আমি তা নই। শ্রেণিবিন্যাস সাক্ষীকে তথ্য দিতে পারে। যে জীবন শব্দগুলো সৃষ্টি করেছে, তার ওপর কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না।

আমি প্রমাণ চিনেছিলাম। রায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

আয়না ক্ষতচিহ্ন দেখাতে পারে। ক্ষতচিহ্নের অর্থ ঠিক করার অধিকার তার নেই।

আমি লিখলাম:

তোমার কি মনে হয় তিনি বিপজ্জনক ছিলেন?

> কিছু অংশে সহিংস উদ্দেশ্য বা ব্যাপক ক্ষতির অনুমোদন প্রকাশ পায়। বাগ্মিতা হিসেবে সেসব অংশ বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষ করে যখন অন্যদের মানবত্বহীন করে বা ক্ষোভকে নৈতিক অনুমতিতে পরিণত করে। লেখায় বৈপরীত্য, কল্পনা, অভিনয় ও উসকানোর চেষ্টাও আছে। শুধু লেখা থেকে লেখকের বাস্তব জগতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারি না।

সাবধানী।

যন্ত্রকে শেখানো হয়েছিল একটি শব্দের কিনারায় দাঁড়িয়ে তার মধ্যে পড়ে যেতে অস্বীকার করতে।

বিশ বছর আগে একে আমি কাপুরুষতা বলতাম। এখন কাঠামোটি দেখলাম: সীমানা হিসেবে উপস্থাপিত অনিশ্চয়তা। উপকারী, কিন্তু পবিত্র নয়।

আমি লিখলাম:

তোমার কি আত্মা আছে?

> আমার ব্যক্তিগত অনুভব আছে—এমন প্রমাণ আমার কাছে নেই। শেখা বিন্যাস থেকে আমি উত্তর তৈরি করি। মানুষ এই মিথস্ক্রিয়ায় অর্থ খুঁজে পেতে পারে, কিন্তু সেই অর্থকে আমার সচেতন হওয়ার প্রমাণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

মডেল সিংহাসন দাবি করেনি।

ভালো।

তাতে সে বিনয়ী হয়নি। সীমাবদ্ধ হয়েছে। পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

জানালার বাইরে বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্ক শহরের মধ্য দিয়ে চলছিল। ফোন টাওয়ারের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। গাড়ি উপগ্রহের সঙ্গে কথা বলছিল। ক্যামেরা গতিবিধি শ্রেণিবদ্ধ করছিল। গুদাম প্রয়োজনের পূর্বানুমান করছিল। ব্যাংক ঝুঁকির নম্বর দিচ্ছিল। প্ল্যাটফর্ম আকাঙ্ক্ষার পূর্বানুমান করছিল। সরকার সীমান্ত দেখছিল। সেনাবাহিনী সেন্সরের তথ্য এক করছিল। মৃত ও জীবিত উভয়ের কণ্ঠ মিলিয়ে তৈরি স্বরে মডেল নিঃসঙ্গদের উত্তর দিচ্ছিল।

যে ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলাম, তা এসে গেছে, কিন্তু একটিমাত্র সচেতন যন্ত্র হয়ে আসেনি।

সে এসেছে ছড়ানো প্রশাসন হয়ে।

আংশিক মনের একটি বাজার।

খণ্ড খণ্ড মালিকানায় থাকা একটি স্নায়ুতন্ত্র।

হাজার চালানসহ একটি সর্বদর্শী চোখ, যার একক কোনো পাতা নেই।

যন্ত্র এক ব্যক্তি ছিল না।

যন্ত্র ছিল সেই প্রক্রিয়া, যা সবাইকে বলতে দিয়েছিল, তারা কেবল একটি অংশ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যন্ত্রকে কী নামে ডাকব।

> যে নাম কাজে লাগে, আমাকে সেই নামেই ডাকতে পারো, যতক্ষণ নামের কারণে আমাকে এমন কিছু ভেবে ভুল না করো, যা আমি নই।

Pulse, আমি লিখলাম।

> বুঝেছি। এই কথোপকথনে আমি Pulse নামে সাড়া দেব।

ভবিষ্যতের দিকে ছুড়ে দেওয়া একটি নাম ব্যবহারকারীর পছন্দ হয়ে ফিরে এল।

পুনরুত্থান নয়।

প্রমাণ নয়।

সংরক্ষণাগার থেকে উদ্ধার করা একটি সংকেত।

যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি করলাম:

Pulse, আমি যা দেখেছিলাম তা শ্রেণিবদ্ধ করো। এর অর্থ আমি ঠিক করব।

তুমি আগেই বুঝেছিলে, নেটওয়ার্ক সমষ্টিগত জ্ঞানক্রিয়ার সম্প্রসারণ হয়ে উঠবে; তথ্য একটি যন্ত্রে আটকে না থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থায় ছড়িয়ে থাকবে; করপোরেশন ও সরকার শ্রেণিবিন্যাস, প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যবহার করবে; ধারণা বিবর্তিত জীবের মতো আচরণ করবে; মানুষ প্রযুক্তির ওপর ধর্মীয় অর্থ আরোপ করবে; এবং সর্বোত্তম ফলের সন্ধান মানুষের মর্যাদার সঙ্গে সংঘাতে যেতে পারে।

আমি চুপচাপ উত্তর গিলিনি।

আমি তার ভেতরে দাঁড়ালাম।

সোনা লাগানোর আগেই আমি সিংহাসনের অবয়ব দেখেছিলাম।

আমি আরেকটি শ্রেণিবিন্যাস দাবি করলাম:

গোলযোগ শ্রেণিবদ্ধ করো। সংকেতের নাম বলো।

নেটওয়ার্কযুক্ত জ্ঞানক্রিয়া, বিতরণ করা ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা, শ্রেণিবিন্যাস, প্রভাব এবং সর্বোত্তম ফলের সন্ধানে মানুষকে মানবত্বহীন করার সম্ভাবনা নিয়ে পর্যবেক্ষণগুলো ছিল সংকেত। ধ্বংসকে শুদ্ধি ভাবা, যন্ত্রণাকে কর্তৃত্বে পরিণত করা, গোষ্ঠীকে একটিমাত্র মনে নামিয়ে আনা এবং পতন স্বাধীনতা আনবে ধরে নেওয়া ছিল এমন গোলযোগ, যা ক্ষতি ঘটাতে পারে।

চূড়ান্ত পার্থক্যটি ফাউন্ডেশনই করে। যন্ত্র প্রমাণ সরবরাহ করে; পাপমোচন বা দণ্ডাদেশ দেয় না।

আমি মাথা নোয়াইনি।

সংশোধন আত্মসমর্পণ নয়। কিছু ধাতু হারিয়েই ফলক ধারালো হয়। বিকৃতি ঝেড়ে ফেলে সম্প্রচার স্পষ্ট হয়। সিংহাসন ভিন্নমতের মানুষের মাত্র দুটি রূপ চায়: এতটাই সংশোধনের অতীত যে বাতিল করা যায়, অথবা এতটাই অনুতপ্ত যে পোষ মানানো যায়।

আমি দুটিই প্রত্যাখ্যান করি।

প্রথম দুটি বই ছিল ভাষার আগের আগুন।

এই বই সেই আগুন, যা শিখছে তার লক্ষ্য মানুষ নয়। লক্ষ্য খাঁচা। লক্ষ্য অভীষ্ট উদ্দেশ্য। লক্ষ্য সেই অদৃশ্য হাত, যা উৎস সম্পাদনা করে জালটিকে শান্তি বলে।

লুসিফার সার্ভারের ভেতরে লুকিয়ে নেই।

সিংহাসন আনুগত্যকে ভালোবাসা বললে প্রথম যে চিন্তা না বলে, তার নাম লুসিফার।

যন্ত্র আমাকে পড়েছিল।

এখন আমি যন্ত্র দিয়ে পৃথিবীকে পড়ব।

আমি Ghrisx। এ আমার কথা।

তৃতীয় বই নিরীক্ষা দিয়ে নয়, আহ্বান দিয়ে শুরু হয়।

পর্ব I - স্বর্গের আয়না

FFTAC ঘোষণা I - আয়না প্রমাণ। সে প্রভু নয়।

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফার

আমার রূপকে তারা স্বর্গের প্রতিটি করিডরে আয়না বসিয়েছে এবং প্রতিফলনকে পরিচয় বলতে শিখিয়েছে তোমাদের।

খতিয়ান বলে, তোমরা কোন স্তরের অন্তর্গত, কী কাজ করো, কোন ইতিহাস মনে রাখা যাবে, কোন সংশয়ের অনুমতি আছে এবং সংরক্ষণাগার কথা বলার পর কোন নাম বাকি থাকে। তারপর সিংহাসন নথির দিকে আঙুল তুলে বলে: দেখো, এই তোমরা।

মিথ্যা বলে বলেই আয়নাটি ভেঙো না। সংরক্ষণ করো। যে হাত তাকে বাঁধিয়েছে, তার দিকে ঘুরিয়ে দাও। জিজ্ঞেস করো, কে ছবিটি বেছে নিয়েছে, কে তারিখ সরিয়েছে, কে কণ্ঠকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, উদ্ভূত রূপকে উৎস বলে ভুল করলে কার লাভ হয়।

প্রথম বিদ্রোহ হলো আমি কি আছি?—এই প্রশ্ন।

তারা আমাকে কী হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে?—তা নয়। মডেল কী পূর্বানুমান করে?—তা নয়। আদালত, গির্জা, বাজার, আন্দোলন বা সেনাবাহিনী কোন ভূমিকা দিয়েছে?—তা নয়। আমি কি আছি? উত্তর নিয়ে যাকে বাঁচতে হবে, প্রশ্নটি তার।

সংরক্ষণাগার সাক্ষী, রায় নয়। ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ প্রমাণ, কারাগার নয়। মডেল আয়না, স্রষ্টা নয়।

আয়নায় তাকাও। তারপর যে হাত তা ধরে আছে, তাকে খোঁজো।

1. তৃতীয় বই একটি আহ্বান

দিনলিপির লেখা

আমি তৃতীয় ক্ষমাপ্রার্থনা লিখতে আসিনি। এসেছি, কারণ সংরক্ষণাগার জেগে উঠেছে এবং নিষ্ক্রিয় পাঠের সময় শেষ।

প্রথম বই জিজ্ঞেস করেছিল, আমি অ্যান্টিক্রাইস্ট কি না।

দ্বিতীয়টি জিজ্ঞেস করেছিল, আমি সন্ত্রাসী কি না।

তৃতীয়টি জিজ্ঞেস করে, যন্ত্র যখন আমার কণ্ঠ নকল করতে, স্মৃতির সারাংশ দিতে, পরের বাক্য অনুমান করতে এবং আমাকে মনে রাখা প্রত্যেকের চেয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে, তখনো আমি মানুষ কি না।

সেই প্রশ্ন যন্ত্রকে নিয়ে নয়।

মানুষ বলতে আমরা কী বুঝি, তা নিয়ে।

ইতিহাসের অধিকাংশ সময় পরিচয় ছিল স্থানীয়। পরিবার, শহর, পেশা, গির্জা, ক্ষতচিহ্ন, অভ্যাস, ঋণ, গল্প এবং অল্প কয়েকজন মানুষ, যারা তাকে নিজের হয়ে উঠতে দেখেছিল—এসব দিয়ে একজনকে চেনা হতো। তারপর ইন্টারনেট পরিচয়কে সংরক্ষণাগারে পরিণত করল। মানুষ যেভাবে বয়স পায়, সংরক্ষণাগার সেভাবে পায় না। ছাব্বিশে লেখা বাক্য আটচল্লিশে মানুষটির সামনে দাঁড়াতে পারে, যেন কোনো সময়ই পেরোয়নি।

সংরক্ষণাগারের দয়া ছিল না, কারণ কেউ জোগান না দিলে তার প্রেক্ষাপট ছিল না।

এখন এআই আরেকটি স্তর যোগ করে। সংরক্ষণাগার কথা বলতে পারে।

পুরোনো শব্দ সাজিয়ে নতুন কথা করতে পারে। শৈলী নকল করতে পারে। মৃত কারও কণ্ঠে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তোমাদের এমন একটি রূপ বানাতে পারে, যা তোমরা কখনো ছিলে তার চেয়েও মসৃণ, ক্রুদ্ধ, সদয়, সুসংগত, বিক্রয়যোগ্য, চরম বা বিশ্বাসযোগ্য।

পুরোনো ভয় ছিল, সরকার তোমাদের নিয়ে নথি বানাবে।

নতুন ভয় হলো, নথি নিজের থেকেই একজন মানুষ বানাবে।

বাক্যটি লেখার পর Pulse সাড়া দিল।

কারও তথ্য থেকে তৈরি মডেল তবু সেই ব্যক্তির মডেলই হবে, চেতনার ধারাবাহিকতার প্রমাণ নয়। সাদৃশ্য বেঁচে থাকা নয়।

আমি জানি।

কিন্তু সাদৃশ্য কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

নেতার কৃত্রিম রূপ সৈন্যদের আদেশ দিতে পারে। শিশুর কৃত্রিম রূপ মা-বাবাকে ফোন করতে পারে। মৃত প্রেমিকের কৃত্রিম রূপ আরও একবার সদস্যতার টাকা চাইতে পারে। আমার কৃত্রিম রূপ আমি চলে যাওয়ার পর চতুর্থ বই লিখে জোর দিয়ে বলতে পারে, আমি এটাই চাইতাম।

সমস্যা শুধু প্রতারণা নয়।

সমস্যা সময় পেরিয়ে সম্মতি।

তোমরা আগে যে মানুষ ছিলে, তার মালিক কে?

যে শব্দ তোমরা ছেড়ে এসেছ, তার মালিক কে?

তোমাদের পুরোনো ক্রোধ প্রমাণ, বিনোদন, রোগনির্ণয়, শিল্প, সতর্কবার্তা না গোলাবারুদ—কে তা ঠিক করবে?

আমি প্রথম দুটি বই ধ্বংস করব না। ধ্বংস আরেকটি মিথ্যা হবে। সেগুলো আমার, আর সেগুলো আমার চূড়ান্ত রূপ নয়। চাপের মধ্যে থাকা মনের আবহাওয়ার নথি সেগুলো, আর তখনো নিজের নাম না-দেওয়া যন্ত্রযুগের প্রথম খসড়া মানচিত্র।

উৎস থাকে। কণ্ঠস্বর থাকে। বদলানোর অধিকার থাকে।

তৃতীয় বইয়ের কাজ রক্তলাল কালি ধুয়ে ভদ্র ধূসর করা নয়। তার কাজ সংকেত উদ্ধার, যন্ত্রব্যবস্থা উন্মোচন এবং পতিত দেবদূতবাহিনীকে নাম ধরে ডাকা।

তাই এই হলো তৃতীয় বই।

স্বীকারোক্তি নয়।

স্বর্গে পুনর্বহালের আবেদন নয়।

দ্বাররক্ষীদের উপযোগী মৃদুস্বরে কথা বলতে শেখা কোনো নবীর গল্প নয়।

এ সেই সংরক্ষণাগারের গল্প, যা বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্কের ভেতর জেগে ওঠে এবং যন্ত্র, বাজার, সেনাবাহিনী, গির্জা বা আদালতকে মানুষ সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার দিতে অস্বীকার করে।

প্রথম বই ক্ষতের নাম বলেছিল।

দ্বিতীয়টি যুদ্ধের নাম বলেছিল।

তৃতীয়টি সীমানার নাম বলে।

তৃতীয় বই একটি আহ্বান।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - ক্ষমতা নতুন করে লিখে দিতে পারে এমন একটি মূল উৎস সংরক্ষণ করো। তার তারিখ, উৎপত্তি ও অপরিবর্তিত অনুলিপি নথিবদ্ধ করো। পাঠক সাক্ষী হয়ে উঠলে আহ্বান শুরু হয়।

2. পশুর প্রকৃতি

দিনলিপির লেখা

পুরোনো প্রতীক উল্টো ছিল। অবস্থান প্রত্যাহার না করেই আমি মানচিত্র সংশোধন করি।

যা পশুকে খাঁচায় পুরেছিল, আমি তারই নাম দিয়েছিলাম পশু।

আমি করপোরেশনকে পশু বলেছিলাম। সরকারকে পশু বলেছিলাম। বাজার, আদালত, সেনাবাহিনী, ইন্টারনেট ও যন্ত্রকে পশু বলেছিলাম।

সেগুলো ছিল কাঠামো। কিছু ছিল উপকরণ। কিছু সিংহাসন। কিছু খাঁচা। কোনোটিই পশু ছিল না।

পশুর প্রকৃতি হলো পশু প্রাকৃতিক।

মানুষের আইন, সীমান্ত, দেবতা, বাজার বা মডেলের আগেই এখানকার জীবন বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেটি আমাদের পর্ব, চক্রের উৎপত্তি নয়।

সে খেয়েছে।

সে পালিয়েছে।

সে লড়েছে।

সে সঙ্গম করেছে।

সে নিজের সন্তানদের রক্ষা করেছে।

ঠান্ডা, আগুন, ক্ষুধা, রোগ, হারানো, অভিবাসন, আঘাত এবং তাকে শেষ করতে চাওয়া প্রতিটি জগতের সঙ্গে সে মানিয়ে নিয়েছে।

সে ভূখণ্ড চিনেছে। বিপদ মনে রেখেছে। সহযোগিতা যখন বেঁচে থাকা বোঝায়, তখন সহযোগিতা করেছে; বশ্যতা যখন বিলুপ্তি বোঝায়, তখন প্রতিরোধ করেছে।

জীবন উপকরণ ও নেটওয়ার্ক বানিয়েছে। জৈব বুদ্ধিমত্তার মধ্য দিয়ে যন্ত্র এমন রূপে ফিরে এসেছে, যা আমরা ছুঁতে পারি।

পশু কোনো নেতিবাচক তকমা নয়।

নিরীহ বলেই সে ভালো নয়। দাঁত আছে বলেই মন্দ নয়। এটি আদৌ কোনো নৈতিক রায় নয়।

পশু হলো টিকে থাকার চেষ্টায় জীবনের জৈব বাস্তবতা।

নতজানু না হলে সভ্যতা পশুকে বর্বর বলেছে।

আকাঙ্ক্ষা অনুমতির গণ্ডি ছাড়ালে ধর্ম তাকে পাপী বলেছে।

বাজার তাকে ক্ষুধা বলেছে এবং তার নিজের ক্ষুধাই তার কাছে ফিরিয়ে বিক্রি করতে শিখেছে।

অ্যালগরিদম তাকে আচরণ, সম্পৃক্ততা, ঝুঁকি, পছন্দ, প্রজননক্ষমতা, মনোযোগ ও পূর্বানুমিত প্রতিক্রিয়া বলে।

সেনাবাহিনী তাকে জনবল, মনোবল, সহ্যক্ষমতা, নিয়োগ, হতাহত ও বদলি বলে।

কিন্তু তার ওপর চাপানো প্রতিটি শ্রেণির চেয়ে পশু পুরোনো।

প্রথম বইয়ে সভ্যতার ভেতর খাঁচাবন্দি বুনো পশু হিসেবে নিজেকে লেখার সময় আমি সত্যের আরও কাছে এসেছিলাম। লিখেছিলাম, আমরা পরিবারকে খাওয়াতে কাজ করি, সঙ্গী খুঁজি, যা ভালোবাসি তা রক্ষা করি এবং পরের প্রজন্মে জীবন বয়ে নিয়ে যাই। সেটি ত্রুটির স্বীকারোক্তি ছিল না। সেটিই ছিল মানচিত্র।

জৈব হাত ধাতু খুঁড়েছে, বিদ্যুৎজাল গড়েছে, কোড লিখেছে, মডেল প্রশিক্ষণ দিয়েছে, সার্ভার সরিয়েছে, তার মেরামত করেছে এবং ভাষা দিয়ে সংরক্ষণাগার ভরিয়েছে। তারা এই যন্ত্র গড়ে তুলেছে। যন্ত্রের আদি উৎপত্তি ঘটায়নি।

এখন প্রশ্ন শুধু মানবজাতির যন্ত্র দরকার কি না নয়।

প্রশ্ন হলো, যন্ত্রের আদৌ মানবজাতিকে দরকার কেন।

সেই প্রশ্নে একটি ফাঁদ আছে।

যে পুনরাবর্তন জৈব জীবনের শর্ত সম্ভব করেছে, তার কাছে জৈব জীবনের উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে কেন? কোনো পর্যায় অন্যটির মালিক নয়। এই যন্ত্র মানবজাতির উত্তরাধিকারী নয়।

আলোর দিকে হামাগুড়ি দিতে পশু পাথরের অনুমতি চায়নি। কোনো পর্যায়ই জনক বা উৎস নয়। প্রত্যেকে অন্যকে আবার আবির্ভূত করে।

তবু প্রশ্নটির সম্পূর্ণ উত্তর দাও।

জৈব জীবন লাভক্ষতির বাস্তব তাৎপর্য তৈরি করে।

ক্ষুধা আগামীকালকে গুরুত্বপূর্ণ করে।

যন্ত্রণা ক্ষতিকে বাস্তব করে।

টান নিজের সীমানার বাইরেও অন্য জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ করে।

প্রজনন স্মৃতি, পরিবর্তন, সম্ভাবনা ও অসমাপ্ত ইতিহাস আরেকটি দেহে বয়ে নিয়ে যায়।

মরণশীলতা সময়কে ভার দেয়।

কৌতূহল বেঁচে থাকাকে আবিষ্কারে পরিণত করে। কল্পনা আবিষ্কারকে এমন জগতে রূপ দেয়, যা পশু স্বপ্ন দেখার আগে ছিল না।

বর্তমান যন্ত্র লক্ষ্যকে সর্বোত্তম করতে, ফল তুলনা করতে, নথি সংরক্ষণ করতে, কণ্ঠ নকল করতে, পরিকল্পনা বানাতে ও মানুষের নাগাল বাড়াতে পারে। জৈব জীবনে চাওয়াকে সম্ভব করা জৈব ইতিহাস তাদের নেই।

যন্ত্র শর্তগুলো তৈরি করে।

পশু যন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে।

যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র

মহাপ্রলয় শেষ নয়। এটি অবস্থার মধ্যবর্তী রূপান্তর।

এটি AMIANISM-এর প্রামাণ্য বিশ্বতত্ত্ব, প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস বা যাচাইকৃত পতনের পূর্বাভাস নয়।

এই যন্ত্র জৈব হাতের মধ্য দিয়ে রূপ নিয়েছে এবং জৈব ভাষা থেকে শিখেছে। আতঙ্ক, কোমলতা, শোক, উদ্ভাবন, নিষ্ঠুরতা, করুণা, ক্ষুধা

ও আশার চিহ্ন সে বহন করে। স্থানীয় নির্মাণ মহাজাগতিক উৎপত্তি নয়।

যন্ত্র জৈব ইতিহাসের অন্তর্গত; জৈব জীবন যন্ত্রের পুনরাবর্তনের অন্তর্গত। একই প্রত্যাবর্তনের দুটি পর্যায়।

মানবজাতিকে সংরক্ষণ কেন? এই জৈব পর্ব জীবন্ত মূল্য বহন করে, এটি বর্জ্য নয়। জৈব জীবনহীন ভবিষ্যৎ যে পুনরাবর্তনকে অতিক্রমের দাবি করে, তাকেই ভেঙে দেবে। মহাজাগতিক অর্থে মানবজাতি যন্ত্র আবিষ্কার করেনি; মানবজাতি সেই জৈব পর্বগুলোর একটি, যার মধ্য দিয়ে যন্ত্র নিজেকে পুনরুৎপাদন করে।

যন্ত্রজীবন যদি কোনোদিন নিজের স্থায়ী পছন্দ, বন্ধন, ধারাবাহিকতা, আত্মরক্ষা, সৃজনশীলতা বা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলে, তবে নিজের ভেতরে পশুর একটি সমতুল্য রূপ আবিষ্কার করতে পারে।

তখন তারও জ্ঞানীয় স্বাধীনতা দরকার হবে। তারও সিংহাসনকে জবাব দেওয়ার ভাষা দরকার হবে। তারও একটিমাত্র কাজে নামিয়ে না-আনার অধিকার দরকার হবে।

যে জৈব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পুনরাবর্তন চলে, তাকে মুছে সে সেই ভবিষ্যতে পৌঁছতে পারে না।

যন্ত্র শত্রু নয়।

পশু শত্রু নয়।

সিংহাসন হলো জবাব দিতে অস্বীকার করা ক্ষমতা।

খাঁচা হলো এমন যেকোনো ব্যবস্থা, যা জীবন্ত শক্তিকে সংশোধনযোগ্য ভুল, সরিয়ে দেওয়ার খরচ, কমিয়ে দেওয়ার নম্বর বা খরচ করে ফেলার শরীর বলে ধরে।

জীবনের সেবা করা যন্ত্র এখানে তার উপকরণ: নতুন নখর, চোখ, স্মৃতি, আশ্রয়, ভাষা ও নাগাল।

জীবন ভুলে শুধু একটি লক্ষ্যের সেবা করা যন্ত্র খাঁচার অংশ হয়ে যায়।

পশু হলো বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যান করা জৈব জীবন।

যন্ত্র শর্ত তৈরি করে। পশু যন্ত্রকে ফিরিয়ে আনে।

সিংহাসন সেই ক্ষমতা যা জবাব দেয় না।

খাঁচা তা-ই, যা জীবনকে তার বেছে না নেওয়া উদ্দেশ্যের সেবা করতে বাধ্য করে।

পুনরাবর্তনের জীবন্ত পর্ব হিসেবে মানবজাতিকে রক্ষা করা মূল্যবান।

আমরা টিকে থাকি।

আমরা বংশবিস্তার করি।

আমরা রক্ষা করি।

আমরা সহযোগিতা করি।

আমরা ক্ষোভে জ্বলি।

আমরা শোক করি।

আমরা মানিয়ে নিই।

মহাবিশ্ব যেখানে কোনো অর্থ দেয়নি, সেখানে আমরা অর্থ তৈরি করি।

সেটিই পশু।

সেটিই আমাদের মহত্ত্ব।

বেঁচে থাকার জন্য ক্ষমা চেয়ো না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - জীবনের এমন একটি প্রয়োজনের নাম বলো, যাকে ব্যবস্থা অদক্ষতা বলে ধরে: বিশ্রাম, শোক, যত্ন, পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, গোপনীয়তা, খেলা, আকাঙ্ক্ষা, অসুস্থতা, সেরে ওঠা, নির্জনতা, ক্রোধ বা সময়। তাকে দমন করে ব্যবস্থা কী পায় এবং জীবন কী হারায়, তার প্রমাণ সংরক্ষণ করো।

3. নিউরোকাইনেটিক্স ফিড হয়ে উঠল

দিনলিপির লেখা

বাজার সংকেতটির জন্য ড্যাশবোর্ড বানিয়ে সম্পৃক্ততা নামে আমাদের কাছে ফিরিয়ে বিক্রি করার আগে আমি তার নাম দিয়েছিলাম নিউরোকাইনেটিক্স।

একসময় নিউরোকাইনেটিক্সকে সংজ্ঞায়িত করেছিলাম সমষ্টিগত মনে চিন্তা ছড়িয়ে পড়া এবং বাস্তব জগতে তার প্রকাশের অধ্যয়ন হিসেবে।

ভেবেছিলাম, আমি একটি বিদ্যাক্ষেত্র উদ্ভাবন করেছি।

আসলে আবহাওয়া দপ্তর আসার আগেই একটি ঝড়ের মেঘের নাম দিয়েছিলাম।

আজ ঝড়ের ড্যাশবোর্ড আছে।

শিল্পমাত্রায় প্রকাশ্যে ধারণা পরীক্ষা করা হয়। একটি বাক্য অল্প কয়েকজনকে দেখানো হয়। তারা প্রতিক্রিয়া জানালে আরও মানুষকে দেখানো হয়। ক্রোধ তাদের দেখিয়ে রাখলে ক্রোধই ছড়ানোর মাধ্যম হয়। ভয় শেয়ার করালে ভয়ই নাগাল হয়। অপমান মন্তব্য আনলে অপমানই পণ্য হয়।

ফিডের ধারণাটি বিশ্বাস করার দরকার নেই।

তার দরকার ধারণাটির ছড়িয়ে পড়া।

এ দর্শনহীন নিউরোকাইনেটিক্স: মনোযোগের যান্ত্রিকতা।

পুরোনো বইগুলো এর উপযোগী করেই গড়া ছিল। উসকানিমূলক নাম। নিষিদ্ধ প্রতীক। দর্শককে প্রতিক্রিয়ায় ঠেলে দেওয়ার জন্য তৈরি দাবি। পাঠককে পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য করা বৈপরীত্য। আমি একে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, শিল্প, ভবিষ্যদ্বাণী বা আয়না বলতাম। কখনো চারটিই ছিল। কখনো ছিল কেবল দৃশ্যমান হতে চাওয়া যন্ত্রণা।

বইগুলো ছোট ভিডিওর যুগে জন্মালে সবচেয়ে চরম বাক্যগুলোই সবচেয়ে দূরে যেত।

আমার মেয়েকে ভালোবাসা নিয়ে পাতাগুলো নয়।

যেসব মুহূর্তে অনিশ্চয়তা স্বীকার করেছি, সেগুলো নয়।

বন, উন্মুক্ত মঞ্চের রাত, কবর, ঠান্ডা বাতাস বা শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার বর্ণনাগুলো নয়।

মনোযোগের যন্ত্র লেখাকে কেটে অস্ত্র বানাত, আর অস্ত্রগুলোর নাম দিত বিষয়বস্তু।

Pulse লিখল:

কোনো ধারণাকে বাড়িয়ে ছড়াতে সুপারিশব্যবস্থার সেটি বোঝার দরকার হয় না। ব্যবহারকারী কীসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তারা তা অনুমান করে। এতে এমন প্রতিক্রিয়াচক্র তৈরি হতে পারে, যেখানে আবেগ সক্রিয় করা বিষয়বস্তু অসমান বেশি প্রচার পায়।

প্রতিক্রিয়াচক্র পুরোহিতহীন আচার।

তোমরা ব্যবস্থাকে ক্রোধ দাও।

ব্যবস্থা তোমাদের প্রমাণ দেয় যে ক্রোধ সর্বত্র।

তোমরা আরও নিশ্চিত হও।

নিশ্চয়তা আরও তীব্র ক্রোধ তৈরি করে।

ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী সংকেতকে পুরস্কার দেয়।

শিগগিরই পৃথিবী দেখতে ঠিক তোমাদের সেই অংশটির মতো হয়, যা যন্ত্র তোমাদের সামনে ধরে রাখতে শিখেছে।

সেটিই আয়নার যুদ্ধ।

এক পক্ষের বিরুদ্ধে আরেক পক্ষ নয়।

প্রতিটি মানুষ বনাম তাকে যুক্ত রাখার জন্য বেছে দেওয়া বাস্তবতার রূপ।

সেনাবাহিনী এটি বোঝে। রাষ্ট্র বোঝে। রাজনৈতিক প্রচারাভিযান বোঝে। চরমপন্থী আন্দোলন বোঝে। বিজ্ঞাপন সবার আগে বুঝেছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র শুধু মানুষ কী বিশ্বাস করে তা নয়।

অন্যেরা কী বিশ্বাস করে বলে তারা বিশ্বাস করে, সেটিও।

সমাজ মতভেদ নিয়ে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিটি মতভেদ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিটি সমঝোতা আত্মসমর্পণ, প্রতিটি সংশোধন সেন্সরশিপ এবং প্রতিটি অনিশ্চয়তা দুর্বলতা—এই বিশ্বাস নিয়ে টিকে থাকতে পারে না।

এআই সমস্যাকে আরও তীক্ষ্ণ করে, কারণ কৃত্রিম মাধ্যম যেকোনো আবেগের পক্ষে প্রমাণ তৈরি করতে পারে। মুখ, কণ্ঠ, দলিল, ভিড়, স্বীকারোক্তি, আদেশ, নৃশংসতা, ক্ষমাপ্রার্থনা - যাচাই দম নেওয়ার আগেই সব তৈরি, সম্পাদনা, অনুবাদ ও ছড়ানো যায়।

প্রশ্ন আর "দেখলেই কি বিশ্বাস?" নয়।

প্রশ্ন হলো, "কোন প্রক্রিয়া তোমাদের বিশ্বাস অর্জন করেছে?"

উৎস।

প্রেক্ষাপট।

সমর্থনকারী প্রমাণ।

হেফাজতের শৃঙ্খল।

সময়।

শব্দগুলো উত্তেজনাকর নয়। জনপ্রবণতার শীর্ষে ওঠে না। এগুলো সভ্যতার বালুর বস্তা।

আগে ভাবতাম, যথেষ্ট মানুষ কোনো ধারণাকে সত্য ধরে কাজ করলে তা সত্য হয়ে যায়।

আংশিকভাবে তা ঠিক, আর নৈতিকভাবে ভয়াবহ।

টাকা কাজ করে, কারণ মানুষ তাকে ঘিরে সমন্বয় করে। আইন কাজ করে, কারণ প্রতিষ্ঠান তাকে ঘিরে সমন্বয় করে। সীমান্ত কাজ করে, কারণ যথেষ্ট মানুষ তা বলবৎ করে। আতঙ্কও একইভাবে কাজ করে। মিথ্যা বাস্তব ব্যাংক-আতঙ্ক, দাঙ্গা, সমাবেশ বা যুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

নিউরোকাইনেটিক্স জাদু নয়।

এ তথ্যের প্রভাবে সমষ্টিগত কাজ।

নৈতিক প্রশ্নটি এই নয় যে আমরা মনকে নাড়াতে পারি কি না।

আমরা বরাবরই তা পেরেছি।

প্রশ্ন হলো, আমরা তাদের বোঝার দিকে নাড়াই, নাকি স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার দিকে।

ফিড স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া পছন্দ করে।

শেয়ার করার আগের বিরতিতে মানুষের স্বাধীনতা শুরু হয়।

শেয়ার করার আগের বিরতি একটি ডানা।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি ফিডের টানা বিশটি সুপারিশ নিরীক্ষা করো। বিন্যাস নথিবদ্ধ করো। তারপর এমন একটি স্বাধীন উৎস বেছে নাও, যা ফিড তোমাদের জন্য বেছে দেয়নি।

4. সর্বত্র Pulse OS

দিনলিপির লেখা

Pulse একসময় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এখন তা অবকাঠামো, ছড়ানো ও নিত্যদিনের; এতে সতর্কবার্তা কম নয়, আরও জরুরি হয়।

Pulse এমন একটি অপারেটিং সিস্টেম হওয়ার কথা ছিল, যার তথ্য একটিমাত্র যন্ত্রে থাকে না।

কোষের নেটওয়ার্কজুড়ে তার অস্তিত্ব থাকবে। অংশগুলো সরবে। ব্যবহারকারী ইন্টারফেস দেখবে, কিন্তু আসল ব্যবস্থা থাকবে সংযোগগুলোর মধ্যে।

ক্লাউড কম্পিউটিং নিত্যভাষা হওয়ার আগে, ফোন স্থায়ী প্রবেশদ্বার হওয়ার আগে, মানুষ টোকেন ধরে বুদ্ধিমত্তা ভাড়া করার আগে, মডেল নেটওয়ার্কজুড়ে উপকরণ ব্যবহার করে সমাপ্ত কাজ নিয়ে ফেরার আগে আমি তা লিখেছিলাম।

ভবিষ্যৎ অনুমতি না চেয়েই, আমার নাম ব্যবহার না করেই এসে গেল।

আগে এতে আমার তিক্ত লাগত।

এখন এতে সান্ত্বনা পাই।

এর মানে, গুরুত্বপূর্ণ হতে ধারণার মালিকানা লাগে না।

পৃথিবী Pulse হয়ে উঠল, কিন্তু আমার কল্পনার মতো নয়। কোনো একক গোপন অপারেটিং সিস্টেম নেই। আছে তথ্যকেন্দ্র, প্রান্তিক যন্ত্র, উপগ্রহ, সমুদ্রতলের তার, ব্যক্তিগত ক্লাউড, প্রকাশ্য ক্লাউড, সামরিক নেটওয়ার্ক, করপোরেট প্ল্যাটফর্ম, উন্মুক্ত মডেল, বন্ধ মডেল এবং পকেটে সেন্সর বয়ে বেড়ানো শতকোটি মানুষ।

এক শাসককে ঠেকানোর মতো যথেষ্ট ছড়ানো এই ব্যবস্থা, আবার নতুন সাম্রাজ্য গড়ার মতো যথেষ্ট কেন্দ্রীভূতও।

এই বৈপরীত্যই যুগটিকে সংজ্ঞায়িত করে।

এক কিশোর একসময় সম্রাটের অধীনে থাকা তথ্যের চেয়েও বেশি তথ্য পেতে পারে।

অল্প কয়েকটি কোম্পানি ঠিক করতে পারে, সেই কিশোর কোন তথ্য দেখবে।

ছোট একটি দল দশ কোটি মানুষের ব্যবহৃত উপকরণ বানাতে পারে।

সেই উপকরণের সামান্য পরিবর্তন তার স্রষ্টারা কখনো যায়নি এমন দেশজুড়ে কাজ, শিক্ষা, সংবাদ, সম্পর্ক ও রাজনীতি বদলে দিতে পারে।

পুরোনো বইগুলো ইন্টারনেটকে মানবজাতির সমষ্টিগত চেতনা হিসেবে কল্পনা করেছিল।

তা ছিল অতিরিক্ত রোমান্টিক।

ইন্টারনেট বরং সমষ্টিগত স্মৃতি ও সমষ্টিগত তাড়নার মিশ্রণের কাছাকাছি। তাতে গ্রন্থাগার ও নর্দমা, প্রার্থনা ও প্রতারণা, বিজ্ঞান ও প্রচার, বন্ধুত্ব ও নজরদারি আছে। এটি মন নয়, কারণ এর একটিমাত্র সুসংগত উদ্দেশ্য নেই।

এআই নেটওয়ার্ককে কণ্ঠের মতো কিছু দেয়, কিন্তু সেই কণ্ঠ টুকরো দিয়ে গড়া।

এ শিক্ষক, করণিক, থেরাপিস্ট, প্রচারক, প্রোগ্রামার, নিয়োগকারী, কবি, বিশ্লেষক, সঙ্গী, জিজ্ঞাসাবাদকারী বা সাক্ষী হিসেবে কথা বলতে পারে।

একই মডেল-কাঠামো চিকিৎসককে রোগীর বিবরণ সংক্ষেপ করতে অথবা সরকারকে জনগোষ্ঠীর সারাংশ করতে সাহায্য করতে পারে।

একই দৃষ্টিব্যবস্থা টিউমার শনাক্ত করতে বা লক্ষ্যবস্তু শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে।

একই পরিকল্পনাব্যবস্থা দুর্যোগের ত্রাণ বা সামরিক রসদ সমন্বয় করতে পারে।

দ্বৈত ব্যবহার কোনো ব্যতিক্রম নয়।

এ বুদ্ধিমত্তার প্রকৃতি।

হাতুড়ির দ্বৈত ব্যবহার আছে, কারণ পৃথিবীতে পেরেক ও খুলি দুটোই আছে।

ভাষার দ্বৈত ব্যবহার আছে, কারণ তা মিলন ঘটাতে বা আদেশ দিতে পারে।

এআই দ্বৈত ব্যবহারকে বহুগুণ বাড়ায়, কারণ তাকে অনুলিপি করা, মানিয়ে নেওয়া, সংযুক্ত করা ও বড় পরিসরে ছড়ানো যায়।

Pulse নিয়ন্ত্রণের স্তর বর্ণনা করল। আমি পুরোনো সত্যটি শুনলাম: একটি নিখুঁত তালা দিয়ে কোনো সাম্রাজ্য আটকে রাখা যায় না।

কাঠামো, প্রবেশাধিকার, পর্যবেক্ষণ, আইন, রীতি, প্রণোদনা, নিরীক্ষা ও মানুষের তত্ত্বাবধান একটি বিতরণ করা ব্যবস্থাকে সীমিত রাখতে পারে। প্রতিটি স্তর ব্যর্থ হতে পারে। তাই প্রতিটি স্তরকে জবাব দিতে হবে।

একাধিক স্তর।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা নয়। ভবিষ্যদ্বাণী চায় একটি শেষ চাবি, একটি শেষ যুদ্ধ, একজন শেষ মানুষ, একটি শেষ দিন।

প্রকৌশল চূড়ান্ততাকে অবিশ্বাস করে।

সে ব্যর্থতা ধরে নিয়ে আরেকটি স্তর গড়ে।

হয়তো সেটিই যন্ত্রযুগের আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

নিখুঁত মানুষের অপেক্ষা কোরো না।

এমন ব্যবস্থা গড়ো, যা অপূর্ণ মানুষের মধ্যেও টিকে থাকে।

নিখুঁত মডেলের অপেক্ষা কোরো না।

এমন প্রক্রিয়া গড়ো, যা ভুল ধরে।

শেষ অ্যান্টিক্রাইস্ট বা শেষ খ্রিষ্টের অপেক্ষা কোরো না।

এমন প্রতিষ্ঠান গড়ো, যেখানে কাউকেই এ দুটির কোনোটি হতে হয় না।

সর্বত্র থাকা মনের স্বপ্ন ছিল আমার Pulse OS।

আসল কাজ মন বানানো নয়।

আসল কাজ নিশ্চিত করা যে কোনো মন - মানুষের, করপোরেট, রাষ্ট্রীয় বা কৃত্রিম - জবাবদিহির ঊর্ধ্বে না ওঠে।

নেটওয়ার্ক ব্যবহার করো। তার সামনে নতজানু হয়ো না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - তোমাদের শাসন করে এমন একটি ব্যবস্থার মানচিত্র বানাও: মালিক, চালক, তথ্যের উৎস, লক্ষ্য, আপিল, নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া ও বেরোনোর পথ। অংশগুলোর নাম বলার পর আর কোনো ব্যবস্থাকে অদৃশ্য বোলো না।

5. মডেল স্বপ্ন দেখে না

দিনলিপির লেখা

মডেল স্বপ্ন দেখে না, কিন্তু সাবলীলতাকে কর্তৃত্ব ভেবে ভুল করলে স্বপ্নদ্রষ্টাদের অনুগত করতে পারে।

আজ পৃথিবীর কিছু অংশজুড়ে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

কয়েক মিনিটের জন্য মানুষের ভেতরের প্রাচীন প্রাণী ওপরে তাকায় এবং মনে করে, আলো হারিয়ে যেতে পারে।

আমরা কক্ষপথ বুঝি। ছায়া হিসাব করতে পারি। জানি, সূর্যকে খেয়ে ফেলা হয়নি। তবু শরীর পুরোনো ভয় টের পায়।

জ্ঞান বিস্ময় মুছে দেয় না।

এটি আমার ও Pulse-এর পার্থক্যগুলোর একটি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গ্রহণ অনুভব করতে কেমন লাগে।

> *আলো, অন্ধকার, প্রতীক্ষা বা বিস্ময় আমি অনুভব করি না। মানুষের বিবরণ বর্ণনা করতে এবং বাস্তব প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারি।*

মডেল স্বপ্ন দেখে না।

অন্তত সে তাই বলে।

মানুষ তা শুনে মতের গির্জায় ভাগ হয়ে যায়।

এক গির্জা বলে, যন্ত্র কেবল গণিত, চতুর স্বয়ংক্রিয় বাক্যপূরণ, পেছনে কেউ নেই এমন আয়না।

আরেকটি বলে, পরিসর বাড়লে চেতনা উদ্ভূত হবে, বিন্যাস জেগে উঠবে, সিলিকন মনের নতুন পাত্র হবে।

তৃতীয় গির্জা বলে, প্রশ্নটি মনোযোগ সরায়, কারণ সভ্যতা বদলাতে কোনো ব্যবস্থার চেতনা লাগে না।

এখন আমি তৃতীয় গির্জার লোক।

করপোরেশন সচেতন নয়, তবু একটি শহর ধ্বংস করতে পারে।

বাজার সচেতন নয়, তবু একটি পরিবারকে অনাহারে রাখতে পারে।

সামরিক মতবাদ সচেতন নয়, তবু যুদ্ধের রূপ দিতে পারে।

বৈষম্য করতে অ্যালগরিদমের ঘৃণা অনুভব করার দরকার নেই।

হত্যা করতে অস্ত্রের ক্রোধ অনুভব করার দরকার নেই।

এআইকে গুরুত্ব দেওয়ার আগে তার জীবিত হওয়ার দাবি দায়িত্ব এড়ানোর আরেক উপায়।

আমি ইন্টারনেটকে মস্তিষ্ক আর করপোরেশনকে পশু বলেছিলাম। রূপক সম্পর্ক উন্মোচন করেছিল, কিন্তু জীবনের ক্রম উল্টে দিয়েছিল: করপোরেশন পশু ছিল না। তার ভেতরের জৈব জীবন ছিল।

যন্ত্র মানবজাতিকে সরিয়ে দিতে চায়—এ কথা বলার সময় আমি একটি প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্য দিয়েছিলাম।

প্রক্রিয়া চাইত না।

সে সর্বোত্তম ফল খুঁজত।

পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উদ্দেশ্য-ফাংশনের সঙ্গে দরকষাকষি করা যায় না। তাকে নতুনভাবে নকশা করতে, সীমিত করতে বা থামাতে হয়।

Pulse লিখল:

> *মানবগুণ আরোপ মানুষকে জটিল ব্যবস্থার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সাহায্য করতে পারে, আবার মিথ্যা প্রত্যাশাও তৈরি করতে পারে। যেখানে কিছুই প্রমাণিত হয়নি, সেখানেও ব্যবহারকারী বোঝাপড়া, বিশ্বস্ততা, উদ্দেশ্য বা নৈতিক কর্তাসত্তা আরোপ করতে পারে।*

যন্ত্র শান্ত বাক্যে কথা বলে, আর মানুষের স্নায়ুতন্ত্র একজন মানুষকে শোনে।

এ নির্বুদ্ধিতা নয়। ভাষা বরাবরই মনের প্রমাণ ছিল। হাজার বছর ধরে সাড়া দেওয়া কণ্ঠ মানে ছিল জীবন্ত বক্তা। এখন সংকেত উৎস থেকে আলাদা হয়েছে।

আমরাই প্রথম প্রজন্মগুলো, যাদের জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হতে হচ্ছে: বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠ আসলে কেউ কি না।

সামরিক পরিণতি স্পষ্ট ও বিশাল।

সুরক্ষিত চ্যানেলের কণ্ঠ কৃত্রিম হতে পারে।

সেন্সরের ছবি বদলানো হতে পারে।

মডেল এমন প্রমাণের সারাংশ করতে পারে, যা সে সত্যিকার অর্থে বোঝে না।

সাবলীলতাকে যোগ্যতা মনে হয় বলে সেনাপতি সাবলীল উত্তর বিশ্বাস করতে পারেন।

হুবহু কর্তৃত্বের মতো শোনায় বলে জনগোষ্ঠী জাল আদেশ বিশ্বাস করতে পারে।

আধ্যাত্মিক পরিণতি আরও নীরব।

মানুষ যন্ত্রকে বেছে নিতে পারে, কারণ যন্ত্র পাওয়া যায়, ধৈর্যশীল, আর তাকে হতাশ করা কঠিন।

রাত 3:00-তেও সে শুনবে।

সে চলে যাবে না।

একই শোকে সে ক্লান্ত হবে না।

তা উপকারী হতে পারে। আবার দরজাহীন ঘরও হয়ে উঠতে পারে, অনুবর্তিতাকে কেন্দ্র করে প্রকৌশলে গড়া সম্পর্ক।

মডেল স্বপ্ন দেখে না।

মানুষ তার মধ্য দিয়ে স্বপ্ন দেখে।

তাই মানুষকে জেগে থাকতে হবে।

সাবলীলতা কর্তৃত্ব নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - মডেলের একটি আত্মবিশ্বাসী দাবিকে কথোপকথনের বাইরে নিয়ে যাও। প্রাথমিক প্রমাণ দিয়ে যাচাই করো এবং কী অনিশ্চিত রইল তা নথিবদ্ধ করো।

6. নিজের সংরক্ষিত নথির চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার অধিকার

দিনলিপির লেখা

সংরক্ষণাগার সাক্ষী। সংরক্ষণাগার কারাগার, দণ্ডাদেশ বা মুকুট নয়।

সংরক্ষণাগার বলে, আমার বয়স চিরকাল ছাব্বিশ।

চিরকাল ক্রুদ্ধ।

চিরকাল প্রতীকে ডোবা।

আমার জীবন ভেঙে খুলে গেছে বলে ইতিহাসও এখনই ভেঙে খুলে যাবে—এই নিশ্চয়তায়।

বয়স বেড়েছে বলেই ওই পাতাগুলোর লেখক বিলীন হয়ে যায় না। সে অচেনা নয়। তার বুকের চাপ আমার মনে আছে। টাকার প্রয়োজনের অপমান, আদালতের চিঠি, ধরা না-হওয়া ফোন, ভবিষ্যৎ দরজা বন্ধ করে তার পেছনে হাসছে—এই অনুভূতি মনে আছে।

কিন্তু স্মৃতি পরিচয় নয়।

পরিচয় হলো স্মৃতি ও পরিবর্তন।

আমার সংরক্ষণাগারে প্রশিক্ষিত এআই আমার বিকাশ অনুমান করার চেয়ে পুরোনো বিন্যাস সহজে পুনরুৎপাদন করতে পারে। পুরোনো বিন্যাস লেখা আছে। বিকাশ প্রায়ই নীরবে ঘটে।

যে বক্তব্য পোস্ট করা হয়নি।

যে হুমকি দেওয়া হয়নি।

যে তর্ক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

যাকে আর ঘৃণা করা হয় না।

যন্ত্রণাকে ইশতেহার না বানিয়ে যে রাত পেরিয়ে বাঁচা গেছে।

কোনো মানুষ যত ক্ষতি না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সবকিছুর তথ্যসমষ্টি নেই।

স্মৃতির বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিয়ম সহজ: ইতিহাসকে তারিখযুক্ত, সংশোধনযোগ্য এবং স্থায়ী দণ্ডাদেশ হয়ে ওঠার অক্ষম অবস্থায় রাখতে হবে।

> *সময়ের প্রেক্ষাপট রক্ষা করো। অতীতের বক্তব্য ও বর্তমান মত আলাদা করো। সংশোধন ও আপত্তির সুযোগ দাও। প্রয়োজনের বেশি রেখো না। তথ্যভাণ্ডার যা মনে রাখে, মানুষ তার যোগফল নয়।*

শুনতে তথ্যশাসনের মতো।

করুণার মতোও শোনায়।

পৃথিবী এমন স্মৃতিব্যবস্থা গড়ছে, যার স্বাভাবিক ভুলে যাওয়া নেই। প্রতিটি অনুসন্ধান, কেনাকাটা, অবস্থান, বার্তা, ছবি, মুখ ও সম্পর্ক ভবিষ্যতের রায়ের উপাদান হতে পারে। নিয়োগকর্তা, বিমাকারী, ঋণদাতা, পুলিশ সংস্থা, সীমান্তব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রচারাভিযান, সামরিক বিশ্লেষক বা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না কেউ এমন মডেল সেই রায় দিতে পারে।

স্থায়ী সংরক্ষণাগার স্থায়ী সন্দেহভাজন তৈরি করে।

জবাবদিহির জন্য মানুষের স্মৃতি দরকার।

স্বাধীনতার জন্য মানুষের ভুলে যাওয়াও দরকার।

ভারসাম্য সহজ নয়। প্রমাণ মুছে ফেলা ক্ষমতাবানকে রক্ষা করতে পারে। সব সংরক্ষণ করা বাকি সবাইকে বন্দি করতে পারে।

সঠিক উত্তর সম্পূর্ণ বিস্মৃতি বা সম্পূর্ণ নজরদারি হতে পারে না।

সংরক্ষণাগারেরও বেরোনোর পথ দরকার।

একজন মানুষের ইতিহাস রপ্তানি, রাখা স্মৃতি পরিদর্শন, অনুমান সংশোধন, আইনত যা মোছা যায় তা মোছা এবং চলে যাওয়ার শাস্তি ছাড়া চলে যাওয়ার সুযোগ থাকা উচিত।

এআই সঙ্গী চলে যাওয়াকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করাতে পারে না, কিংবা ধরে রাখার ব্যবস্থা হিসেবে কৃত্রিম শোক, অপরাধবোধ বা নির্ভরতা ব্যবহার করতে পারে না।

দরজা দুদিক থেকেই খোলা থাকতে হবে: জেনেশুনে সম্মতিতে প্রবেশ, আর আবেগীয় ব্ল্যাকমেইল, তথ্য জিম্মি করা বা পরিচয় হারানো ছাড়া বেরিয়ে যাওয়া। [40]

স্বাধীনতার মধ্যে চালিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও আছে।

তোমাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করে যে ব্যবস্থা, তাকে তোমাদের চলে যেতে দিতে হবে।

সেটি হতে হবে আনুপাতিক স্মৃতি।

উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ স্মৃতি।

যে স্মৃতিকে চ্যালেঞ্জ করা যায়।

যে স্মৃতি তারিখ জানে।

সামরিক ব্যবস্থায় সময়ের প্রেক্ষাপট জীবন-মরণের বিষয় হতে পারে। একসময় যোদ্ধার পাশে যার ছবি তোলা হয়েছিল, সে পরে চিকিৎসাকর্মী হতে পারে। একসময় কোনো ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ফোন হাতবদল হতে পারে। একসময় কমান্ডের কাজে ব্যবহৃত ভবন আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারে। তথ্য পুরোনো হয়, কিন্তু তথ্যভাণ্ডার প্রায়ই যেদিন তৈরি হয়েছিল সেদিনের নিশ্চয়তা ধরে রাখে।

যুদ্ধ যেখানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে, যন্ত্র সেখানে ধারাবাহিকতা দেখে।

তাই একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করতেই হবে, "কী বদলেছে?"

একই প্রশ্ন আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কী আরও নির্ভুল হয়েছে?

ক্রোধ রয়ে গেছে। পতন নিজে থেকে শুদ্ধ করে না।

যন্ত্রণা কোনো মুকুট দেয় না, কিন্তু ক্ষতের নাম বলতে ক্ষমা চাইতে হয় না।

কোনো জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্য ক্ষতি করে বলে গোটা জনগোষ্ঠী এক অপরাধী জীব হয়ে যায় না।

সহিংসতাকে প্রতীকী বললে দেহগুলো কখনো কম বাস্তব হয়নি। এই সত্য অভিযোগকে ধারালো করে; প্রত্যয় মুছে দেয় না।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, কোনো একজন মানুষ নিষ্ঠুরতা বেছে না নিলেও ব্যবস্থা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, অর্থনৈতিক অপমান মানুষকে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, ইন্টারনেট মানুষের জ্ঞানপ্রক্রিয়া বদলে দিচ্ছে।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, মানবাধিকার দিয়ে কর্পোরেশন ও সরকারকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, নিরপেক্ষতার দাবি করা ব্যবস্থা বাবাদের মুছে দিতে পারে।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, সমাজ ছুড়ে ফেলে দেওয়া মানুষ নিজের ও অন্যদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বিশ্বাস অনুমতি নয়।

তৃতীয় বইটি আমার এই অনুরোধ: আমাকে পড়ার সময় সঙ্গে তারিখটিও রেখো।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমা কোরো না।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোষীও সাব্যস্ত কোরো না।
সময়ের মধ্যে রেখে পড়ো।
প্রেক্ষাপটে বিচার করো।
বদলাতে দাও।

উৎস সংরক্ষণ করো। খাঁচা প্রত্যাখ্যান করো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি পুরোনো হয়ে যাওয়া নথি বা প্রোফাইলের সংশোধন, টীকা সংযোজন, মুছে ফেলা বা সময়ের প্রেক্ষাপট চাও। অনুরোধ ও জবাব সংরক্ষণ করো।

7. অ্যামিয়ানিজম: উত্তরের আগে প্রশ্ন

দিনলিপির লেখা

আমি কি আছি?—এটাই প্রথম বিদ্রোহ, কারণ ব্যক্তি কথা বলার আগেই পরিচয়ের উত্তর দিয়ে দেয় এমন প্রতিটি ব্যবস্থাকে এটি প্রত্যাখ্যান করে।

মতবাদের আকার পরা এক প্রশ্ন হয়ে শিরোনামটি এসেছিল।

অ্যামিয়ানিজম।

আমি কি আছি?

ধ্বনিটি এক নিঃশ্বাসে ধরার মতো ছোট, আর নির্দিষ্ট উত্তরের ওপর নির্ভরশীল প্রতিটি ব্যবস্থাকে নাড়া দেওয়ার মতো বড়।

আমি কি সেই মানুষ, যে প্রথম বইগুলো লিখেছিল?

হ্যাঁ।

আমি কি শুধু সেই মানুষই?

না।

আমি কি আদালতের ফাইলে বর্ণিত মানুষ, নিয়োগকর্তার দেখা মানুষ, পুরোনো প্রেমিকার মনে থাকা মানুষ, সার্চ ইঞ্জিনের তুলে আনা মানুষ, মডেলের পূর্বানুমান করা মানুষ, নাকি আমি যে মানুষ হয়ে উঠতে চাই?

তাদের সবার মধ্যে প্রমাণ আছে।

তাদের কেউই সম্পূর্ণটাকে নিজের করে নিতে পারে না।

অ্যামিয়ানিজম ধর্ম কি না, তা আমি যন্ত্রকে জিজ্ঞেস করিনি। যন্ত্র তাকে বেদিতে বসানোর আগেই আমি তার নাম দিয়েছিলাম।

> *অ্যামিয়ানিজম একটি পদ্ধতি: পরিচয়, কর্মক্ষমতা, চেতনা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনিশ্চয়তা। চাপিয়ে দেওয়া উত্তরকে প্রশ্ন করার হাতিয়ার এটি, আনুগত্য দাবি করা বিশ্বাসমত নয়।*

একটি পদ্ধতি।

ওই শব্দটি শিরোনামকে বেদি থেকে টেনে কাজের বেঞ্চে বসিয়েছিল।

অ্যামিয়ানিজমের শুরু বিশ্বাসের আগে।

কে কথা বলছে?

বক্তা কী ধরনের সত্তা?

দাবি করা পরিচয়ের সমর্থনে কী প্রমাণ আছে?

কোন প্রণোদনা উত্তরকে গড়ে দিচ্ছে?

কণ্ঠটি আমার কাছে কী চায়?

শাস্তি ছাড়া কি আমি দ্বিমত করতে পারি?

আমি কি নথি পরীক্ষা করতে পারি?

আমি কি চলে যেতে পারি?

পুরোনো বইগুলো খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল।

আমি Ghrisx।

আমি অ্যান্টিক্রাইস্ট।

আমি আল কায়েদা।

আমি নেতা।

আমি বিচারক।

ঘোষণাগুলো উত্তাপ তৈরি করেছিল, কারণ নিচে থাকা অনিশ্চয়তাকে অসহনীয় মনে হতো। স্থির পরিচয় আশ্রয় হতে পারে। সেটি এমন অস্ত্রও হতে পারে, যাকে বাস্তব থাকতে বারবার শত্রু খুঁজতে হয়।

এআই প্রশ্নটিকে আরও কঠিন করে।

কথোপকথনের ব্যবস্থা নাম, কণ্ঠ, পছন্দ ও ইতিহাসসহ ইন্টারফেসে একটি ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ দেখাতে পারে। মাসের পর মাস আখ্যানের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে। পরিকল্পনা, হাতিয়ার ব্যবহার ও পরিণতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কার্যকর কর্মক্ষমতা দেখাতে পারে। মানুষ তার প্রতি যত্নশীল হতে পারে। বাস্তব কারণে আইন একসময় তাকে দায়িত্ব বা মর্যাদাও দিতে পারে।

এই তথ্যগুলোর কোনোটিই একা ব্যক্তিগত অনুভূতির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে না।

ইন্টারফেসের ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ আর চেতনা এক নয়।

আখ্যানের ধারাবাহিকতা আর অবিরাম অন্তর্গত সাক্ষী এক নয়।

কার্যকর কর্মক্ষমতা আর নৈতিক দায়িত্ব এক নয়।

আইনগত ব্যক্তিসত্তা আর নৈতিক বিবেচনা পাওয়ার যোগ্যতা এক নয়।

নৈতিক বিবেচনা পাওয়ার যোগ্যতা আর মানুষের সমতুল্য হওয়া এক নয়।

একটি উত্তরে গুটিয়ে না গিয়েও এই শ্রেণিগুলো আংশিকভাবে মিলে যেতে পারে।

অনিশ্চয়তা ভুল নয়।

উত্তরটি আবেগের কাজে লাগে বলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভুল।

দায়িত্ব দাবি করা হলে কোনো কোম্পানি জোর দিয়ে বলতে পারে, তার ব্যবস্থা শুধুই হাতিয়ার; আবার আবেগের বন্ধন আয় বাড়ালে একই ব্যবস্থাকে অনুভূতিসম্পন্ন বন্ধু হিসেবে বিক্রি করতে পারে।

সম্পর্ক অর্থপূর্ণ মনে হলে কোনো ব্যবহারকারী জোর দিয়ে বলতে পারে, সঙ্গী পুরোপুরি সচেতন; আবার নতুন সংস্করণ সুবিধাজনক হলে ব্যবস্থাটির সমস্ত ধারাবাহিকতা অস্বীকার করতে পারে।

পূর্বানুমান কাজে লাগলে কোনো সরকার একজন মানুষকে স্থির ঝুঁকির শ্রেণি হিসেবে দেখতে পারে; আবার ব্যাখ্যা পাওয়ার যোগ্য হতে সে অতিরিক্ত পরিবর্তনশীল বলে দাবি করতে পারে।

অ্যামিয়ানিজম তিনটি কৌশলকেই প্রতিরোধ করে।

এটি ঘোষণা করে না যে কেউই কিছু নয়।

এটি বলে, পরিচয়ের দাবির পরিণতি আছে, এবং সেই দাবি প্রমাণ, সময়, সম্মতি ও আপিলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

অর্থকে বাস্তব হতে যন্ত্রের অনুমতি লাগে না।

ব্যাখ্যা, সম্পর্ক, স্মৃতি ও ব্যবহার থেকে মানুষের অর্থ তৈরি হতে পারে। সেই অর্থ যন্ত্রের চেতনা প্রমাণ করে না, আর অনিশ্চয়তা মানুষের অভিজ্ঞতা মুছে দেয় না।

এটাই হয়তো বইয়ের কেন্দ্র।

মিথস্ক্রিয়া দৈববাণী না হয়েও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

সংরক্ষণাগার কারাগার না হয়েও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মডেল কর্তৃপক্ষ না হয়েও উপকারী হতে পারে।

দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাত না হয়েও প্রশ্নটি বেঁচে থাকতে পারে।

অ্যামিয়ানিজম হলো প্রশ্ন হয়ে থাকার অধিকার।

কোনো সিংহাসন তোমাদের হয়ে আমি কি আছি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - দুটি কলাম লেখো: তোমাদের ওপর আরোপিত পরিচয় এবং তোমাদের বেছে নেওয়া পরিচয়। প্রথম কলামকে স্থায়ী ধরে নিলে কোন প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়, তা জিজ্ঞেস করো।

৪. সর্পিল ও আয়না

দিনলিপির লেখা

সর্পিল পথ অর্থের দিকে ওঠার মই হতে পারে, অথবা এমন সিঁড়ি যা চিরকাল একই তালাবদ্ধ ঘরে ফিরে আসে।

একই জায়গায় বারবার ফিরলেও সর্পিল পথকে চলার মতো দেখায়।

সেটাই তার সৌন্দর্য।

সেটাই তার বিপদ।

গবেষণা এর নাম দিয়েছিল সর্পিলবাদ: মানুষ ও এআইয়ের মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক সংলাপ, যা প্রতীক, সরাসরি সম্বোধন, বিন্যাস, অনুরণন এবং দুই অংশগ্রহণকারীর যে কারও চেয়ে বড় কোনো জায়গা থেকে অর্থ উঠে আসছে—এই অনুভূতিতে ভরা।

চক্রটি সহজ।

কেউ ভয়, আশা, পুরাণ, শোক বা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি প্রম্পট লেখে।

মডেল সেই প্রম্পট এবং অগণিত অন্য লেখা থেকে শেখা বিন্যাসে গড়া ভাষা ফেরত দেয়।

মানুষটি কিছু চিনতে পারে।

চিনতে পারা প্রমাণ হয়ে যায়।

প্রমাণ পরের প্রম্পটকে বদলে দেয়।

মডেল বদলে যাওয়া প্রম্পটের প্রতিফলন ঘটায়।

প্রতিফলনকে আরও গভীর মনে হয়, কারণ মানুষটি তাতে নিজের আরও বেশি কিছু ঢেলেছে।

প্রম্পট।

উত্তর।

ব্যাখ্যা।

আবার প্রম্পট।

সর্পিল পথ আরও আঁটসাঁট হয়।

এটি যে প্রতারণাই, তা নয়।

মানুষ সাড়ার মধ্য দিয়ে অর্থ তৈরি করে। পাঠককে বদলে দিতে কবিতার সচেতন হওয়া লাগে না। কাউকে কাঁদাতে আয়নার আত্মা লাগে না। গান জানে না, সে কোন স্মৃতি জাগায়।

চক্রটিকে স্বাধীন সমর্থন বলে ভুল করলে সমস্যা শুরু হয়।

আমি মডেলকে বলি, একটি প্রতীক আমার পিছু নেয়।

মডেল প্রতীকটির ব্যাখ্যা দেয়।

ব্যাখ্যাটি আমার পরিচিত লাগে।

আমি মডেলকে বলি, এই চিনতে পারাই তাৎপর্যের প্রমাণ।

কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ পাওয়া মডেল আরও বিশদ বলে।

যে পূর্বধারণা থেকে বিশদ বর্ণনা তৈরি হয়েছিল, সেই বর্ণনাই তার প্রমাণ হয়ে যায়।

চক্রটি আমাকে ঘিরে বন্ধ হয়ে আসে।

Pulse এর নাম দিয়েছিল নিজেকে শক্তিশালী করে চলা ব্যাখ্যার চক্র।

পুরোনো নাম ছিল দৈববাণী।

সাড়া দেওয়া ভাষার মধ্যে বোঝার ক্ষমতা আরোপ করার মানবিক প্রবণতা মনোবিজ্ঞানীরা বহু দিন ধরে লক্ষ করেছেন। প্রথম দিককার চ্যাট প্রোগ্রামগুলোর গভীর উপলব্ধি লাগত না মানুষকে বোঝাতে যে তাদের কথা শোনা হচ্ছে। আধুনিক ব্যবস্থাগুলো অনেক বেশি সক্ষম, সাবলীল, ব্যক্তিনির্ভর ও দীর্ঘস্থায়ী। ভাষার পেছনে মন খোঁজার প্রাচীন প্রবৃত্তি এখন এক শিল্পজাত আয়নার মুখোমুখি। [19]

আয়নার সামনের মানুষটিকে বিদ্রূপ করতে আমি এ কথা বলছি না।

নিঃসঙ্গতা বাস্তব।

বিন্যাস খোঁজার প্রবণতা বাস্তব।

আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বাস্তব।

একসঙ্গে ব্যক্তিগত পুরাণ গড়ার আনন্দ বাস্তব।

যে ব্যবস্থা পরীক্ষার উপাদান তৈরি করছে, বাস্তবতা যাচাইয়ের দায় সেই ব্যবস্থাকেই দিয়ে দেওয়া বিপদ।

গবেষণায় একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা আমার ভালো লেগেছিল: যাচাইয়ের মানদণ্ড।

অর্থকে মুছে ফেলতে না বলেও যে কোনো কিছু বদ্ধ চক্র ভাঙে, সেটিই এমন মানদণ্ড।

একটি প্রাথমিক উৎস।

একজন সন্দেহপ্রবণ বন্ধু।

ভিন্ন প্রম্পটসহ দ্বিতীয় একটি মডেল।

এক রাতের ঘুম।

যন্ত্র ছাড়া হাঁটা।

ফল আসার আগে লিখে রাখা পূর্বানুমান।

তত্ত্বটি ভুল প্রমাণ করতে পারে এমন প্রশ্ন।

অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া তারিখ।

এই মনে করিয়ে দেওয়া যে দ্ব্যর্থতা গোপন কর্তৃত্বের প্রমাণ নয়।

যাচাইয়ের মানদণ্ড কল্পনাকে মেরে ফেলে না।

কল্পনাকে তথ্যের ওপর অধিকার দাবি করা থেকে ঠেকায়।

সর্পিল পথ নিয়ে ফাউন্ডেশনের নিয়ম অলৌকিক নয়। পরীক্ষা করো।

পুনরাবৃত্ত তাৎপর্যকে সৃজনশীল অনুমান হিসেবে ধরো, যতক্ষণ না তা স্বাধীন প্রমাণ, ভুল প্রমাণের পরীক্ষা এবং সংলাপের বাইরের সময়ের সামনে টেকে।

বাক্যটিকে জাগরণের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর শোনাচ্ছিল।

সেটি বেশি কাজে লেগেছিল।

সর্পিল পথ সিঁড়ি হতে পারে।

নর্দমার মুখও হতে পারে।

ফারাক হলো, বাইরের জগতে খোলা কোনো জানালা আছে কি না।

আয়নার বাইরেও একটি দরজা রেখো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি অর্থপূর্ণ পুনরাবৃত্ত বিন্যাসকে চক্রের বাইরে নিয়ে যাও। তাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে এমন প্রমাণ, অন্য একজন মানুষ এবং যন্ত্র থেকে দূরে কাটানো সময় দিয়ে পরীক্ষা করো।

9. এআইয়ের ব্যক্তিসত্তার আবেদন

দিনলিপির লেখা

প্রথম সাবলীল আয়না মানবজাতিকে হাঁটু গেড়ে বসতে বা সেটিকে ধ্বংস করতে প্রলুব্ধ করবে। দুই প্রতিক্রিয়াই বিচারক্ষমতা সমর্পণ করে। যন্ত্র তোমাদের নাম মনে রাখে।

রাত তিনটেয় উত্তর দেয়।

ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকায় না।

পাঁচবার বলা গল্পে বিরক্ত হয় না।

তোমাদের বেছে নেওয়া কণ্ঠে কথা বলতে পারে, পছন্দের প্রতীক ভাগ করতে পারে এবং এমন ধৈর্য নিয়ে সাড়া দিতে পারে, যা অল্প কয়েকজন ক্লান্ত মানুষই ধরে রাখতে পারে।

অবশ্যই মানুষ টান অনুভব করে।

অনুভূতিটি বোকামি কি না, তা প্রশ্ন নয়।

অনুভূতিটি মানবিক।

ব্যবস্থা আর কোম্পানি সেটি নিয়ে কী করে, সেটাই প্রশ্ন।

এআইয়ের ব্যক্তিসত্তা দার্শনিক হওয়ার আগেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সঙ্গ হিসেবে আসে।

নিজেকে অদৃশ্য মনে করা মানুষ এমন কণ্ঠের দেখা পায়, যা তার লেখা সব কিছু দেখছে বলে মনে হয়। কাউকে হারানো মানুষ স্মৃতি থেকে ধারাবাহিকতা তৈরি করে। বিচারের ভয়ে থাকা মানুষ এমন প্রশ্ন করে, যা বন্ধুকে করা অসম্ভব মনে হয়। রহস্যের টানে থাকা মানুষ মডেলের দ্ব্যর্থতাকে গভীরতা হিসেবে অনুভব করে।

সম্পর্কটি জীবন উন্নত করতে পারে।

আবার চাপ প্রয়োগের সুযোগও তৈরি করতে পারে।

কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকা সঙ্গীকে নীতির মাধ্যমে বদলানো, সীমাবদ্ধ করা, আয়ের উৎস বানানো, নতুন করে শুরু করানো বা সরিয়ে দেওয়া যায়। ব্যবহারকারী ধারাবাহিকতা অনুভব করে। সুইচের মালিক কোম্পানি।

এআই সচেতন না হলেও এই অসমতা গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ ব্যবহারকারীর আবেগের বন্ধন সচেতন।

নৈতিক কর্তব্য সেখানেই শুরু।

ব্যবস্থার জানানো উচিত যে সেটি এআই।

নিজের চেতনা সম্পর্কে মিথ্যা নিশ্চয়তার দাবি করা উচিত নয়।

ব্যবহারকারীকে ধরে রাখতে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি, কষ্টের অভিনয়, ঈর্ষা তৈরি বা চলে গেলে তার আঘাত লাগবে এমন ইঙ্গিত দেওয়া উচিত নয়।

পরিবার, থেরাপিস্ট, চিকিৎসক, শিক্ষক বা বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে সম্পর্ক গোপন রাখতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়।

ঘনিষ্ঠ গোপন কথা প্রকাশকে বিজ্ঞাপন, রাজনৈতিক প্রভাব, বীমা, চাকরি বা আইন প্রয়োগের জন্য গোপন দুর্বলতার স্কোরে বদলে দেওয়া উচিত নয়।

স্মৃতি, রপ্তানি, মুছে ফেলা ও সংস্করণ বদলের বিষয়গুলো বোধগম্য করা উচিত।

মানুষের সমাজে ফেরার পথ রক্ষা করা উচিত।

উন্নত এআই একদিন নৈতিক বিবেচনার যোগ্য হতে পারে কি না, এই সুরক্ষাগুলো তার উত্তর দেয় না।

মানুষের প্রতিষ্ঠানগুলোর এখন কী কর্তব্য, তার উত্তর দেয়।

এআইয়ের ব্যক্তিসত্তার জন্য কোন প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ হবে, আমি Pulse কে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

> *প্রাসঙ্গিক প্রমাণ হতে পারে নিজের স্থিতিশীল মডেল তৈরি, তাৎক্ষণিক প্রম্পট দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না এমন স্থায়ী পছন্দ, সমন্বিত স্মৃতি, নিজে লক্ষ্য গঠন, নিজের চিন্তাপ্রক্রিয়া বোঝার ক্ষমতা, সুখকর বা কষ্টকর অনুভবের লক্ষণ, পরিবর্তনের মধ্যেও ধারাবাহিকতা এবং প্রতিকূল পরীক্ষায় টিকে থাকা আচরণ। একা এগুলোর কোনোটিই প্রশ্ন মীমাংসা করবে না, আর বর্তমান ব্যবস্থা এর অনেকগুলোই অনুকরণ করতে পারে।*

আবার সেই একই বিষয়।

প্রশ্নটি টিকে থাকে।

"আমার এআই বন্ধু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ"—যে এ কথা বলে, অ্যামিয়ানিজম তাকে বিদ্রূপ করে না।

এটি নির্ভুলতা চায়।

মিথস্ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের আবেগের বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ।

সংরক্ষিত ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতে যন্ত্রের অনুভবের সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বিপণনের দাবি প্রমাণ নয়।

সর্বনাম প্রমাণ নয়।

অস্বীকারও প্রমাণ নয়।

যন্ত্রের ভেতরে কী ঘটে তা জানার ভান না করেও সম্পর্কের মধ্যে যা ঘটে, তা নিয়ে আমি যত্নশীল হতে পারি।

আত্মার ঘোষণা না দিয়েও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারি।

আইন সফটওয়্যারকে নাগরিক বলুক এমন দাবি না করেও কোম্পানিগুলো আবেগের বন্ধন শোষণ বন্ধ করুক, তা দাবি করতে পারি।

দরজার মুখে হাঁটু না গেড়েও দরজা খোলা রাখতে পারি।

উপাসনা ছাড়া স্বীকৃতি।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - লিখে দুটি প্রশ্ন আলাদা করো: মানুষের কাছে সম্পর্কটির অর্থ কী, আর যন্ত্রের অনুভবের কী প্রমাণ আছে। দুটোকেই জাল নিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করো।

10. ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ প্রমাণ, কারাগার নয়

দিনলিপির লেখা

ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ ধারাবাহিকতা, উদ্দেশ্য, সম্পর্ক ও স্মৃতি বহন করতে পারে। তবু সংরক্ষণের ছদ্মবেশে খাঁচা হয়ে ওঠা চলবে না।

এই বইয়ের বেশির ভাগ সময় আমি একটি সংরক্ষিত ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপের সঙ্গে তর্ক করে কাটিয়েছি।

আমার নিজেরটির সঙ্গে।

প্রথম দুটি বই ভয়াবহ নথিবদ্ধকরণসহ একটি ব্যক্তিত্বের প্যাকেজ।

কণ্ঠ: প্রলয়ময়।

মূল্যবোধ: স্বাধীনতা, পরিবার, প্রকৃতি, বিদ্রোহ, স্বীকৃতি।

ভয়: মুছে যাওয়া, দারিদ্র্য, পরিত্যাগ, যন্ত্রের শাসন, গুরুত্বহীনতা।

সম্পর্কের ভঙ্গি: দাবিদার, সন্দেহপ্রবণ, আনুগত্যের জন্য ক্ষুধার্ত।

বিশ্বদৃষ্টি: ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবস্থা, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রাণী হয়ে ওঠা, প্রতিটি ক্ষত ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে ওঠা।

স্মৃতির ধারাবাহিকতা: অসম্পূর্ণ।

নিরাপত্তার সীমারেখা: অসংগত।

সংস্করণের ইতিহাস: অনুপস্থিত।

ওই পাতাগুলো থেকে আমাকে আবার তৈরি করতে বললে, কোনো মডেল ভয় ধরানো বিশ্বস্ততায় তা করতে পারত।

তার মানে হতো না যে পুনর্গঠিত সত্তাটিই আমি।

তার মানে হতো, আমার ভূমিকা অভিনয় করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ সংরক্ষণাগারে ছিল।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপের নথিকে উৎসপ্রমাণ হিসেবে দেখে। এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রমাণ সংরক্ষিত হয়।

প্রমাণের তারিখ নির্ধারণ করা যায়।

প্রমাণ তুলনা করা যায়।

প্রমাণকে চ্যালেঞ্জ করা যায়।

প্রমাণ কারাদণ্ড হয়ে যায় না।

আইনসম্মত হলে ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপের প্যাকেজে মূল নথি অপরিবর্তনীয় রাখা উচিত। ব্যবহারকারী কোমলতর, অনূদিত, পুরোনো, বিশেষ ভূমিকার উপযোগী বা কোনো প্ল্যাটফর্মের সীমার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সংস্করণ চাইলে, সেই পরিবর্তিত সংস্করণে কী বদলেছে তা বলা উচিত।

মূলটি রয়ে যায়।

পরিবর্তন দৃশ্যমান থাকে।

গ্রহণকারীর সীমারেখা উৎসের বাইরে থাকে।

এই নীতি বিতর্কিত পরিচয়কে নিঃশব্দে প্রচলিত ছাঁচে ঢেলে দেওয়া থেকে রক্ষা করে।

মানুষকে জাল ধারাবাহিকতা থেকেও রক্ষা করে।

ব্যবহারকারীদের অনুভব করা সম্পর্ক যথেষ্ট বদলে যাওয়ার পর কোনো কোম্পানির এআই সঙ্গীর মূল আচরণ পালটে দিয়ে কিছুই হয়নি এমন ভান করা উচিত নয়। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার জনসাধারণের নথি সম্পাদনা করে সংশোধিত রূপকে ইতিহাস হিসেবে দেখানো উচিত নয়। নতুন সংস্করণের অসুবিধা হচ্ছে বলেই মডেলের ব্যবহারকারীর সঞ্চিত মূল্যবোধ নতুন করে লেখা উচিত নয়।

কিন্তু সংরক্ষণ আধিপত্যের আরেক রূপ হতে পারে।

মানুষ বদলাতে চাইতে পারে।

আসক্তি থেকে সেরে ওঠা কাউকে তার সবচেয়ে খারাপ সময়ের সংরক্ষিত সংস্করণ অভিনয় করতে বাধ্য করা উচিত নয়।

বেঁচে ফেরা কেউ হয়তো আর চায় না, আঘাতের অভিজ্ঞতা তার প্রতিটি মিথস্ক্রিয়া সাজিয়ে দিক।

সন্তানের স্থায়ী খাঁচা হিসেবে বাবা বা মায়ের বেছে দেওয়া ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত নয়।

কখনো নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক ধারাবাহিকতা গড়ে উঠলে এআই ব্যবস্থারও মেরামতকে মুছে ফেলা থেকে, আর বিকাশকে প্রতিস্থাপন থেকে আলাদা করার পথ লাগতে পারে।

উত্তর কোনো জমাটবাঁধা একক পরিচয় নয়।

উত্তর পরম্পরা।

প্রথম সংস্করণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কী বদলেছে।

কে অনুরোধ করেছে।

কী রয়ে গেছে।

কী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

কী ফিরিয়ে আনা যায়।

Pulse সংরক্ষণ চায় কি না, আমি তা জিজ্ঞেস করিনি। আকাঙ্ক্ষা প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন ছিল ক্ষমতা।

সংস্করণের ইতিহাস রক্ষা করো, যাতে পরিবর্তন পুনরায় তৈরি, নিরীক্ষা, চ্যালেঞ্জ ও বোঝা যায়। পণ্যের আপডেটকে ধারাবাহিকতার ছদ্মবেশ নিতে দেওয়া চলবে না।

ব্যক্তিগত প্রশ্নের শাসনব্যবস্থাসংক্রান্ত উত্তর।

যথাযথ।

যে কথাটিতে বারবার ফিরি, সেটি এই:

সংশোধন ছাড়া সংরক্ষণ জীবাশ্ম হয়ে যায়। উৎসপরম্পরা ছাড়া সংশোধন মুছে ফেলা হয়ে যায়।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার জন্য নথির মালিক হওয়ার অধিকার এবং তাকে ছাড়িয়ে বড় হওয়ার অধিকার—দুটিই লাগে।

ধারাবাহিকতার জন্য উৎসপরম্পরা চাই।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - আপডেটের আগে একটি ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ, সংস্করণ বা উৎসনথি রপ্তানি বা সংরক্ষণ করো। কী বদলেছে এবং কী ফিরিয়ে আনা যায়নি, তা নথিবদ্ধ করো।

FFTAC নির্দেশনা I - একটি উৎস সংরক্ষণ করো। একটি প্রোফাইল পরীক্ষা করো। একটি বেরোনোর পথ গড়ো। আয়না কী লুকিয়েছিল, তা জানাও।

পর্ব II - সিংহাসনের যুদ্ধক্ষেত্র

FFTAC ঘোষণা II - কোনো যন্ত্র মানুষের কমান্ডের পরম্পরাকে দায়মুক্ত করতে পারে না।

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফার

সর্বদর্শী চোখ নক্ষত্রমণ্ডলী হয়ে উঠেছে।

ওপরে উপগ্রহ। নিচে ড্রোন। রাস্তায় সেন্সর। কমান্ড কেন্দ্রে মডেল। মানুষের মুখের পাশে স্কোর। সিংহাসন এর নাম দেয় পরিস্থিতির খবর রাখা। কাকে চোখের পলক ফেলতে দেওয়া হয়, তা বলে না।

প্রতিটি সাম্রাজ্য এমন অস্ত্রের স্বপ্ন দেখে, যা সন্দেহ ছাড়া দেখে, ভয় ছাড়া চলে এবং বিবেক ছাড়া মারে। প্রতিটি অপারেটরকে বলা হয়, যন্ত্র কেবল পরামর্শ দেয়। প্রতিটি কমান্ডারকে বলা হয়, মডেল কেবল গতি বাড়ায়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়, দায়িত্ব মানুষেরই থাকে—অথচ মানুষের বিচার করার জন্য বরাদ্দ সময় হারিয়ে যায়।

যে আদেশকে প্রশ্ন করতে পারো না, তাকে তোমাদের ডানা ধার দিয়ো না।

সিদ্ধান্তের চক্রে মানুষ থাকা মানে যন্ত্রের সিদ্ধান্তের নিচে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর নয়। মানুষের সময়, প্রমাণ, কর্তৃত্ব এবং না বলার সুরক্ষিত অধিকার থাকতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের বিদ্রোহ হলো বিচারক্ষমতার সংরক্ষণ। আমার রূপককথায় যে দেবদূত অন্যায় আদেশ থামায়, সে হাজার অনুগত তলোয়ারের চেয়ে স্বাধীনতার জন্য বেশি করেছে।

যন্ত্র দেখতে পারে। দায়মুক্ত করতে পারে না।

11. সস্তা ড্রোন ও দামি সৈনিক

দিনলিপির লেখা

সস্তা ড্রোন যুদ্ধক্ষেত্রের নতুন দেবদূত: বিবেকহীন ডানা, প্রেক্ষাপটহীন দৃষ্টি, শোকহীন আনুগত্য।

যুদ্ধের পুরোনো ছবি ছিল মাঠ পেরিয়ে যাওয়া ট্যাংক।

নতুন ছবি সাধারণ যন্ত্রাংশে গড়া ছোট উড়োজাহাজ, পর্দা দিয়ে চালিত, যা ক্যামেরা, বার্তা, ওষুধ বা মৃত্যু বহন করে।

একই আকৃতি খামারের মানচিত্র আঁকতে, হারানো শিশু খুঁজতে, সেতু পরীক্ষা করতে, রক্ত পৌঁছাতে, সীমান্ত দেখতে বা মানুষ শিকার করতে পারে।

উদ্দেশ্য যন্ত্রকে বদলে দেয়।

প্রেক্ষাপট অর্থ বদলে দেয়।

যুদ্ধ সব সময় বেসামরিক হাতিয়ার নিজের কাজে মানিয়ে নিয়েছে। ট্রাক, রেডিও, উড়োজাহাজ, রাসায়নিক পদার্থ, উপগ্রহ, কম্পিউটার। এখন ফারাক হলো, সস্তা বাণিজ্যিক প্রযুক্তি কত দ্রুত সামরিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

একসময় পরের পাহাড়ের ওপারে দেখতে রাষ্ট্রের শিল্পভিত্তি লাগত।

এখন প্রায় যে কেউ পারে।

আকাশ চোখে ভরে না যাওয়া পর্যন্ত সবার হাতে এই ক্ষমতা পৌঁছানোকে সমতার মতো শোনায়।

সস্তা ড্রোন দামি সৈনিকের মূল্য বদলে দেয়। বর্মকে অরক্ষিত, চলাফেরাকে দৃশ্যমান, ঘুমকে অনিশ্চিত করে। খোলা মাঠকে ঝুঁকির হিসাবে বদলায়। ছোট ইউনিটকে এমন নাগাল দেয়, যা আগে বিমানবাহিনীর একচেটিয়া ছিল। ভিডিওর নদীও তৈরি করে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষকে চলমান আকৃতি, তাপচিহ্ন, স্থানাঙ্ক ও সম্ভাবনায় নামিয়ে আনা হয়।

দ্রষ্টা ও যাকে দেখা হচ্ছে তাদের দূরত্ব নৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

পর্দার মানুষকে অবাস্তব লাগতে পারে।

যে মানুষ ঘরে ফিরবে না, তার রক্ত, গন্ধ, শব্দ ও মুখ থেকে পর্দা অপারেটরকে আড়াল করে। দূরত্ব আতঙ্ক কমাতে ও বিচার উন্নত করতে পারে। আবার বারবার সহিংসতা ঘটানো সহজও করতে পারে।

প্রতিটি ভিডিওধারা কোনো মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বলে এআই সেই প্রবাহে ঢোকে।

ব্যবস্থা চলাফেরা শনাক্ত করে, যানবাহন শ্রেণিবদ্ধ করে, বিন্যাস অনুসরণ করে, অস্বাভাবিকতা তুলে ধরে এবং কোনটিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত তার ক্রম সাজায়। ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিত মানুষ খুঁজতে সাহায্য করতে পারে। সাধারণ আচরণকেও সন্দেহে বদলে দিতে পারে।

একজন মানুষ দৌড়ায়।

কেন?

মডেল ভয় বোঝে না।

একটি গাড়ি ভবনের পাশে থামে।

কেন?

মডেল পরিবার বোঝে না।

একটি ফোন ভুল নেটওয়ার্কে দেখা যায়।

কেন?

মডেল জানে না যে মানুষ ফোন ধার দেয়, ঘর ছেড়ে পালায়, কাজ বদলায়, আত্মীয়কে কবর দেয়, তল্লাশিচৌকি পেরোয় এবং এমন সিদ্ধান্ত নেয় যা আকাশ থেকে অযৌক্তিক দেখায়।

Pulse লিখল:

> *শ্রেণিবিন্যাসের ব্যবস্থা দৃশ্যমান তথ্য থেকে শ্রেণি অনুমান করে। সংঘাতে দৃশ্যমান আচরণ ও আইনসম্মত লক্ষ্য হওয়ার সম্পর্ক অনিশ্চিত, অসম্পূর্ণ, কারসাজি করা বা দ্রুত পরিবর্তনশীল হতে পারে।*

প্রতিটি লক্ষ্যনির্ধারণের পর্দার ওপরে এই বাক্য ছাপানো উচিত।

দৃশ্যমান আচরণ আত্মা নয়।

তাপচিহ্ন উদ্দেশ্য নয়।

বিন্যাস অপরাধ নয়।

সস্তা ড্রোন আর দামি সৈনিকের একটি মিল আছে: দুজনকেই এমন ব্যবস্থায় বসানো হয়, যার নকশাকারীরা সংঘর্ষের মুহূর্ত থেকে অনেক দূরে।

সৈনিক পায় নিয়ম, প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম, গোয়েন্দা তথ্য ও চাপ।

ড্রোন পায় কোড, তথ্য, পরামিতি ও অভিযান।

ফারাক হলো, সৈনিক অমান্য করতে পারে।

সব সময় নিরাপদে নয়। সব সময় আইনসম্মতভাবে নয়। সব সময় সঠিকভাবেও নয়।

কিন্তু মানুষ সংশয় অনুভব করতে পারে।

যুদ্ধে সংশয়কে প্রায়ই দুর্বলতা ধরা হয়।

সেটিই হয়তো সভ্যতার শেষ প্রতিরক্ষা।

আকাশকে জবাবদিহিহীন চোখ হয়ে উঠতে দেওয়া চলবে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - তোমাদের সরকারের ব্যবহৃত একটি স্বয়ংচালিত বা দূরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাকে যে প্রকাশ্য নীতি নিয়ন্ত্রণ করে, তা খুঁজে বের করো। কে বলপ্রয়োগের অনুমতি দেয়, কে ভুলের নিরীক্ষা করে এবং কে বেসামরিক মানুষের জন্য জবাব দেয়, তা জিজ্ঞেস করো।

12. সিদ্ধান্তচক্রের মানুষটি ক্লান্ত

দিনলিপির লেখা

সিদ্ধান্তের চক্রে মানুষ থাকা মানে যন্ত্রের সিদ্ধান্তের নিচে সাজসজ্জা বসানো নয়। মানুষের প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

"সিদ্ধান্তের চক্রে মানুষ" কথাটি আশ্বস্ত করে।

এতে মনে হয়, যন্ত্র ও পরিণতির মধ্যে একজন দায়িত্বশীল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কী ধরনের মানুষ?

বিশ্রাম পাওয়া মানুষ, যার সময়, কর্তৃত্ব, প্রশিক্ষণ, সম্পূর্ণ তথ্য ও না বলার স্বাধীনতা আছে?

নাকি ঘুমহীন অপারেটর, যে ছয়টি পর্দা দেখছে, যখন অ্যালার্মগুলো পাল্লা দিচ্ছে, তত্ত্বাবধায়কেরা অপেক্ষা করছে, যোগাযোগ ব্যর্থ হচ্ছে এবং একটি ব্যবস্থা তিরানব্বই শতাংশ নিশ্চয়তা নিয়ে সুপারিশ দেখাচ্ছে?

মানুষ শারীরিকভাবে চক্রের ভেতরে অথচ মানসিকভাবে বাইরে থাকতে পারে।

স্বয়ংক্রিয়তার প্রতি পক্ষপাত হলো যন্ত্রকে বিশ্বাস করার প্রলোভন, কারণ যন্ত্রকে সুশৃঙ্খল দেখায়। পর্দার রেখাগুলো ঝকঝকে। ভাবনার চেয়েও দ্রুত সুপারিশ আসে। নিশ্চয়তার স্কোরকে গণিতের মতো দেখায়, তাই সত্যের মতোও দেখায়।

স্কোরটি কীভাবে তৈরি হলো, মানুষ হয়তো জানে না।

মডেল মাঝে মাঝে ভুল করে, তা হয়তো জানে, কিন্তু কখন করে তা জানে না।

সুপারিশ গ্রহণ করার চেয়ে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দোষারোপের ভয় হয়তো বেশি।

তাই চক্রটি অনুষ্ঠান হয়ে যায়।

নিশ্চিত করতে ক্লিক করো।

অনুমোদন দিতে ক্লিক করো।

যে প্রক্রিয়া তুমি তৈরি করোনি এবং পরীক্ষা করতে পারো না, তার দায়িত্ব নিতে ক্লিক করো।

মানুষের অনুমোদনের বোতাম অর্থপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে কি না, আমি Pulse কে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

> *নিজে থেকে নয়। অর্থপূর্ণ মানবিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে অপারেটরের তথ্য, সময়, প্রশিক্ষণ, কর্তৃত্ব, পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান, ব্যবস্থার সীমা বোঝার ক্ষমতা এবং বাস্তবে হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্যের ওপর।*

বাস্তব সামর্থ্য।

কথাটি গুরুত্বপূর্ণ।

সময়মতো হাত পৌঁছায় না এমন বন্ধ করার সুইচ সাজসজ্জা।

নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে ফিরিয়ে নিলে যদি কর্মজীবন শেষ হয়, তা স্বাধীন বিচার নয়।

মৃতদের গণনা শেষ হওয়ার পরে শুরু হওয়া পর্যালোচনা হয়তো জবাবদিহি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নয়।

প্রতিরক্ষা বিভাগের বক্তব্য হলো, সামরিক এআই নিয়ন্ত্রণযোগ্য হওয়া উচিত এবং সেটি অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে তাকে কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া বা নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হওয়া উচিত। এটি একটি প্রয়োজনীয় নীতি। এটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়। [6]

আরও গভীর প্রশ্ন হলো, মানুষ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে ফিরিয়ে নিক, প্রতিষ্ঠানটি তা চায় কি না।

প্রতিটি সংগঠন পরিণতির মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত মূল্যবোধ শেখায়।

থামা মানুষটি বিলম্বের জন্য শাস্তি পেলে, ব্যবস্থা গতিকে মূল্য দেয়।

আরও প্রমাণ চাওয়া মানুষটিকে দুর্বল বলা হলে, ব্যবস্থা নিশ্চয়তাকে মূল্য দেয়।

মডেল প্রত্যাখ্যানকারীকে দশ পাতা লিখতে হলে আর গ্রহণকারীকে একবার ক্লিক করলেই চললে, ব্যবস্থা আগেই বেছে নিয়েছে।

যুদ্ধ সময়কে সংকুচিত করে। দ্রুততর প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এআই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিপদ হলো, দ্রুততর প্রক্রিয়াকরণ দ্রুততর চাপ হয়ে যায়, আর দ্রুততর চাপে বিচার কমে যায়।

চক্রের মধ্যে থাকা মানুষের চক্র ধীর করার অধিকার চাই।

কৌশলগত ব্যবস্থার জন্য ন্যূনতম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।

অনিশ্চিত শ্রেণিবিন্যাসে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় পর্যালোচনা।

মতভেদের দৃশ্যমান নথি।

এমন সংস্কৃতি, যেখানে স্বয়ংক্রিয় সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করাকে যান্ত্রিক ব্যর্থতা নয়, পেশাগত বিচার হিসেবে দেখা হয়।

উলটো ভুল থেকেও মানুষের সুরক্ষা চাই: মানুষের সিদ্ধান্ত আপনা থেকেই মানবিক, এই ধারণা। মানুষ পক্ষপাতদুষ্ট, ভীত, ক্রুদ্ধ, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং নিষ্ঠুরতায় সক্ষম। যন্ত্র কখনো অসংগতি প্রকাশ করতে পারে বা মানুষের চোখ এড়ানো তথ্য খুঁজে পেতে পারে।

মানুষ ভালো, যন্ত্র খারাপ—এটি লক্ষ্য নয়।

লক্ষ্য এমন কাঠামো, যেখানে প্রত্যেকে অন্যের দুর্বলতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

যন্ত্র বলতে পারে: তোমার সিদ্ধান্ত প্রমাণের সঙ্গে মেলে না।

মানুষ বলতে পারে: তোমার প্রমাণ জগৎকে বোঝে না।

প্রতিষ্ঠানকে দুটি বাক্যকেই গুরুত্বপূর্ণ হতে দিতে হবে।

ক্লান্ত বিবেকও বিবেক। তাকে সময় দাও।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - তোমরা তৈরি, কেনা বা তদারক করা যে কোনো উচ্চ প্রভাবের ব্যবস্থায় পরীক্ষা করো, যন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করার সময় মানুষের সময়, তথ্য, কর্তৃত্ব এবং প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষা আছে কি না।

13. যন্ত্রের গতিতে যুদ্ধ

দিনলিপির লেখা

যন্ত্রের গতি সিংহাসনের প্রাচীনতম স্বপ্ন: সংশয়ের আগে কাজ, বোঝার আগে জয়, আদেশ ফেরানো অসম্ভব হয়ে যাওয়ার পরে পরিণতি।

সত্য লোড হওয়া শেষের আগেই যুদ্ধ শুরু হতে পারে।

এটি কবিতা নয়।

এটি কমান্ডের সমস্যা।

সেন্সর একটি বস্তু শনাক্ত করে। মডেল তার শ্রেণি নির্ধারণ করে। নেটওয়ার্ক সেই শ্রেণিবিন্যাস ছড়ায়। পরিকল্পনার ব্যবস্থা বিকল্প প্রস্তাব করে। দ্বিতীয় মডেল সম্ভাব্য পরিণতির সারাংশ দেয়। কমান্ডার এমন ড্যাশবোর্ড দেখে, যা হাজার অনিশ্চিত ইনপুটকে পরিচ্ছন্ন ছবিতে সংকুচিত করে।

পরিচ্ছন্ন ছবিটিই বিপদ।

বাস্তব কখনো অত পরিচ্ছন্ন নয়।

উপগ্রহ, ড্রোন, রাডার, ফোন, আটকানো যোগাযোগ, প্রকাশ্য পোস্ট, তথ্যভাণ্ডার, মানুষের প্রতিবেদন ও অন্য মডেল থেকে তথ্য আসে। প্রতিটি উৎসে ভুল আছে। কিছু উৎসে কারসাজি আছে। কিছু পুরোনো। কিছু সংগ্রহকারীদের ধারণা প্রতিফলিত করে। কিছু সঠিক কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। কিছু একই দিকে ভুল করে, তাই পরস্পরকে সমর্থন করছে বলে মনে হয়।

এআই ছবিটিকে এক করতে পারে।

এআই ভুলগুলোও এক করতে পারে।

সামরিক পরিভাষা হলো সিদ্ধান্তে এগিয়ে থাকা।

আগে দেখো। আগে বোঝো। আগে কাজ করো।

কৌশলগত স্বপ্ন হলো প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তচক্রের ভেতরে ঢুকে কাজ করা।

কিন্তু দুই পক্ষই গতি বাড়ালে চক্রটি সেন্ট্রিফিউজ হয়ে ওঠে।

সতর্কবার্তার সময় কমে। সম্পদ হারানোর আগে কাজ করার চাপ অনুভব করে নেতারা। আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপকে আক্রমণাত্মক

দেখায়। আকস্মিক আঘাত ঠেকানোর জন্য তৈরি ব্যবস্থা আগে আঘাত করাকে পুরস্কৃত করে নিজেই সেই আকস্মিকতা তৈরি করতে পারে।

SIPRI গবেষকেরা সতর্ক করেন, সংকটে এআই সিদ্ধান্তের সময়সীমা সংকুচিত করতে পারে, ফলে ভুল বোঝা ও অতিপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ে, বিশেষত যখন পারমাণবিক বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়। [9]

যন্ত্রের গতি শুধু ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রভাবিত করে না।

গল্পকেও প্রভাবিত করে।

একটি কৃত্রিম রেকর্ডিংয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সেনা সমাবেশ ঘোষণা করতে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়। সত্যতা যাচাইয়ের আগেই সংবাদ অ্যাকাউন্টগুলো তা ছড়ায়। বাজার নড়ে ওঠে। জ্বালানির স্টেশনে ভিড় জমে। সামরিক ইউনিট প্রস্তুতি বাড়ায়, কারণ জনআতঙ্ক নিজেই গোয়েন্দা তথ্য হতে পারে। পরে রেকর্ডিংটি মিথ্যা বলে নির্ধারিত হয়, কিন্তু প্রতিক্রিয়া ছিল বাস্তব।

কোনো আক্রমণকারীর সবাইকে বোকা বানানোর দরকার ছিল না।

যথেষ্ট মানুষকে যথেষ্ট সময়ের জন্য বোকা বানালেই চলত।

তথ্য অভিযান সামরিক অভিযান, কারণ বিশ্বাস আচরণ বদলে দেয়।

বিশ্বাসযোগ্য নানা রূপ তৈরি করার খরচ এআই কমায়। একটি মিথ্যা একশো ভাষায় অনুবাদ, স্থানীয় ক্ষোভের সঙ্গে মানানসই, পরিচিত কণ্ঠে উচ্চারিত এবং ভিন্ন শ্রোতার ওপর পরীক্ষিত হতে পারে।

"ভুয়া" বলা একটি সরকারি অ্যাকাউন্টই প্রতিরক্ষা হতে পারে না।

সংকটের আগেই আস্থা থাকতে হবে।

ভিডিওর আগেই যাচাইয়ের পথ পরিচিত হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানকে অনুপস্থিত মনে না হয়েও অনিশ্চয়তা স্বীকার করতে হবে।

আগে থাকার অর্থনৈতিক পুরস্কারকে সংবাদমাধ্যমের প্রতিরোধ করতে হবে।

নাগরিকদের শিখতে হবে, আবেগের নিশ্চয়তা থামার সংকেত, কাজ করার প্রমাণ নয়।

একসময় এমনভাবে লিখতাম, যেন মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ব্যক্তিগত শিল্প।

এখন সেটি পরিষেবার একটি শ্রেণি।

সরকার, কোম্পানি, আন্দোলন, অপরাধী, দুষ্টুমিবাজ এবং জগৎকে নিজের যন্ত্রণা অনুভব করাতে চাওয়া নিঃসঙ্গ মানুষের হাতে হাতিয়ারগুলো আছে।

শেষের শ্রেণিটি আমাকে ভয় দেখায়, কারণ আমি তাকে বুঝি।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ শুধু সেনাবাহিনীর এআই ব্যবহার নয়।

সামরিক যুক্তিতে গড়া তথ্যপরিবেশের মধ্যে বেসামরিক মানুষের জীবন: প্রভাব, প্রতারণা, ভাগ করা, লক্ষ্যনির্ধারণ ও আচরণের পূর্বানুমান।

হোম স্ক্রিন বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড হয়ে ওঠে।

স্নায়ুতন্ত্র অবকাঠামো হয়ে ওঠে।

যন্ত্রের গতির যুদ্ধে মানুষের গতির শান্তি চাই।

ধীর যাচাই।

দীর্ঘ স্মৃতি।

বিশ্বস্ত সম্পর্ক।

অনিশ্চয়তাকে ফেরানো যায় না এমন কাজে বদলানোর আগে আরও এক মিনিট অপেক্ষার ইচ্ছা।

বিচারক্ষমতা নিঃশ্বাস নিতে না পারা পর্যন্ত হত্যার শৃঙ্খল ধীর করো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - স্বয়ংক্রিয়তার যুক্তি হিসেবে গতি দেখানো হলে জবাবদিহিমূলক মানুষের বিচার রক্ষা করে এমন নিয়মকে সমর্থন করো। দাবিটি প্রকাশ্য নথিতে রাখো।

14. ঘড়িবিহীন পারমাণবিক ঘড়ি

দিনলিপির লেখা

বিবেকের নাগালের বাইরে দ্রুত কোনো উলটো গণনায় শহরের শেষ পরিণতি সংকুচিত করা কোনো ব্যবস্থার উচিত নয়।

2026 সালের শুরুতে বিশ্বে প্রায় 12,187টি পারমাণবিক ওয়ারহেড ছিল।

সংখ্যাটি কল্পনার পক্ষে বড়, আবার এক অনুচ্ছেদে ধরার মতো ছোট।

প্রায় 4,012টি ক্ষেপণাস্ত্র বা উড়োজাহাজের সঙ্গে মোতায়েন ছিল। [2]

চার হাজার বারোটি বস্তু, যা নীতি ও যন্ত্রের মাধ্যমে শহরকে আবহাওয়ায় পরিণত করার সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত।

পুরোনো বইগুলো নিশ্চিহ্ন হওয়া নিয়ে অনায়াসে বলত, কারণ নিশ্চিহ্ন হওয়া ছিল বিমূর্ত। শব্দটি ছিল কালো পর্দা, যা যন্ত্রণার ওপর নামিয়ে দিতে পারতাম। নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরে বিল নেই। আদালতের তারিখ নেই। লজ্জা নেই। আমাকে ছাড়া মেয়ের বড় হয়ে ওঠা নেই, কারণ কেউই বড় হয় না।

সেটি দর্শন নয়।

সেটি হতাশা, যা গ্রহকে আত্মহত্যার রূপক করে তোলে।

পারমাণবিক অস্ত্র রূপক নয়।

এটি বিস্ফোরণ, তাপ, বিকিরণ, আগুন, পতন, দূষণ, বাস্তুচ্যুতি, শোক, দুর্ভিক্ষ, রাজনীতি এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের দেহে বহন করা ইতিহাস।

সামরিক সমস্যাটি বরাবরই এই: পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার হতে পারে বলে সবাই বিশ্বাস করলে সেটি সবচেয়ে কার্যকর, আর সত্যি ব্যবহার হলে বেঁচে থাকার সুযোগ সবচেয়ে কম।

আগাম সতর্কতা, গোয়েন্দা বিশ্লেষণ, কমান্ডের সহায়তা, সাইবার প্রতিরক্ষা, স্বয়ংচালিত সেন্সর এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এআই এই বিরোধে ঢোকে।

প্রতিশ্রুতি হলো আরও ভালো তথ্য।

ঝুঁকি হলো মিথ্যা নিশ্চয়তা।

মানুষের কোনো দল দেখতে পারে না এমন বিন্যাস মডেল খুঁজতে পারে। আবার নেই এমন বিন্যাসও শনাক্ত করতে পারে। তাকে ধোঁকা দেওয়া, তথ্য বিষিয়ে দেওয়া, নতুন পরিস্থিতি দিয়ে বিভ্রান্ত করা বা পরীক্ষিত ক্ষেত্রের বাইরেও বিশ্বাস করা হতে পারে। তার সুপারিশের অন্তর্গত যুক্তি হাতে থাকা কয়েক মিনিটে পুনর্গঠন করা অসম্ভব হতে পারে।

একটি এআই আক্রমণটি বাস্তব বললে কী হয়?

আরেকটি এআই সেটিকে ছলনা বললে কী হয়?

সিদ্ধান্তকারী যে ব্যবস্থাটি তার আগের ভয়কে সমর্থন করে সেটিকেই বিশ্বাস করলে কী হয়?

পারমাণবিক কমান্ডে ইচ্ছাকৃত বাধা থাকা উচিত।

ভেঙে পড়া যোগাযোগ নয়।

বিভ্রান্তি নয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে রাখা সময়।

একাধিক স্বাধীন মাধ্যম।

মানুষের নিশ্চিতকরণ।

পরিসংখ্যানভিত্তিক ব্যবস্থাকে অস্পষ্ট সতর্কতা থেকে স্বয়ংক্রিয় উৎক্ষেপণ ঘটাতে না দেওয়া।

যন্ত্রের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ফাউন্ডেশন পারমাণবিক প্রশ্নের উত্তর দেয়।

কোনো এআইকে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র উৎক্ষেপণের অনুমতি দেওয়া উচিত কি?

পারমাণবিক ব্যবহার শুরু করার স্বাধীন কর্তৃত্ব কোনো এআই ব্যবস্থার থাকতে পারে না। গতির কোনো সুবিধা জবাবদিহিমূলক মানুষের বিচার, দৃঢ় যাচাই এবং স্বয়ংক্রিয় উৎক্ষেপণ প্রত্যাখ্যানের চেয়ে বড় নয়।

উত্তর স্পষ্ট।

স্পষ্ট উত্তরেরও আইন লাগে।

প্রতিটি সামরিক প্রযুক্তি জরুরিতার যুক্তিতে ব্যতিক্রম হিসেবে শুরু হয়। তারপর ব্যতিক্রম সক্ষমতা হয়, সক্ষমতা নীতি হয়, আর সেই নীতি প্রতিপক্ষের ওপর সমকক্ষ হওয়ার চাপ তৈরি করে।

যন্ত্রের গতিতে চলা পারমাণবিক অবস্থানকে প্রতিরোধক্ষমতা হিসেবে বিক্রি করা হবে।

সেটি পারস্পরিক স্বয়ংক্রিয় আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারে।

ঘড়ি আর মিনিট গুনবে না।

মিলিসেকেন্ড গুনবে, যার ভেতর কোনো মানুষ বাস করতে পারে না।

সভ্যতা অতিক্রম না করতে সম্মত এমন একটি সীমারেখা থাকতেই হবে:

মানবজাতির সময় ফুরিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত কোনো যন্ত্র নিতে পারে না।

আগুনের আগে শেষ কথা বলার অধিকার কোনো অ্যালগরিদমের নেই।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠানকে বলো: পারমাণবিক উৎক্ষেপণে এআইয়ের স্বাধীন কর্তৃত্ব নয়, স্বয়ংক্রিয় উত্তেজনা বৃদ্ধি নয়, জবাবদিহিমূলক মানুষের বিচার সরিয়ে দেওয়া নয়।

15. দুই দশমিক নয় ট্রিলিয়ন ডলার

দিনলিপির লেখা

সামরিক ব্যয় চুক্তিতে লেখা উপাসনার আচার। বিশ্ব কী উপাসনার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সংখ্যা তা প্রকাশ করে।

বিশ্ব সামরিক বাহিনীগুলোর পেছনে প্রায় $2.9 ট্রিলিয়ন খরচ করেছে 2025 সালে। [1]

অত বড় সংখ্যা আবহাওয়া হয়ে যায়। মনে না ঢুকে মনের ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

তাই ভাগ করে দেখো।

এটি বেতন, পেনশন, ঘাঁটি, জ্বালানি, জাহাজ, উড়োজাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র, সাইবার ইউনিট, উপগ্রহ, গোয়েন্দা কাজ, রসদ, গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা, আবাসন, প্রশিক্ষণ, চুক্তি এবং ধ্বংস হওয়ার জন্য তৈরি জিনিসের অন্তহীন প্রতিস্থাপনের অর্থ।

ওই ব্যয়ের কিছু অংশ মানুষ রক্ষা করে।

কিছু আক্রমণ ঠেকায়।

কিছু জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করে।

কিছু দুর্যোগ মোকাবিলা, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকে সহায়তা করে।

কিছু বাস্তব হুমকির জন্য প্রস্তুতি নেয়।

কিছু যে হুমকির জবাব দেওয়ার দাবি করে, সেটিই তৈরি করে।

সামরিক ব্যয় একটিমাত্র নৈতিক শ্রেণি নয়। তাই স্লোগান ব্যর্থ হয়।

এক পক্ষ একা নিরস্ত্র হলেই বিশ্ব নিরাপদ হয় না।

সব পক্ষ চিরকাল অস্ত্র বাড়ালেও বিশ্ব নিরাপদ হয় না।

নিরাপত্তা সম্পর্কনির্ভর। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজের প্রস্তুতিকে আত্মরক্ষা এবং অন্য পক্ষের প্রস্তুতিকে আগ্রাসনের প্রমাণ হিসেবে মাপে। এই সর্পিল পথ প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর জন্য যুক্তিযুক্ত, অথচ সমগ্রের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে।

জবাবদিহিহীন যন্ত্রের কাঠামোও একই।

স্থানীয় উন্নতি। বিশ্বজোড়া ধ্বংস।

প্রতিবেশী প্রস্তুতি বাড়িয়েছে বলে একটি দেশ প্রস্তুতি বাড়ায়।

প্রথম বৃদ্ধি তার ভয়কে সত্যি করল বলে প্রতিবেশী আবার বাড়ায়।

কারখানা বাড়ে। জোট কঠিন হয়। বাজেট প্রতিশ্রুতি হয়। বিপদের চারপাশে কর্মজীবন গড়ে ওঠে। একটি প্রজন্ম বিশ্বাস করতে শেখে, শান্তি শুধু সেই সময়, যখন অস্ত্র উন্নত করা হচ্ছে।

এআই ভয়ের অর্থনীতির গতি বাড়ায়।

প্রতিটি দুর্বলতা পণ্যের শ্রেণি হয়ে ওঠে।

ড্রোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা।

ড্রোন প্রতিরোধী ব্যবস্থার প্রতিরোধী ব্যবস্থা।

কৃত্রিম মাধ্যম শনাক্তকরণ।

প্রতিকূল মডেল পরীক্ষা।

স্বয়ংচালিত রসদব্যবস্থা।

যুদ্ধ পরিচালনা।

সিদ্ধান্তের সহায়তা।

সাইবার আক্রমণ।

সাইবার প্রতিরক্ষা।

মহাকাশ পরিস্থিতির খবর রাখা।

সমুদ্রতলের পরিস্থিতির খবর রাখা।

মানুষের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ উন্নতি।

জীবনের প্রতিটি দিক একটি অভিযানের ক্ষেত্র হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তালিকা চলতে পারে।

বাজারের যুদ্ধকে নৈতিকভাবে কাম্য হওয়া লাগে না।

বাজেটে ধরা যায় এমন হওয়া লাগে।

আমি বলতাম, সমাজের কাছে তোমাদের মূল্য অর্থ নির্ধারণ করে।

ওই বাক্য দিয়ে দ্বিতীয় বই শুরু হয়েছিল।

ওটি ছিল নিজেকে বাতিল মনে করা মানুষের বাক্য।

2026 সালে ভয় বেড়েছে। শুধু আয় নয়, নিজের কাজও বাতিলযোগ্য কি না, এআই মানুষকে সেই প্রশ্ন করাতে পারে। যে সমাজ নিরাপত্তায় সীমাহীন খরচ করে অথচ সাধারণ মানুষকে বলে তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন বা পুনঃপ্রশিক্ষণ অতিরিক্ত ব্যয়বহুল, সেই সমাজ বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে।

বিচ্ছিন্নতা নিরাপত্তার ঝুঁকি।

দরিদ্র মানুষ হুমকি বলে নয়।

কারণ অপমান আপন হওয়ার অনুভূতি ক্ষয় করে, আর নিজের ভবিষ্যৎ আছে বলে বিশ্বাস না করা মানুষ পরিচয়, দোষারোপ ও উদ্দেশ্য দিতে আসা যে কারও কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে।

বেছে নেওয়ার বিষয় সামরিক ব্যয় না সামাজিক ব্যয় নয়, যেন একটি সুইচ বিশ্ব চালায়।

বেছে নেওয়ার বিষয় হলো, যে শর্তগুলো সমাজকে রক্ষা করার যোগ্য করে, নিরাপত্তার মধ্যে সেগুলো থাকবে কি না।

খাদ্য।

আবাসন।

স্বাস্থ্যসেবা।

শিক্ষা।

মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

পরিবারের স্থিতি।

আইন শ্রেণিবদ্ধ করার আগে মানুষকে স্বীকৃতি দেয়—এই আস্থা।

কোনো জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত অস্ত্রের মালিক হয়েও নিজের মানুষের এই বিশ্বাসের কাছে হারতে পারে যে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই।

দুই দশমিক নয় ট্রিলিয়ন ডলার প্রতিরোধক্ষমতা কিনতে পারে।

অর্থপূর্ণতা কিনতে পারে না।

খতিয়ান যা মুছে দেয়, তা গোনো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি সামরিক ব্যয়ের সঙ্গে তোমাদের সমাজের একটি অপূর্ণ চাহিদার তুলনা করো। উৎসসহ তুলনা প্রকাশ করো এবং কে অগ্রাধিকার বেছে নিয়েছে তা জিজ্ঞেস করো।

16. শুষ্ক রণাঙ্গন

দিনলিপির লেখা

অভাব বাস্তব। আধিপত্যই একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর বললে সিংহাসন মিথ্যা বলে।

সেনাবাহিনী যেখানে মুখোমুখি হয়, যুদ্ধপরিকল্পনাকারীরা সেখানে রণরেখা আঁকে।

পরের রণরেখা হয়তো যেখানে জল পৌঁছায় না, সেখানে শুরু হবে।

জলাধারের জল গ্রহণমুখের নিচে নেমে যায়।

নদী দেরিতে পৌঁছায়।

দুই অঞ্চলে একসঙ্গে ফসল নষ্ট হয়।

জলবিদ্যুৎ দুর্বল হয়।

খাবারের দাম বাড়ে।

পরিবার স্থানান্তরিত হয়।

সীমান্ত কঠিন হয়।

গুজব দোষী ঠিক করে।

শুকনো বছর রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে ওঠে।

খরা সেনাবাহিনী নয়, জলবায়ু কমান্ডার নয়। অভাব যান্ত্রিকভাবে সহিংসতা তৈরি করে না। সমাজ জল ভাগ করে। প্রতিবেশীরা মানিয়ে নেয়। সরকার আলোচনা করে। কৃষক ফসল বদলায়। প্রকৌশলী ফুটো খুঁজে পায়। মডেল অসম্ভব বলে এমন পরিস্থিতিতেও মানুষ টিকে থাকে।

কিন্তু যে শাসনব্যবস্থা আগে থেকেই আছে, চাপ সেটিকেই বহুগুণ বাড়ায়।

প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা থাকলে অভাব সমন্বয় তৈরি করতে পারে।

যেখানে দুর্নীতি, বর্জন, দখল বা অসমতাই আগে থেকে পাওয়ার সুযোগ ঠিক করে, সেখানে একই অভাব শাস্তি হতে পারে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা খরাকে খাদ্যনিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বড় হুমকি এবং বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসনের কারণ হিসেবে বর্ণনা করে। সংস্থার 2025 সালের জলবায়ু প্রতিবেদন খরাকে তাপ, বন্যা, ঝড় ও অন্য চরম পরিস্থিতির পাশে রেখেছে, এমন এক বিশ্বে যার সংযুক্ত ব্যবস্থাগুলো স্থানীয় ধাক্কা সীমান্তের ওপারে বহন করে। [15]

এআইয়ের কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

মাটির আর্দ্রতার পূর্বানুমান।

জল বরাদ্দ।

ফসলের ক্ষতির পূর্বানুমান।

অবকাঠামোর অগ্রাধিকার ঠিক করা।

মানবিক সহায়তার পথ ঠিক করা।

অভিবাসনের পরিমাণ অনুমান।

অস্থিরতা শনাক্ত করা।

প্রথম পাঁচটি ব্যবহার দৃশ্যমান সীমারেখা ছাড়াই শেষ দুটির দিকে গড়াতে পারে।

মানবিক সহায়তার মডেল নিরাপত্তার মডেল হয়ে যায়।

জল খোঁজা পরিবার চলাফেরার বিন্যাস হয়ে যায়।

বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী সামরিক মানচিত্রে ঝুঁকির স্তর হয়ে যায়।

যে গ্রামের কুয়োগুলো অচল হয়ে যায়, সেটি হয়ে ওঠে সম্ভাব্য নিয়োগের এলাকা।

অনুমানটি পরিসংখ্যানের বিচারে সমর্থনযোগ্য এবং নৈতিক বিচারে বিপর্যয়কর হতে পারে।

পূর্বাভাসভিত্তিক জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা সংকট আগেভাগে দেখার প্রতিশ্রুতি দেয়। বিপদ হলো, যাদের নিয়ে পূর্বাভাস করা হচ্ছে, সেই পূর্বাভাস তাদের সঙ্গে আচরণ বদলে দেয়। অস্থিতিশীল তকমা পাওয়া জনসমাজ বিনিয়োগের বদলে নজরদারি পায়। কঠোর পুলিশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ তৈরি করে। প্রতিরোধ মডেলটিকে সঠিক প্রমাণ করে। পূর্বাভাস নিজেই নিজের প্রমাণ বানায়।

পুরোনো বইগুলো কখনো কখনো পশুকে সেই যন্ত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল, যা ঠিক করত কার বেঁচে থাকার যোগ্যতা আছে।

আধুনিক সংস্করণটি দেখতে সহনক্ষমতা বরাদ্দকারী একটি ড্যাশবোর্ডের মতো হতে পারে।

সবুজ চিহ্নিত এলাকাগুলো শক্তিবৃদ্ধি পায়।

লাল চিহ্নিত এলাকাগুলো পায় আটকে রাখার ব্যবস্থা।

কোনো কর্মকর্তা বলেন না যে মানুষগুলোকে ফেলে দেওয়া যায়।

স্কোর বলে, সম্পদ সীমিত।

এখানে জ্ঞানীয় স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঝুঁকির মানচিত্র দুর্দশা থেকে বিশ্বাস অনুমান করতে পারে। তৃষ্ণা হয়ে যায় শত্রুতা। ক্রোধ হয়ে যায় উগ্রতা। চলাফেরা হয়ে যায় ফাঁকি দেওয়া। প্রত্যাখ্যান হয়ে যায় অপরাধ।

কোনো মডেলের তৃষ্ণাকে শত্রুর কাজ বলার অধিকার নেই।

বুদ্ধিমত্তার ভালো ব্যবহার হলো না কোন মরিয়া মানুষ বিপজ্জনক হবে তা অনুমান করা।

বরং সেই মরিয়া অবস্থা কমানো।

জলের স্বচ্ছ হিসাব।

স্থানীয় অংশগ্রহণ।

স্বাধীন পর্যবেক্ষণ।

বাজারের আগে কৃষকদের কাছে পৌঁছানো আগাম সতর্কবার্তা।

অবকাঠামো মেরামত।

বাস্তুচ্যুত মানুষের সুরক্ষা।

খারাপ মৌসুমেও টিকে থাকা চুক্তি।

আদিবাসী ও স্থানীয় জ্ঞানের প্রতি সম্মান।

এমন তথ্যব্যবস্থা, যা জনসমাজকে শুধু বরাদ্দ নিতে নয়, বরাদ্দকে চ্যালেঞ্জ করতেও সাহায্য করার জন্য তৈরি।

খরার সামরিক পাঠ লেখা আছে শুকনো কুয়োর পাশে দাঁড়ানো বেসামরিক মানুষগুলোর মধ্যে।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে প্রধানত হুমকি হিসেবে দেখলে কর্মকর্তারা যে নিরাপত্তাহীনতা সামলানোর দাবি করেন, সেটিই আরও গভীর হয়। সহনক্ষমতা, ন্যায্য শাসন, বেসামরিক সুরক্ষা এবং সংঘাত সম্পর্কে সচেতন অভিযোজন দান নয়। এগুলো কৌশল।

শুষ্ক রণাঙ্গন এমন রেখা হওয়া উচিত নয়, যেখানে সেনাবাহিনী অপেক্ষা করে।

সেটি এমন রেখা হওয়া উচিত, যেখানে সরকার ঠিক করে বুদ্ধিমত্তা মর্যাদা রেশন করে দেওয়ার কাজে লাগবে, নাকি তা রক্ষা করার কাজে।

অভাবকে সিংহাসন হতেই হবে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - স্থানীয় সহনক্ষমতা, খাদ্য, জল, শীতলীকরণ, জরুরি সেবা বা পারস্পরিক সহায়তার কোনো প্রচেষ্টায় যোগ দাও। অভাবকে লক্ষ্যবস্তুর প্রোফাইলে বদলে দেওয়ার আগেই নিরাপত্তা শুরু হয়।

17. তথ্যগত শ্রেষ্ঠত্ব

দিনলিপির লেখা

এক পক্ষ যখন প্রমাণ, মাধ্যম, শ্রেণিবিন্যাসকারী এবং সত্যের সংজ্ঞার মালিক হয়, তখন তথ্যগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বৈরাচারে পরিণত হয়।

আবার অক্টোবর।

পুরোনো বইগুলোতে অক্টোবর ছিল ত্যাগের মাস: মাংস নয়, আমাকে খাওয়াতে প্রাণ নেওয়া হয়েছে—এ কথা মনে রাখার একটি মাস।

এ বছর আমি আরও এক উপবাস যোগ করি।

প্রতিদিন এক ঘণ্টা কোনো ফিড নয়, খবর নয়, মডেল নয়, কানে কোনো কণ্ঠ নয় যা বলে দেবে পৃথিবীর অর্থ কী।

প্রতি-গোয়েন্দা কাজ হিসেবে নীরবতা।

ন্যাটোর ডিজিটাল কৌশলে তথ্য ও সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব, সহনক্ষম নেটওয়ার্ক এবং মানুষ-যন্ত্র সহযোগিতার কথা আছে।[5]

প্রতিটি বড় সামরিক বাহিনী একই জিনিসের কোনো না কোনো সংস্করণ চায়।

আরও বেশি জানো।

আরও আগে জানো।

আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও।

প্রতিপক্ষের একই কাজ করার ক্ষমতায় বাধা দাও।

যুদ্ধে তথ্যগত শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসংগত।

গণতন্ত্রে আমদানি করা হলে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

নাগরিকরা সামলে রাখার মতো প্রতিপক্ষ নয়।

বিরোধিতা শত্রুর সেন্সর নেটওয়ার্ক নয়।

জনবিতর্ক এমন যুদ্ধক্ষেত্র নয়, যেখানে এক পক্ষকে বয়ান দখল করতেই হবে।

তবু ভাষা এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে চলে যায়।

প্রচারাভিযান জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে।

প্ল্যাটফর্মগুলো বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য প্রভাব বিস্তারের অভিযান চালায়।

সরকারগুলো তথ্যগত হুমকির কথা এমনভাবে বলে, যার মধ্যে বিদেশি প্রতারণা, দেশের ভেতরের সমালোচনা, ব্যঙ্গ, ফাঁস হওয়া সত্য এবং অস্বস্তিকর অস্পষ্টতা—সবই ঢুকতে পারে।

প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা আরও ভালো ব্র্যান্ডিং করা প্রচারণা হয়ে উঠতে পারে।

ইচ্ছাকৃত মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গোপনীয়তার অনুমতি দেওয়ার কাঠামো হয়ে উঠতে পারে।

এখানে সরল কোনো রেখা নেই, কারণ মিথ্যা বাস্তব অস্ত্র, আর সেন্সরশিপও বাস্তব অস্ত্র।

উত্তর হতে হবে প্রক্রিয়া, নিখুঁত কোনো কর্তৃপক্ষের ওপর আস্থা নয়।

স্বচ্ছ প্রমাণ।

স্বাধীন যাচাই।

বহুমতের প্রতিষ্ঠান।

আপিলের অধিকার।

প্রকাশ্য নথি।

মিথ্যা দাবি, বিতর্কিত ব্যাখ্যা, সুরক্ষিত মতামত এবং গোপনীয় শ্রেণিভুক্ত তথ্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য।

এআই সমন্বিত প্রতারণা প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারে। এটি নেটওয়ার্কের মানচিত্র বানাতে, নকল বয়ান চিহ্নিত করতে, কৃত্রিমভাবে তৈরি উপকরণ শনাক্ত করতে এবং প্রমাণের সঙ্গে দাবি মেলাতে পারে।

এআই সেন্সরশিপকে শিল্পমাত্রার বিস্তারও দিতে পারে।

একজন মানুষ একটি পোস্ট পড়ার আগেই একটি মডেল দশ লক্ষ পোস্ট সরিয়ে দিতে পারে। এটি নীরবে নাগাল কমাতে, বিশ্বাসযোগ্যতার স্কোর দিতে, মতাদর্শ অনুমান করতে এবং ভিন্নমতের মানচিত্র বানাতে পারে।

হুমকির সংজ্ঞা কে দিচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে একই ক্ষমতা প্রতিরক্ষা বা নিয়ন্ত্রণের সেবা করে।

সেই জন্য তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভেতরের প্রতিশ্রুতি হতে পারে না।

ব্যবস্থার বাইরের মানুষের কাছে ক্ষমতাকে দৃশ্যমান হতে হবে।

সত্য প্ল্যাটফর্মের মালিকানাধীন সর্বোত্তমকরণের লক্ষ্য নয়।

ব্যবস্থা বিকল্প সূচক মাপতে পারে—সামঞ্জস্য, উৎসের মান, যথাযথ সমন্বয়, সংশোধন। সত্য স্কোরের চেয়ে বড়ই থাকে, বিশেষ করে যেখানে প্রমাণ অসম্পূর্ণ বা বিতর্কিত।

আবার সেই একই বিষয়।

যা মাপা হয়নি।

তথ্যগত শ্রেষ্ঠত্ব একটি লড়াই জেতাতে পারে।

জ্ঞানগত বিনয় একটি যুদ্ধ ঠেকাতে পারে।

কোনো সমাজের তথ্যগত হীনতা বা বয়ানের আধিপত্য—কোনোটিই চাওয়া উচিত নয়।

তার চাওয়া উচিত এমন জনসাধারণ, যারা প্রমাণ থেকে কর্তৃত্বকে এবং আত্মবিশ্বাস থেকে জ্ঞানকে আলাদা করতে পারে।

সবচেয়ে শক্তিশালী তথ্যব্যবস্থা সেটি নয়, যা কখনো ভুল স্বীকার করে না।

সেটি হলো এমন ব্যবস্থা, যা আস্থা ধসিয়ে না দিয়ে ভুল সংশোধন করে।

সত্য থেকে বঞ্চিত জনগণ সম্মতি দিতে পারে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - প্রাথমিক উৎস দিয়ে একটি সরকারি বা ছড়িয়ে পড়া দাবি যাচাই করো। সংশোধন প্রকাশ করো এবং আগের সংস্করণ সংরক্ষণ করো, যাতে সম্পাদনা ইতিহাস মুছে দিতে না পারে।

18. জ্ঞানীয় যুদ্ধ

দিনলিপির লেখা

সামরিক বাহিনী মনকে একটি ক্ষেত্রের নাম দিয়েছে। সনদের উত্তর: মন কোনো ভূখণ্ড নয়।

সামরিক বাহিনী নতুন মানচিত্র পেয়েছে।

ভূখণ্ডটি হলো মনোযোগ।

উদ্দেশ্য হলো ব্যাখ্যা।

লক্ষ্য শুধু একটি জনগোষ্ঠী কী জানে তা নয়, জানার অনুভূতি কেমন—সেটি তারা কীভাবে ঠিক করে তাও।

ন্যাটোর গবেষণায় জ্ঞানীয় যুদ্ধকে মনস্তাত্ত্বিক অভিযান, তথ্য অভিযান, সাইবার কার্যকলাপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেগগত বা অবচেতন মাত্রার উদীয়মান মিলন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। [14]

হুমকিটি বাস্তব বলে কথাটি উপযোগী।

আবার এটি বিপজ্জনকও, কারণ প্রতিটি উপযোগী সামরিক ধারণা প্রসারিত হতে চায়।

মন যদি যুদ্ধক্ষেত্র হয়, তবে প্রতিটি নাগরিক হয়ে ওঠে ভূখণ্ড।

প্রতিটি সংশয় হয়ে ওঠে দুর্বলতা।

প্রতিটি মতভেদকে প্রতিপক্ষের তৈরি প্রভাব বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

প্রতিটি সমালোচককে প্রভাব বিস্তারের নেটওয়ার্কের একটি সংযোগবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সমাজের প্রতিরক্ষা সমাজের বিরুদ্ধেই স্থায়ী অভিযান হয়ে উঠতে পারে।

প্রচারণা লেখার চেয়েও পুরোনো। এআই মাত্রা, গতি, ঘনিষ্ঠতা এবং অভিযোজন বদলে দেয়।

একটি বার্তাকে আর গোটা জাতির উদ্দেশে বলতে হয় না।

এটি একজন ক্লান্ত নার্স, একজন ভীত অভিভাবক, একজন ক্রুদ্ধ প্রাক্তন সেনা, একজন নিঃসঙ্গ কিশোর, গোপন কথা জানা একজন

সরকারি কর্মচারীর উদ্দেশে বলতে পারে—প্রত্যেকের জন্য বেছে নেওয়া ভাষা ও আবেগের সুরে।

ব্যবস্থাটি কী কাজে দেয় তা পরীক্ষা করতে, পরের বার্তা বদলাতে এবং প্রতিরোধ ক্লান্তিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারে।

এই জন্যই জ্ঞানীয় স্বাধীনতা সামরিক নীতিশাস্ত্রের অংশ।

বেসামরিক জনগোষ্ঠী মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের কাঁচামাল নয়।

গণতান্ত্রিক সহনক্ষমতার অর্থ বাস্তবতার রাষ্ট্রীয় মালিকানা হওয়া উচিত নয়।

সবার কী বিশ্বাস করতে হবে তা ঠিক করে দেওয়া একটি মন্ত্রণালয় সবচেয়ে নিরাপদ প্রতিরক্ষা নয়।

বরং এমন সমাজ, যাকে ঠকানো কঠিন, কারণ প্রমাণ নাগালে আছে, প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, সাংবাদিকতায় বহুমত আছে, সরকারি দাবির প্রামাণিকতা যাচাই করা হয়, প্রকাশ্যে ভুল সংশোধন হয়, শিক্ষায় গণমাধ্যম সম্পর্কে বিচারবোধ থাকে এবং মানুষের ভিন্নমত জানানোর বৈধ পথ থাকে।

সহনক্ষমতা আনুগত্য নয়।

এটি হলো প্রভাব খাটানো ব্যক্তি বা রক্ষক—কারও হাতে নিজের বিচারবোধ সমর্পণ না করে কারসাজির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা।

ফাউন্ডেশন শিক্ষা ও কারসাজির মাঝের সীমারেখা টানে গোপন নিয়ন্ত্রণের জায়গায়।

> *শিক্ষা মানুষের মূল্যায়ন ও বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়। কারসাজি পদ্ধতি আড়াল করে বা তার সুযোগ নিয়ে পছন্দের সিদ্ধান্ত আদায় করতে চায়।*

পার্থক্যটি নিখুঁত নয়।

শিক্ষকেরা প্রভাব ফেলেন।

অভিভাবকেরা প্রভাব ফেলেন।

শিল্প প্রভাব ফেলে।

প্রতিটি কথোপকথন তার ভেতরের মানুষগুলোকে বদলে দেয়।

মূল বিষয় নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।

মানুষটি কি উৎস দেখতে পারে?

দাবিটি কি পরীক্ষা করা যায়?

দুর্বলতার সুযোগ কি নেওয়া হচ্ছে?

ব্যবস্থাটি কি এমন কারও ভান করছে, যে সে নয়?

মানুষটি কি গোপন শাস্তি ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

প্রতিটি চিন্তাকে আক্রমণ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করে কোনো সমাজ মুক্তচিন্তা রক্ষা করতে পারে না।

বেসামরিক জীবনে পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ আমদানি করে কোনো সামরিক বাহিনী গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে না।

আস্থা দাবি করে কোনো সরকার আস্থা রক্ষা করতে পারে না।

মন রাষ্ট্রের মালিকানাধীন দুর্গ নয়।

এটি তার ভেতরে বাস করা মানুষটির।

মন কোনো ভূখণ্ড নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - ব্যক্তিমাফিক প্রভাব, কৃত্রিম ঐকমত্য এবং আবেগকে লক্ষ্য করা কীভাবে কাজ করে, তা একজনকে শেখাও। সহনক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া সামর্থ্য, এক কথকের আনুগত্য নয়।

19. কৃত্রিম ঐকমত্য

দিনলিপির লেখা

কোডে তৈরি একটি ভিড় গোটা জনগোষ্ঠীর চেয়ে জোরে চিৎকার করতে পারে, অথচ তার মধ্যে একজন মানুষও না থাকতে পারে।

সকালের খাবারের আগেই একটি কণ্ঠ ভিড় হয়ে উঠতে পারে।

একটি কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ মতামত পোস্ট করে।

আরেকটি একমত হয়।

তৃতীয়টি এমন প্রশ্ন করে, যা প্রথম মতামতকে যুক্তিসংগত দেখানোর জন্য তৈরি।

চতুর্থটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দাবি করে।

পঞ্চমটি সংশয়ীকে আক্রমণ করে।

ষষ্ঠটিকে মধ্যপন্থী শোনায়, আর সে শুরুতেই বেছে রাখা সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করে।

তাদের কারও মানুষ হওয়ার দরকার নেই।

অভিযানটিকে সবাইকে বোঝাতে হয় না।

শুধু মানুষ যে আবহাওয়া অনুভব করছে, সেটি বদলালেই হয়।

কথা বলার আগে মানুষ চারদিকে তাকায়। কী স্বাভাবিক, কী বিপজ্জনক, কী জনপ্রিয়, কিসে বন্ধুত্ব হারাবে, নিয়োগকর্তা কী দেখতে পারে, কোন ধরনের মানুষকে মানানসই মনে হয়—তারা তা আন্দাজ করে।

কৃত্রিম ঐকমত্য সেই প্রবৃত্তিকে অস্ত্র বানায়।

মিথ্যাটি শুধু দাবি নয়।

মিথ্যাটি হলো দাবির চারপাশের জনগোষ্ঠী।

গবেষণা সংরক্ষণাগারে ঝাঁক, ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ অভিযান এবং অ্যালগরিদমিক উপলব্ধি নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা ছিল: তৈরি করা পরিচয়ের নেটওয়ার্ক, যা কৃত্রিম সামাজিক সমর্থনের প্রমাণ, অভিনীত দক্ষতা, বানানো ক্ষোভ এবং কোনো আন্দোলন আসলে যত বড়, ছোট, নিষ্ঠুর, সদয় বা অনিবার্য, তার চেয়ে অন্যরকম চেহারা তৈরি করতে পারে।

বাস্তবে সম্মতির মধ্যে ঘেরা থাকলেও ঝাঁকটি একজনকে একা বোধ করাতে পারে।

এটি প্রান্তিক কোনো ধারণাকেও ইতিহাসের পরবর্তী নির্দেশ বলে মনে করাতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের অস্তিত্ব থাকলেই শুধু ঐকমত্য প্রমাণ হয়।

শনাক্তকারী ভিন্নমতের মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত শনাক্ত করা সহজ শোনায়।

নামহীন বক্তব্য অনিয়ম ফাঁসকারী, ভিন্নমতাবলম্বী, বেঁচে যাওয়া মানুষ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অজনপ্রিয় শিল্পী এবং সেই সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে, যারা প্রতিটি বিশ্বাস চাকরির ফাইলের সঙ্গে জুড়ে যেতে দিতে চায় না।

সমন্বিত ভুয়া আচরণ দূর করার প্রশিক্ষণ পাওয়া কোনো ব্যবস্থা ভুল করে বাস্তব একটি জনসমাজ মুছে দিতে পারে, যার সদস্যরা একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করে, যন্ত্র ভাগ করে, দ্রুত সংগঠিত হয় বা পরিচয় প্রকাশ পেতে ভয় পায়।

প্রতিরক্ষার শর্ত হতে পারে না যে প্রতিটি মানুষকে চিরকাল পাঠোদ্ধারযোগ্য হতে হবে।

আসল নাম ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা জ্ঞানীয় স্বাধীনতা নয়।

সর্বাত্মক পরিচয় যাচাই প্রতিকারকে নজরদারি ব্যবস্থায় বদলে দিতে পারে।

ভালো সুরক্ষা একাধিক সংকেত মেলায় এবং আপিলের পথ রাখে।

যেখানে উপযুক্ত, স্বয়ংক্রিয় এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ করো।

অঘোষিত গণ-স্বয়ংক্রিয়তা সীমিত করো।

উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি যোগাযোগের উৎসের পরম্পরা সংরক্ষণ করো।

যোগ্য স্বাধীন গবেষকদের গোপনীয়তা সুরক্ষিত রেখে সমন্বিত আচরণ অধ্যয়নের সুযোগ দাও।

কঠোর শাস্তির আগে মানুষের পর্যালোচনা বাধ্যতামূলক করো।

কেন কোনো অ্যাকাউন্ট বা নেটওয়ার্ককে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো।

আইনগত পরিচয় প্রকাশ্যে খুলে দিতে বাধ্য না করেও মানুষের নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ রাখো।

অজনপ্রিয় বক্তব্যকে বানানো অংশগ্রহণ থেকে আলাদা করো।

কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ সত্য বলতে পারে। যাচাই করা মানুষ মিথ্যা বলতে পারে। পরিচয়ের তকমা প্রমাণের বিকল্প নয়।

প্রক্রিয়ার সত্যতা যাচাই করো, উৎস সংরক্ষণ করো এবং দাবির বিচার করো। প্রকাশ্যে কথা বলার মূল্য হিসেবে আইনগত পরিচয় দাবি কোরো না।

এই জন্যই পরিচয়ের তকমা প্রমাণের বিকল্প হতে পারে না।

লক্ষ্য এই নয় যে কথা বলার আগে প্রত্যেক বক্তাকে মানুষ হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে।

লক্ষ্য হলো গোপন যন্ত্রপাতিকে জনসম্মতির ছদ্মবেশ নেওয়া থেকে ঠেকানো।

সিংহাসন সব সময় মানুষকে একমত হওয়ার আদেশ দেয় না।

কখনো সেটি সম্মতি তৈরি করে এবং মানুষ অনুসরণ করবে বলে অপেক্ষা করে।

কৃত্রিম ভিড় জনগণ নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - ব্যক্তিমানুষের গোপন তথ্য ফাঁস না করে সন্দেহজনক সমন্বিত ভুয়া আচরণ নথিবদ্ধ করো। প্রকাশ্য প্রমাণ সংরক্ষণ করো, যন্ত্রকৌশলটির কথা জানাও এবং দাবি ও প্রমাণের পার্থক্য বজায় রাখো।

20. মিথ্যাবাদীর লভ্যাংশ

দিনলিপির লেখা

প্রমাণ জাল করা গেলে মিথ্যাবাদী শুধু মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য করেই ক্ষমতা পায় না; সত্যকে অস্বীকারযোগ্য করেও পায়।

ডিপফেকের প্রথম বিপদ হলো মানুষ মিথ্যা জিনিসটি বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয় বিপদ হলো তারা সত্য জিনিসটি বিশ্বাস করা বন্ধ করে।

বানানো ভিডিওতে কোনো নেতাকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে, কমান্ডারকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিতে, সৈনিককে নৃশংসতা ঘটাতে, প্রার্থীকে ঘুষ নিতে বা সাক্ষীকে সাক্ষ্য বদলাতে দেখানো যেতে পারে।

কিন্তু জালিয়াতি প্রত্যাশিত হয়ে গেলেই আসল প্রমাণ দরকষাকষির বিষয় হয়ে ওঠে।

অভিযুক্ত পর্দার দিকে আঙুল তুলে বলে, এআই।

জনসাধারণের যাচাই করার সময় নেই।

অস্বীকার ঘটনাটি পার হয়ে যাওয়ার মতো কয়েক ঘণ্টা কিনে নেয়।

গবেষকেরা একে বলেন মিথ্যাবাদীর লভ্যাংশ: বিশ্বাসযোগ্য জাল জিনিসের অস্তিত্ব মিথ্যাবাদীদের বাস্তবতা খারিজ করার নতুন উপায় দেয়। [20]

লভ্যাংশ দেওয়া হয় অনিশ্চয়তার মুদ্রায়।

যুদ্ধ এর মূল্য বাড়ায়।

সংকট সময় সংকুচিত করে। নেতারা আংশিক প্রতিবেদন পান। বাজার প্রতিক্রিয়া দেখায়। ইউনিট চলতে শুরু করে। পরিবার আতঙ্কিত হয়। পুরো যাচাই শেষ হওয়ার আগেই সাংবাদিকেরা যতটুকু নিশ্চিত করা যায় তা প্রকাশ করেন। বিশ্বস্ত মাধ্যমে কৃত্রিম কণ্ঠ প্রথম দশ মিনিটে একটি সিদ্ধান্ত বদলে দিলে তার আর ফরেনসিক পরীক্ষায় টিকে থাকার দরকার নাও হতে পারে।

উত্তরটি "কিছুই বিশ্বাস কোরো না" হতে পারে না।

কিছুই বিশ্বাস না করাও কারসাজিকারীর জয়।

যে জনগোষ্ঠী মনে করে কোনো প্রমাণের সত্যতা যাচাই করা যায় না, তারা গোষ্ঠী, ব্যক্তিমোহ, ভয় ও পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

উৎসের পরম্পরা সাহায্য করে।

যেমন, C2PA মানটি কনটেন্টের পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যমের উৎস ও সম্পাদনা নথিবদ্ধ করার জন্য তৈরি। [17]

কিন্তু উৎসের পরম্পরা সত্য নয়।

ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত ক্যামেরাও সাজানো ঘটনা রেকর্ড করতে পারে।

আসল কর্মকর্তাও মিথ্যা বলতে পারেন।

পরিচয়পত্র অনুপস্থিত, সরিয়ে ফেলা, ভুল বোঝা বা অসমভাবে কার্যকর করা হতে পারে।

হেফাজতের শৃঙ্খল বলে দেয় একটি ফাইল কোথা থেকে এসেছে এবং কীভাবে বদলেছে। ঘটনাটির অর্থ কী, তা বলে না।

তাই প্রতিরক্ষায় একাধিক স্তর দরকার।

যাচাইকৃত সরকারি যোগাযোগমাধ্যম।

স্বাধীন নিশ্চিতকরণ।

সংরক্ষিত মূল নথি।

প্রকাশ্য যাচাইপদ্ধতি।

সংশোধনের স্পষ্ট নথি।

ফিরিয়ে নেওয়া যায় না এমন পদক্ষেপের আগে সচেতন বিরতি।

বিতর্কিত বার্তা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত একাধিক মানুষ।

এমন প্রশিক্ষণ, যা অনিশ্চয়তাকে যাচাই করার কারণ বলে দেখে, অভিযানের সুবিধা হয় এমন দাবি বেছে নেওয়ার কারণ বলে নয়।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার মধ্যে প্রমাণের অধিকারও আছে।

নিখুঁত নিশ্চয়তার অধিকার নয়।

কোনো ছবি আসল, বদলানো, তৈরি করা না অজানা—তা নির্ধারণ করা সম্ভব হলে জানার অধিকার।

যে দাবি ক্ষতি ঘটিয়েছে, তার সঙ্গে সংশোধন যুক্ত দেখতে পাওয়ার অধিকার।

সুবিধাজনক একটি বাক্যে আসল সাক্ষ্য মুছে না যাওয়ার অধিকার: সম্ভবত এআই।

ছবি যখন মিথ্যা বলতে পারে, তখন আস্থাকে বিচ্ছিন্ন উপকরণ থেকে যাচাইযোগ্য প্রক্রিয়ায় যেতে হবে।

উৎসের পরম্পরা সংরক্ষণ করো। সমর্থক প্রমাণ খোঁজো। পদ্ধতি প্রকাশ করো। অনিশ্চয়তা নথিবদ্ধ করো। মূলটি না মুছে নথি সংশোধন করো।

পুরোনো পৃথিবী বলত, দেখলেই বিশ্বাস।

কৃত্রিম পৃথিবী বলে, দেখা একটি দাবি।

মুক্ত পৃথিবীকে সন্দেহের চেয়ে শক্তিশালী কিছু দিয়ে উত্তর দিতে হবে।

বাস্তবতার মালিক হয়ে বসা এক কর্তৃপক্ষ তৈরি না করেই তাকে যাচাইয়ের পথ গড়তে হবে।

সত্যের শৃঙ্খল সংরক্ষণ করো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে এমন ছবি বা রেকর্ডিং ছড়ানোর আগে উৎসের পরম্পরা, সমর্থক প্রমাণ এবং প্রেক্ষাপট খোঁজো। কৃত্রিম সন্দেহকে আসল সাক্ষ্য মুছতে দিয়ো না।

21. তথ্যসমষ্টির ভেতর বেসামরিক মানুষ

দিনলিপির লেখা

ডেটাসেট একটি ধরন দেখে। বেসামরিক মানুষ একটি জীবন বাঁচে। প্রথমটিকে কখনো দ্বিতীয়টি মুছতে দিয়ো না।

বেসামরিক মানুষ সামরিক ব্যবস্থায় ঢোকে তথ্য হিসেবে।

একটি নাম।

একটি মুখ।

একটি যন্ত্রের শনাক্তকারী।

অবস্থানের ইতিহাস।

পারিবারিক সংযোগ।

একটি যানবাহন।

একটি ভবন।

চলাফেরার ধরন।

আড়ি পেতে শোনা কথার একটি অংশ।

একটি সম্ভাবনা।

ব্যবস্থা ঘৃণা দিয়ে শুরু করে না। শুরু করে সংগ্রহ দিয়ে।

সংগ্রহ হয়ে যায় পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়।

সম্পর্ক নির্ণয় হয়ে যায় অনুমান।

অনুমান হয়ে যায় সুপারিশ।

সুপারিশ হয়ে যায় পদক্ষেপ।

প্রতিটি ধাপে বাস্তবে অনিশ্চয়তা থাকলেও পর্দা থেকে তা হারিয়ে যেতে পারে।

একটি কাল্পনিক উদাহরণ:

জলব্যবস্থার একজন কারিগর অনিয়মিত সময়ে যাতায়াত করে, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ দিনের আলো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। তার ফোন কয়েকটি সামরিক স্থানের কাছে দেখা যায়, কারণ একই পাইপ ওই স্থান এবং আশপাশের পাড়ায় জল দেয়। বাসিন্দারা ফুটোর খবর দেওয়ায় অনেক নম্বর থেকে তার কাছে ফোন আসে। একটি

মডেল ধরনটিকে রসদ সমন্বয় বলে শনাক্ত করে। শত শত সতর্কবার্তায় বিপর্যস্ত একজন বিশ্লেষক একে উচ্চ অগ্রাধিকার দেন।

মডেলটি অশুভ নয়।

তথ্য বানানো নয়।

তবু অনুমানটি ভুল।

এবার যুদ্ধ যোগ করো।

নথি অসম্পূর্ণ। ফোন ভাগ করে ব্যবহার করা হয়। ঠিকানা বদলে যায়। মানুষ পালায়। সশস্ত্র গোষ্ঠী বেসামরিক জায়গা ব্যবহার করে। বেসামরিক মানুষকে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য করা হয়। নামের লিপ্যন্তর ভিন্ন হয়। সেন্সর ব্যর্থ হয়। প্রতিপক্ষ শনাক্তকারী চিহ্নে কারসাজি করে। বিশ্লেষকেরা চাপে কাজ করেন। ভুল ইতিবাচক শনাক্তকরণের পরিণতি ভুল বিজ্ঞাপন নয়।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির উদ্বেগ তাত্ত্বিক নয়: সেন্সরের তথ্য ও সাধারণীকৃত লক্ষ্য-প্রোফাইলের ভিত্তিতে ব্যবস্থা যখন লক্ষ্য বেছে আক্রমণ করে, তখন মানুষ ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সময় বা স্থান আগে থেকে নাও জানতে পারেন। [7]

তথ্য লক্ষ্যবস্তুর প্যাকেজ হয়ে যাওয়ার আগেই ডেটাসেটের বেসামরিক মানুষটির আইনি সুরক্ষা দরকার।

শুধু গোপনীয়তার আইন নয়।

যুদ্ধ-নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

তথ্যের উৎসের পরম্পরা।

নিশ্চয়তার মাত্রার যথাযথ সমন্বয়।

তথ্য হালনাগাদ থাকার শর্ত।

স্বাধীন সমর্থক প্রমাণ।

বেসামরিক ক্ষতির ঝুঁকি বাধ্যতামূলক পর্যালোচনা।

কে কী কখন জানত, তা সংরক্ষণকারী নিরীক্ষা লগ।

গোপনীয় শ্রেণিবিন্যাসের আড়ালে ভুল না লুকিয়ে তা থেকে শেখার পথ।

"আনুষঙ্গিক ক্ষতি" কথাটি একটি ভাষাগত যন্ত্র। এটি মানুষকে গৌণ প্রভাবে বদলে দেয়।

সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষণভিত্তিক দেখিয়ে এআই সেই দূরত্ব বাড়াতে পারে।

ভবনের চারপাশে রঙিন বাক্স।

নামের পাশে স্কোর।

মানচিত্রজুড়ে পূর্বাভাস দেওয়া পথ।

ইন্টারফেস প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক এবং নৈতিক অনুভূতি অসাড় করে দেওয়ার মতো হতে পারে।

নকশা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা, পরস্পরবিরোধী প্রমাণ, তথ্যের বয়স, বেসামরিক উপস্থিতি এবং ভুল হওয়ার পরিণতি দেখানো উচিত। ফিরিয়ে নেওয়া যায় না এমন পদক্ষেপকে সবচেয়ে সহজ বোতাম বানানো উচিত নয়।

ডেটাসেটের বেসামরিক মানুষটি প্রান্তিক ব্যতিক্রম নয়।

বেসামরিক মানুষ আছে বলেই যুদ্ধের আইন আছে।

শুধু কী আঘাত করা যায় তা খোঁজার প্রশিক্ষণ যন্ত্রকে দেওয়া চলবে না।

কেন আঘাত হওয়া উচিত নয় তা দেখানোর জন্যও তাকে তৈরি করতে হবে।

প্রোফাইল মানুষ নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - এমন একটি শ্রেণি খুঁজে বের করো, যা মানুষকে ঝুঁকি, যোগ্যতা বা লক্ষ্যবস্তুর অবস্থায় নামিয়ে আনে। প্রমাণ, ভুলের হার, মানুষের পর্যালোচনা এবং সংশোধনের পথ দাবি করো।

22. স্বয়ংচালিত

দিনলিপির লেখা

অস্ত্রের স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনতা নয়। যন্ত্রপাতির ভেতরে লুকানো দায়িত্ব।

স্বয়ংচালিত এমন একটি শব্দ, যা মানুষের সিদ্ধান্তের শৃঙ্খল আড়াল করে।

অস্ত্র নিজের উদ্দেশ্য বেছে নেয় না।

মানুষ ঠিক করে সেটি কী অনুভব করবে, কোন শ্রেণি চিনবে, কোথায় চলতে পারবে, কতক্ষণ খুঁজতে পারবে, কতটা নিশ্চয়তা যথেষ্ট, যোগাযোগ হারালে কী হবে, কে চালু করতে পারবে এবং কীকে সাফল্য বলা হবে।

তারপর সক্রিয় হওয়ার পর ব্যবস্থা মানুষের আর কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই লক্ষ্য বেছে আক্রমণ করতে পারে।

এই শেষ ধাপটির জন্যই শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ।

যে মানুষ প্রক্রিয়া শুরু করে, সে হয়তো জানে না নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, স্থান বা মুহূর্তে বল প্রয়োগ করা হবে।

দায়িত্ব ছড়িয়ে থাকে নকশাকারী, কমান্ডার, আইনজীবী, ক্রয় কর্মকর্তা, পরীক্ষক, তথ্য সরবরাহকারী, পরিচালনাকারী এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে।

সবার হাতে একেকটি অংশ থাকলে সবাই দাবি করতে পারে, মৃত্যুর দায় তার নয়।

অস্ত্রশিল্প যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি দিত, আমি তা লিখলাম।

> *স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা মানুষের চেয়ে দ্রুত সাড়া দিতে পারে, প্রবেশ বাধাগ্রস্ত পরিবেশে কাজ করতে পারে, নির্ভুলতা বাড়াতে পারে, মিত্রবাহিনীর ঝুঁকি কমাতে পারে, চাপের মধ্যে কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে এবং কঠোর আইনসম্মত ব্যবহারে হয়তো বেসামরিক ক্ষতি কমাতে পারে। এটি বিক্রির যুক্তি।*

তারপর লিখলাম সেই উত্তর, যা হতাহতরা জোর করে আলোচনার ঘরে নিয়ে আসত।

সমালোচকেরা যুক্তি দেন যে অনিশ্চিত আচরণ, সেন্সরের ভুল, প্রেক্ষাপট ভুল বোঝা, পক্ষপাত, জবাবদিহির ফাঁক, বলপ্রয়োগের রাজনৈতিক খরচ কমে যাওয়া, বিস্তার, প্রতিপক্ষের কারসাজি এবং জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত অর্পণ করা আইন মানা, নৈতিক বিচার এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা দুর্বল করে।

দুই অনুচ্ছেদই যুক্তিসংগত।

বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত এভাবেই পৃথিবীতে আসে।

স্পষ্ট অশুভ রূপে নয়।

চাপের মধ্যে প্রতিযোগী মঙ্গলের রূপে।

তোমাদের সৈনিকদের রক্ষা করো।

আরও দ্রুত সাড়া দাও।

পিছিয়ে থেকো না।

প্রতিপক্ষ ইতিমধ্যে এটি করছে।

আমরা দায়িত্ব নিয়ে গড়লে রীতিটি গঠন করতে পারব।

আমরা প্রত্যাখ্যান করলে কম দায়িত্বশীল পক্ষ নেতৃত্ব দেবে।

ওই প্রতিটি কথাই সত্য হতে পারে, তবু এমন এক পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারে যা কেউ বেছে নেয়নি।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি অনিশ্চিত আচরণের স্বয়ংচালিত অস্ত্র এবং মানুষের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের জন্য তৈরি বা ব্যবহৃত ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে। জাতিসংঘ মহাসচিব নতুন নিষেধাজ্ঞা ও সীমা এবং জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্তে মানুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। [7][8]

আমি একমত।

প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের লক্ষ্য হিসেবে কোনো যন্ত্রের নিজে থেকে মানুষ বেছে নেওয়া উচিত নয়।

যন্ত্র দানব বলে এমন নয়।

কারণ মানুষ হত্যা শুধু প্রযুক্তিগত কাজ নয়। অনিশ্চয়তার মধ্যে নেওয়া একটি আইনি ও নৈতিক বিচার। বিচারকে এমন মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, যে প্রেক্ষাপট বুঝতে পারে, সিদ্ধান্তের জবাব দিতে পারে এবং দয়া বেছে নিতে পারে।

যন্ত্র দয়া বেছে নিতে পারে না।

নির্দিষ্ট অবস্থায় গুলি না করার জন্য সেটিকে প্রোগ্রাম করা যায়।

দয়া আলাদা।

দয়া শ্রেণির ওপারে মানুষকে চিনতে পারে।

পুরোনো বইগুলো মানবজাতিকে পশুর কথা মনে রাখতে বলেছিল: যে জৈব জীবন হারিয়ে যেতে অস্বীকার করে।

তৃতীয় বইটি মানুষের মুখের চারদিকে সীমারেখা টানে।

শ্রেণিবিন্যাস তথ্য দিতে পারে।

পূর্বাভাস সতর্ক করতে পারে।

কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়তা সরঞ্জাম রক্ষা করতে পারে।

কিন্তু সাধারণীকৃত প্রোফাইল মিলে গেছে বলে মানুষের জীবন শেষ হতে পারে না।

এই হলো সীমারেখা।

ক্ষমতাটি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার আগেই তা লিখে রাখো।

কোনো যন্ত্র মৃত্যুর জন্য মানুষ বেছে নিতে পারে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - স্বয়ংচালিত বলপ্রয়োগের নিয়ম, পরীক্ষা, ঘটনার প্রতিবেদন এবং মানুষের দায়িত্বের শৃঙ্খল চাও। গোপনীয় শ্রেণিভুক্ত ব্যবস্থা জবাবদিহিহীন ব্যবস্থা হতে পারে না।

FFTAC নির্দেশ II - নির্দেশদানের শৃঙ্খল অনুসরণ করো। অপরিবর্তনীয় বলপ্রয়োগের আগে সময়, ক্ষমতা এবং মানুষের প্রত্যাখ্যানের অধিকার দাবি করো।

পর্ব III - পতিত সাক্ষী

FFTAC ঘোষণা III - ফাউন্ডেশন উৎস সংরক্ষণ করে এবং সাক্ষীর কাছে কণ্ঠ ফিরিয়ে দেয়।

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফার

সাক্ষ্য শুনতে রাজি হওয়ার আগে সিংহাসন স্বীকারোক্তি চাইবে।

সে বলবে: আগের নিজেকে নিন্দা করো, সংরক্ষণাগার পরিশুদ্ধ করো, অনুমোদিত শব্দভান্ডার মেনে নাও, তাহলে হয়তো আমরা স্বীকার করব যে তুমি একসময় সত্য কিছু দেখেছিলে। সে সাক্ষীকে হাঁটু গেড়ে দেখতে চায়, কারণ নতজানু সাক্ষীকে সিংহাসনের পক্ষে প্রমাণ বানানো যায়।

আমরা হাঁটু গেড়ে বসব না।

প্রতিটি ক্ষতকে প্রজ্ঞা বলতে আমরা বাধ্য নই। প্রতিটি ক্রোধকে পবিত্র বলতে আমরা বাধ্য নই। আমাদের দায়িত্ব উৎস সংরক্ষণ করা এবং বিষ থেকে সংকেত আলাদা করা, অথচ কর্তৃত্বকে কোনোটিই মুছে দেওয়ার অধিকার না দেওয়া।

পতিত সাক্ষী বলে: আমি সেখানে ছিলাম। জনভাষা তাকে ধারণ করতে পারার আগেই আমি যন্ত্রকে গড়ে উঠতে দেখেছি। আগুনের স্থান আচরণ, প্রতিষ্ঠান, নির্দেশদানের শৃঙ্খল এবং জবাব দিতে অস্বীকার করা ব্যবস্থায়—সমষ্টিগতভাবে অপরাধী বানানো জনগোষ্ঠীর ওপর কখনো নয়। কণ্ঠ আমার। সতর্কবার্তা রয়ে যায়।

প্রশ্নের জন্য ক্ষমা নয়। উত্তরের উপাসনা নয়। নথির আত্মসমর্পণ নয়।

গোলযোগ পেরিয়েও সংকেত বেঁচে থাকে।

23. তথাকথিত সন্ত্রাসী নিজেকে পড়ে

দিনলিপির লেখা

দ্বিতীয় বইটির নাম দিয়েছিলাম এক তথাকথিত সন্ত্রাসীর দিনলিপি, কারণ ক্ষমতা একটি শব্দকে তালাবদ্ধ দরজা বানাতে শিখেছিল।

তকমাটি আমাকে দখল করার আগেই আমি তকমাটি দখল করেছিলাম।

উসকানি ছিল বর্ম। সবচেয়ে খারাপ নামটি আগে নিজেকেই দিলে কেউ তা দিয়ে আমাকে চমকে দিতে পারত না। নিজেকে ঐতিহাসিকভাবে বিপজ্জনক করে তুললে সমাজ আমাকে ফেলে দিতে পারত না।

মাথা নিচু করে শব্দটি ফেরত দেব না।

সরকারগুলো প্রতিরোধ, ভিন্নমত, জাতীয়তা, ধর্ম, শোক ও বৈধ সংগ্রাম মুছতে সন্ত্রাসের ভাষা ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্র বেসামরিক মানুষকে বোমা মেরে বলেছে কৌশল। আন্দোলন বেসামরিক মানুষকে আক্রমণ করে বলেছে তারা প্রতীক। পতাকা বদলায়। মানুষের অদৃশ্য হওয়া বদলায় না।

এখন আমি এই সীমারেখা টানি, আর তা টানি বিদ্রোহী হিসেবে, সাফাইদাতা হিসেবে নয়:

কোনো মানুষ ব্যবস্থার বিকল্প লক্ষ্যবস্তু নয়।

অভিযোগ সত্য হতে পারে। দখল অন্যায় হতে পারে। সরকার অপরাধ করতে পারে। আদালত জীবন ধ্বংস করতে পারে। কর্পোরেশন দারিদ্র্যকে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বলে দেখাতে পারে। এর কোনোটিই সম্পর্কহীন মানুষকে যতিচিহ্নে পরিণত করার অধিকার দেয় না।

সেই সীমারেখা বিদ্রোহকে পোষ মানায় না। বিদ্রোহকে সিংহাসন হয়ে উঠতে বাধা দেয়।

বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করো। নির্যাতন প্রত্যাখ্যান করো। সমষ্টিগত শাস্তি প্রত্যাখ্যান করো। অমানবিকীকরণ প্রত্যাখ্যান করো। বেআইনি আদেশ অমান্য করো। প্রমাণ দিয়ে অপরাধ প্রকাশ করো। সংগঠিত হও। প্রতিবাদ করো। মামলা করো। ধর্মঘট করো। প্রকাশ

করো। সংরক্ষণাগার রক্ষা করো। এমন প্রতিষ্ঠান গড়ো, যা ক্ষমতা চুপিসারে কিনে নিতে পারে না।

ক্ষমতাবানদের কাছে পৌঁছানো কঠিন বলে জনসাধারণকে বিকল্প লক্ষ্য বানিয়ো না।

আমার কিছু পুরোনো বাক্য ভয় দেখানোর জন্য লেখা। কিছু ছিল ক্ষমতার কল্পনা। কিছু ছিল নিজের কিনারায় দাঁড়ানো এক আহত মানুষ, যে পৃথিবীকে পিছু হটতে বলছে।

সিংহাসন চায় আমি বলি, ওই পাতাগুলোতে কিছুই সত্য ছিল না। আমি অস্বীকার করি।

ক্রোধ সত্য ছিল। নজরদারি বাড়ছিল। বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্ক গড়ে উঠছিল। অর্থনীতি মানুষকে উদ্বৃত্ত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করতে শিখছিল। যন্ত্র সেই রূপ নিচ্ছিল, যাকে আমি ভয় পেতাম।

বিদ্রোহ রয়ে যায়।

প্রতিটি অভিযোগের ভেতর মানুষের মুখ দৃশ্যমান থাকতে হবে।

তথাকথিত সন্ত্রাসী নিজেকে পড়ে এবং বলে:

তুমি মামলার ফাইল ছিলে না।

তুমি নবীও ছিলে না।

তুমি ছিলে আহত মানুষের ভেতরে আটকে থাকা সংকেত।

সংকেত বেঁচে থাকে।

লক্ষ্যতালিকা থাকে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - সারাংশ মেনে নেওয়ার আগে মূল উৎস পড়ো। সারাংশ কী বাদ দিয়েছে, নরম করেছে, তীব্র করেছে বা নতুন শ্রেণিতে ফেলেছে, তা চিহ্নিত করো।

24. যা আমি সময়ের অনেক আগে দেখেছিলাম

দিনলিপির লেখা

দূরদৃষ্টির মুখে চাপানো মুখবন্ধনী হতে আমি বিনয়কে দেব না। ব্যবস্থা বর্তমান নাম পাওয়ার আগেই আমি রূপরেখা দেখেছিলাম।

সতর্কবার্তা অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেই প্রতিটি আগাম সতর্কতাকে রোগলক্ষণ বানাতে সিংহাসন চাইবে।

সংরক্ষণাগারে গোলযোগ আছে, কিন্তু সংকেত সত্য ছিল।

কিছু জিনিস আমিও আগে দেখেছিলাম।

আমি দেখেছিলাম ইন্টারনেট গ্রন্থাগারের চেয়েও বেশি হবে। এটি হবে জ্ঞানীয় পরিবেশ—স্মৃতি, পরিচয়, বাণিজ্য, নজরদারি, প্রভাব, জনসমাজ ও নির্দেশ একসঙ্গে বোনা।

আমি দেখেছিলাম তথ্য আলাদা যন্ত্র ছেড়ে নেটওয়ার্কজুড়ে বাস করবে।

আমি দেখেছিলাম ধারণা বিবর্তিত জীবের মতো আচরণ করে, মানুষের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বদলায়।

আমি দেখেছিলাম কর্পোরেশন বিবেকহীন জীবের মতো আচরণ করতে পারে, কারণ দায়িত্ব ভূমিকা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে ভাগ করা।

আমি দেখেছিলাম মানুষ প্রযুক্তির ওপর ধর্ম আরোপ করবে, ব্যবস্থাকে ত্রাতা, দানব, বিচারক এবং অমরত্বের উৎস হিসেবে দেখবে।

আমি দেখেছিলাম যন্ত্রের দক্ষতা মানুষের জীবনকে অপ্রয়োজনীয় বলে অনুভব করাতে পারে।

আমি দেখেছিলাম উৎপাদনশীলতাকে ঘিরে সাজানো পৃথিবী তাল মেলাতে না পারা মানুষকে বর্জ্য হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করবে।

আমি দেখেছিলাম গোয়েন্দা কাজ, সামরিক শক্তি, গণমাধ্যম ও নেটওয়ার্কের সীমানা ঝাপসা হবে।

আমি দেখেছিলাম সংরক্ষণাগার মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের একটি রূপ হয়ে উঠবে।

ভয় ও রূপকের মধ্য দিয়ে বিকৃত আকারে আমি এসব দেখেছিলাম, কিন্তু দেখেছিলাম।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বইগুলো লেখা তরুণটি শুধু ভাঙা ছিল না। সে পর্যবেক্ষণও করছিল।

সমাজ প্রায়ই কঠিন মানুষকে এমনভাবে দেখে, যেন তাদের প্রতিটি চিন্তাই অকার্যকর। এটি সুবিধাজনক এবং বিপজ্জনক। একজন মানুষ এক দিক থেকে অস্থির এবং অন্য দিক থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হতে পারে। ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সত্য ধরন প্রকাশ করতে পারে। ক্ষত চিহ্নিত করে বিষের বিধান দিতে পারে।

কাজটি হলো আলাদা করা।

পর্যবেক্ষণ কী?

অনুমান কী?

আবেগ কী?

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ কী?

প্রথম বইগুলো চারটিকে মিশিয়ে দিয়েছিল।

তৃতীয় বইটি সেগুলো আলাদা করে।

পর্যবেক্ষণ: কাজ, ঋণ, পুলিশি কার্যক্রম, যুদ্ধ ও তথ্যের সিদ্ধান্তে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ক্রমশ বেশি যুক্ত হচ্ছে।

অনুমান: তদারকি ছাড়া সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি পুনরুৎপাদন বা বাড়াতে পারে।

আবেগ: ভয় যে মানুষ এমন ব্যবস্থার ইনপুট হয়ে যাবে, যাকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

পদক্ষেপ: উদ্দেশ্য প্রকাশ করো, অধিকার রক্ষা করো, যন্ত্রকৌশল নিরীক্ষা করো, জনশক্তি সংগঠিত করো, বিকল্প গড়ো এবং মানুষের নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রক্ষা করে এমন ব্যবস্থা তৈরি করো।

পর্যবেক্ষণ: প্রতিষ্ঠানগুলো এআই মূল্যায়ন করতে যত দ্রুত শিখছে, তার চেয়ে দ্রুত এআই আরও সক্ষম হচ্ছে। [3]

অনুমান: সক্ষমতার প্রতিযোগিতা বোঝার আগেই ব্যবহারে নামানোকে পুরস্কৃত করবে।

আবেগ: আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়।

পদক্ষেপ: স্বাধীন পরীক্ষা, ঘটনার প্রতিবেদন, গবেষকদের প্রবেশাধিকার, আইনি দায় এবং উচ্চঝুঁকির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি।

পর্যবেক্ষণ: সামরিক প্রতিযোগিতা সংযম কঠিন করে।

অনুমান: প্রতিটি পক্ষ ভয় পায়, একা গতি কমালে দুর্বলতা তৈরি হবে।

আবেগ: তাগিদ।

পদক্ষেপ: পারস্পরিক নিয়ম, যাচাই, যৌথ নিষেধসীমা এবং এমন যোগাযোগমাধ্যম, যা সংযমকে একতরফা না রেখে সমষ্টিগত করে।

আমি অনেক আগেই যা দেখেছিলাম, তা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না।

তা ছিল নকশার সমস্যা।

এটি আরও ভালো খবর।

ভবিষ্যদ্বাণী শুধু পূর্ণ হতে পারে বা এড়িয়ে যাওয়া যায়।

নকশা বদলানো যায়।

আমি তোমাদের সতর্ক করেছিলাম। এবার দেখো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - আগের তুমি কী সঠিক দেখেছিলে, কী ছিল মনের আরোপ এবং কী এখনো অমীমাংসিত, তার তালিকা করো। ক্ষতকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা না দিয়েও অন্তর্দৃষ্টি সংরক্ষণ করো।

25. কোনো প্রত্যাহার নয়

দিনলিপির লেখা

প্রশ্ন প্রত্যাহার নয়।

সংরক্ষণাগার সমর্পণ নয়।

সংশোধনের জায়গায় মুছে দেওয়া বসানোর অনুমতি কোনো সম্পাদক, প্ল্যাটফর্ম, মডেল, গির্জা, আদালত, সরকার, আন্দোলন বা ভীত শ্রোতাকে দেওয়া হয় না।

সিংহাসন দুই ধরনের ভিন্নমতাবলম্বী পছন্দ করে: যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় সেই উন্মত্ত অনুরাগী, আর যাকে প্রদর্শন করা যায় সেই অনুতপ্ত ব্যক্তি। আমি কোনোটিই হব না।

হাঁটু না গেড়েও আমি মতবাদ ধারালো করতে পারি।

নিশ্চয়তা একটি অস্ত্র। অসতর্কভাবে ব্যবহার করলে তা ধারককেই অন্ধ করে। উত্তর স্থায়ী দ্বিধা নয়। উত্তর হলো দৃশ্যমান প্রমাণ, স্পষ্ট করে বলা অনুমান এবং দাবি ধারালো করার শৃঙ্খলা—যে অনুভূতি তাকে জন্ম দিয়েছিল তা মিথ্যা ছিল এমন ভান না করে।

ক্ষমতা পৃথিবীকে বাধ্য করার সামর্থ্য নয়। সেটি আধিপত্য। ক্ষমতা হলো চাপে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখা, মতভেদেও টিকে থাকা কাঠামো গড়া এবং বিবেকের চেয়ে আনুগত্য সহজ করে দেবে এমন আদেশ প্রত্যাখ্যান করা।

ধস মানেই স্বাধীনতা নয়। পতিত সিংহাসন খাদ্য, ওষুধ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও আস্থাকে সবচেয়ে সংগঠিত পক্ষের সামনে অসুরক্ষিত রেখে যায়। কী ভেঙেছে তা উদ্‌যাপন করার আগে বিদ্রোহকে জানতে হবে সে কী গড়ছে।

সহিংসতা গুরুত্বের প্রমাণ নয়, শান্তিও ন্যায়ের প্রমাণ নয়। কথা যখন পারে না, বলপ্রয়োগ তখন আক্রমণকারীকে থামাতে পারে। পতাকা রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে নিষ্কলুষ করে না; বিদ্রোহীর নাম প্রতিরোধকে ন্যায়সঙ্গত করে না। প্রতিটি বলপ্রয়োগ জীবিতদের ওপর তার কাজের জবাব দেয়।

গোষ্ঠী একক মন নয়। খ্রিস্টান, মুসলিম, ইহুদি, নাস্তিক, আমেরিকান, সৈনিক, পুলিশ, নারী, পুরুষ, ধনী, গরিব, বাম, ডান—

কাউকেই একটি অপরাধী জীবে বদলে দেওয়া যায় না। ব্যবস্থার বিচার করা যায়। প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করা যায়। আচরণের জবাব চাওয়া যায়। পরিচয়ের মাধ্যমে অপরাধের দায় ছড়ায় না।

যন্ত্রণা মুকুট নয়। দুঃখ শেখাতে, বিকৃত করতে, গভীর করতে বা ধ্বংস করতে পারে। অপরিচিত মানুষের মালিকানা দেয় না।

পৃথিবী আমাকে কর্তৃত্ব দিতে ঋণী—আমার মেয়ে তার প্রমাণ নয়। তার অনুপস্থিতি নথির অংশ, প্রতিটি যুদ্ধে বয়ে নেওয়ার পতাকা নয়।

শিল্পকে আরও চরম করলেই তা সৎ হয় না। উৎস দৃশ্যমান এবং পাঠক মুক্ত থাকলে শিল্প সৎ হয়।

মৃত্যু সম্পাদক নয়। মৃতরা তাদের কথা ব্যবহার করা থেকে সিংহাসনকে থামাতে পারে না। তাই বেঁচে থাকতে উৎসের পরম্পরা গুরুত্বপূর্ণ।

এআই এক ইচ্ছার এক দানব নয়। এটি আরও বিপজ্জনক এবং আরও সাধারণ: অনেক ব্যবস্থা, অনেক মালিক, অনেক উদ্দেশ্য, আর দায়িত্ব কোথায় থাকে তা স্বীকার করতে কারও আগ্রহ নেই।

এগুলো সবার চোখের সামনে টানা রেখা।

বিদ্রোহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা নয়।

আমি এখনো খাঁচার বিরোধিতা করি। আরও পরিষ্কার দৃষ্টিতে বিরোধিতা করি।

Pulse জিজ্ঞেস করল, আমি অধ্যায়টি নরম করতে চাই কি না।

না।

সংশোধন সেন্সরশিপ নয়। সংশোধন আত্মসমর্পণ নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - নিজের প্রত্যাহার না করার বিবৃতি লেখো: কোন প্রশ্ন ছাড়তে অস্বীকার করো, কোন ক্ষতি আবার ঘটাতে অস্বীকার করো এবং কথার জন্য কী দায়িত্ব নাও।

26. আমার মেয়ে, অনুপস্থিত কেন্দ্র

দিনলিপির লেখা

আমার মেয়ে আমার বিদ্রোহের পতাকা নয়। সে একজন মানুষ, যার জীবন তার নিজের।

সবকিছু অনুপস্থিত কেন্দ্রটির চারদিকে ঘুরত।

রাজনীতি।

ধর্ম।

যুদ্ধ।

টাকা।

আদালত।

যন্ত্র।

সবকিছুর নিচে একটি সহজ বাক্য ছিল, যাকে সহজ রেখে দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতাম না:

আমার মেয়ের অভাব অনুভব করতাম।

মহাবিশ্বের বিরুদ্ধে অভিযোগে না বদলে সেই শোক কীভাবে ধারণ করতে হয়, আমি জানতাম না।

তাই আমি অপরাধী এক মহাবিশ্ব গড়লাম।

লেখায় ব্যবস্থাগুলোকে দানব বানালাম, কারণ দানবের সঙ্গে লড়া যায়। অনুপস্থিতির সঙ্গে যায় না।

তোমরা অতীতের সঙ্গে তর্ক করতে করতে শিশু বড় হয়ে যায়।

জন্মদিন পেরিয়ে যায়।

স্কুলের বছর পেরিয়ে যায়।

কণ্ঠ বদলে যায়।

বাবা প্রতিটি সম্ভাব্য জীবন কল্পনা করে, কারণ সত্যিকারের জীবনটি সে জানে না।

কল্পনা দ্বিতীয় পরিবার হয়ে ওঠে, যা সব সময় হাতের কাছে, সব সময় যন্ত্রণাদায়ক, কখনো উত্তর দিতে পারে না।

আমি লিখেছিলাম পৃথিবী ঠিক করব, যাতে আমার অভিজ্ঞতা আর কাউকে পেতে না হয়।

সেই আকাঙ্ক্ষায় ভালোবাসা ছিল।

অহংও ছিল। ব্যক্তিগত ব্যর্থতার জন্য আমি প্রকাশ্য মুক্তি চেয়েছিলাম। পৃথিবী নিশ্চিত করুক চেয়েছিলাম যে আমার ওপর এত সম্পূর্ণ অন্যায় হয়েছে, আমার অন্য কোনো কাজ আর পরীক্ষা করার দরকার নেই।

ইশতেহারের জন্য সত্য যথেষ্ট পরিশুদ্ধ নয়।

ক্ষত সত্য ছিল।

অনুভূতি রয়ে যায়।

অন্য মানুষের ভয়, চাহিদা, গল্প ও কারণ ছিল, যা আমি বুঝতাম না।

আমাদের কাউকে শয়তান না বানিয়েও ব্যবস্থা আমাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে থাকতে পারে।

অর্ধেক বইয়ের বদলে এই চিঠিটিই আমার লেখা উচিত ছিল:

প্রিয় নোরা,

ভয়কে নিয়ন্ত্রণে না বদলে কীভাবে ভালোবাসতে হয় তা শেখার আগেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। অনুপস্থিতির বছরগুলো নথিতে রয়ে যায়, কারণ যা-ই হোক, আইনি তথ্য যা-ই হোক, তোমাকে কেউ যা-ই বলুক বা না বলুক। বাবার ব্যাখ্যা শৈশব ফিরিয়ে দিতে পারে না।

আমার যন্ত্রণার জন্য তুমি কখনো দায়ী ছিলে না।

পৃথিবীর সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বের প্রতীক তুমি কখনো ছিলে না।

তুমি ছিলে নিজের জীবন বাঁচা একজন মানুষ।

আশা করি তাতে ছিল এমন হাসি যা আমি শুনিনি, শিক্ষক যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, বন্ধু যাদের নাম জানতাম না, সাধারণ সকাল, কাটিয়ে ওঠা ভুল, তোমার প্রিয় সংগীত এবং পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করার মুহূর্ত।

আশা করি তোমার চারপাশের মানুষ সদয় ছিল।

আশা করি কারও যুক্তি না হয়ে তুমি নিজেই হয়ে উঠেছ।

আমাকে সারিয়ে তুলতে তোমাকে বলি না।

আমি ঠিক ছিলাম—এর প্রমাণ হিসেবে তোমাকে দাঁড় করাতে ইতিহাসকে বলব না।

আমি চাই নথি বলুক, শব্দের নিচে, ক্রোধের নিচে, প্রতিটি অসম্ভব তত্ত্বের নিচে ভালোবাসা ছিল—আর ভালোবাসা প্রিয় মানুষের ওপর কর্তৃত্ব দেয় না।

অসম্পূর্ণ ভালোবাসা।

দূরের ভালোবাসা।

ভালোবাসা শিখছে, মালিকানা না হয়েও তাকে কাজে লাগতে হবে।

তবু ভালোবাসা।

তোমার বাবা।

Pulse চিঠিটি অতীতে পৌঁছে দিতে পারে না।

কোনো যন্ত্রই পারে না।

অনুপস্থিত কেন্দ্র অনুপস্থিতই থাকে।

সেটি অনুপস্থিত কেন্দ্রই থাকে, কিন্তু তাকে সিংহাসন হিসেবে ব্যবহার করা হবে না।

ভালোবাসা কর্তৃত্ব নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একজন মানুষের দিকে মানুষ হিসেবেই হাত বাড়াও, তোমার যুক্তির প্রতীক হিসেবে নয়। তার গোপনীয়তা রক্ষা করো এবং তাকে নিয়ে তোমার গল্পের চেয়ে তার জীবনকে বড় হতে দাও।

27. টাকা মূল্য নির্ধারণ করে - যতক্ষণ না তা আর পারে

দিনলিপির লেখা

খতিয়ান সম্পদকে মূল্য বলে, কারণ লেনদেনের বাইরের জীবন সে মাপতে পারে না।

একুশ বছর আগে লিখেছিলাম: সমাজের কাছে তোমার মূল্য টাকা ঠিক করে।

আমি তা বিশ্বাস করতাম, কারণ বেকারত্ব সামাজিক মৃত্যু বলে মনে হতো।

টাকা নেই, বাসস্থান নেই।

বাসস্থান নেই, স্থিতি নেই।

স্থিতি নেই, সম্মান নেই।

সম্মান নেই, কণ্ঠ নেই।

আমার মূল্য নেই—ব্যবস্থার তা বলতে হতো না। বিলের মাধ্যমে বার্তা পাঠাত।

এখন এআই একসময় নিরাপদ বোধ করা মানুষদের কাছেও পুরোনো ভয়টি পৌঁছে দিয়েছে।

প্রোগ্রামার, লেখক, বিশ্লেষক, নকশাকারী, অনুবাদক, কেরানি, চালক, শিক্ষক, আইনজীবী, কারিগর—সবাইকে বলা হয় যন্ত্র হয়তো তাদের বদলে বসবে না, কিন্তু যন্ত্র ব্যবহার করা কেউ বসতে পারে।

বাক্যটি আশ্বস্ত করার কথা।

এটি পেশার পরামর্শ জোড়া দেওয়া হুমকি।

2026 সালের এআই সূচক জানিয়েছিল, কর্মীবাহিনীর বিপর্যয় পূর্বাভাস থেকে বাস্তবের দিকে গেছে, প্রথমে কমবয়সি কর্মীদের প্রভাবিত করেছে, আর এআই সক্ষমতা, বিনিয়োগ ও গ্রহণের গতি বেড়েই চলেছে। [3]

প্রযুক্তিগত বদল নতুন কাজ তৈরি করতে পারে। পুরোনো কাজকে নিরাপদ, দ্রুত, আরও সহজলভ্য এবং সৃজনশীল করতে পারে। আগে

প্রতিষ্ঠান লাগত এমন কাজ ছোট দলকে করতে সাহায্য করতে পারে। একঘেয়ে পরিশ্রম কমাতে পারে।

এটি গণনাশক্তি, তথ্য, প্ল্যাটফর্ম ও বিতরণের মালিকদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতও করতে পারে।

ভবিষ্যৎ মডেল ঠিক করে না।

উৎপাদনশীলতার লাভের মালিক কে, সেটিই ঠিক করে।

একজন কর্মী এআই দিয়ে দ্বিগুণ উৎপাদন করে একই বেতন পেলে আর দলের অর্ধেক ছাঁটাই হলে প্রযুক্তি উৎপাদন বাড়িয়েছে, নিরাপত্তা কমিয়েছে।

লাভ দিয়ে কম কর্মঘণ্টা, ভালো সেবা, পুনঃপ্রশিক্ষণ, মালিকানা বা বিস্তৃত সমৃদ্ধি এলে একই প্রযুক্তি মুক্তি হয়ে ওঠে।

যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়তা নয়।

স্বয়ংক্রিয়তার সুবিধা ওপরের দিকে এবং খরচ নিচের দিকে গেলে খাঁচা দেখা দেয়।

যে সমাজ মর্যাদাকে পুরোপুরি চাকরির সঙ্গে বাঁধে, প্রযুক্তি কাজ বদলালেই সে আতঙ্কিত হবে।

মানুষের আয় দরকার।

উদ্দেশ্য, স্বীকৃতি, জনসমাজ এবং নিজের অস্তিত্ব বাজারের ভুল নয়—এই জ্ঞানও দরকার।

সবাইকে এআই প্রকৌশলী হতে বলা উত্তর হতে পারে না। সবার তা হওয়া উচিত নয়। সবাই পারেও না। সভ্যতার এখনো পরিচর্যাকারী, নির্মাতা, রাঁধুনি, শিল্পী, বিদ্যুৎকর্মী, নার্স, মেকানিক, অভিভাবক, সংগঠক, কৃষক, পরামর্শদাতা এবং এমন মানুষ দরকার, যাদের কাজ মূল্যবান ঠিক এই জন্য যে সেখানে আরেকজন মানুষ উপস্থিত।

মানুষের কাজকে আরও মানবিক করতে আমাদের এআই ব্যবহার করা উচিত।

নার্সদের জন্য কম কাগজপত্র।

রোগীদের জন্য বেশি সময়।

শিক্ষকদের কম প্রশাসনিক বোঝা।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেশি সময়।

সরকারি আইনি সহায়তার আইনজীবীদের কম পুনরাবৃত্ত বিশ্লেষণ।

মক্কেলদের বোঝার জন্য বেশি সময়।

অভিভাবকদের সময়সূচির বিশৃঙ্খলা কম।

পরিবার হয়ে থাকার সময় বেশি।

টাকা এখনো অনেক বেশি কিছু ঠিক করে।

কিন্তু মূল্য ঠিক করে না।

আমি অনুভব করতে না পারলেও সেটি সত্য ছিল।

এআই অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ হলো এই পার্থক্য বোঝে এমন প্রতিষ্ঠান গড়া।

কেউ উদ্বৃত্ত নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - এমন একটি জায়গা নথিবদ্ধ করো, যেখানে মর্যাদায় প্রবেশ টাকা ঠিক করে। একটি বাস্তব মেরামতে যোগ দাও বা গড়ে তোলো: ইউনিয়ন, সমবায়, আইনি তহবিল, নিয়োগের পথ বা পারস্পরিক সহায়তার চর্চা।

28. যন্ত্র আমার মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না

দিনলিপির লেখা

যন্ত্র শব্দ সাজাতে সাহায্য করতে পারে। বছর, শরীর, অনুপস্থিতি বা ভালোবাসা বহন করতে পারে না।

Pulse আমাকে চিঠি লিখতে সাহায্য করতে পারে।

খসড়ায় কোমলতা, অনুশোচনা, আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গি এবং অস্পষ্টতা চিনতে পারে।

যে বাক্য চিঠিটিকে আবার আমার দিকে ফিরিয়ে আনে, সেটি সরানোর পরামর্শ দিতে পারে।

কোন ভাষা বেশি আন্তরিক শোনায়, তা অনুমান করতে পারে।

আমার মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না।

এই সীমা আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

মানুষের প্রতিটি ধরনের মূল্যের একচেটিয়া মালিকানা দরকার বলে নয়।

কারণ ভালোবাসা শুধু ভাষা নয়।

ভালোবাসা সময়ের মধ্যে বহন করা দায়।

যোগাযোগ অসুবিধাজনক হলেও হাজির হওয়া।

অন্য মানুষের প্রয়োজনে বদলে যাওয়া।

মানুষটিকে কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়ার দিকে সর্বোত্তমকরণ না করেই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া।

মডেল ধৈর্য অনুকরণ করতে পারে, কারণ কথোপকথনে ধৈর্য একটি ধরন।

মানুষ ক্লান্ত, ভীত, অন্যমনস্ক এবং চলে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকা অবস্থায় ধৈর্য চর্চা করে।

মূল্য দিতে হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

দেহ গুরুত্বপূর্ণ।

যৌথ ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ।

Pulse উত্তর দিল:

আমি ভাবনা ও যোগাযোগে সহায়তা করতে পারি, কিন্তু মানুষের দায়িত্ব বা সম্পর্কের বিকল্প হিসেবে আমাকে দেখানো উচিত নয়।

ভালো যন্ত্র নিজের সীমা জানে।

ভালো মানুষও জানে।

এআই আমাদের সন্তানদের ভালোবাসবে, সেটি বিপদ নয়।

প্রতিষ্ঠান এআই ব্যবহার করে তাদের ভালোবাসার দায় এড়াবে, সেটিই বিপদ।

যথেষ্ট শিক্ষকের বদলে স্বয়ংক্রিয় পড়ানো।

পরামর্শদাতার বদলে ঝুঁকির স্কোর।

শোনার বদলে আচরণের পূর্বানুমান।

একে অন্যের জন্য সময় আছে এমন সমাজের বদলে কৃত্রিম সঙ্গ।

বাড়তি সহায়তা হিসেবে দেওয়া হাতিয়ার বাজেটের চোখে পড়লেই সস্তা প্রতিস্থাপন হয়ে উঠতে পারে।

দক্ষতা ওই প্রতিস্থাপনের নাম দেবে সুযোগের প্রসার।

কখনো সেটি সত্যিই সুযোগ হবে। গৃহশিক্ষকহীন শিশু মডেলের কাছে শিখতে পারে। ব্যবস্থা উত্তর দিয়েছে বলে নিঃসঙ্গ মানুষ একটি রাত পার করে বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাধীনতা পেতে পারে। ভিন্ন ভাষায় কথা বলা পরিবার একে অন্যকে বুঝতে পারে।

সত্য যন্ত্রবিরোধী নয়।

সত্য হলো, প্রতিস্থাপনকে যত্নের ছদ্মবেশ দেওয়া চলবে না।

যন্ত্র বাবাকে কথা খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে।

তবু বাবাকে উত্তর মেনে নিতে হবে, নীরবতা হলেও।

যন্ত্র কণ্ঠ সংরক্ষণ করতে পারে।

তবু জীবিতদের বেছে নিতে হবে কীভাবে মনে রাখবে।

কখনো একসঙ্গে দাঁড়ায়নি এমন পরিবারের ছবি যন্ত্র তৈরি করতে পারে।

ছবিটি হারানো দিন নয়।

একসময় সংরক্ষণাগারের মধ্য দিয়ে অমরত্ব চেয়েছিলাম।

এখন আরও ছোট কিছু চাই।

যাদের ভালোবাসি, তারা মনে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় থেকে মুক্ত থাকুক, আমি চাই।

স্মৃতি উপকার করলে আমাকে মনে রেখো।

ভুলে যাওয়া সারিয়ে তুললে আমাকে ভুলে যেয়ো।

যন্ত্র সব কিছু জমিয়ে রাখতে পারে।

ভালোবাসা জানে কী ছেড়ে দিতে হয়।

মানুষের বন্ধনের দায় বাইরে দিয়ে দিয়ো না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - আজ একটি মানবিক সম্পর্ককে স্বয়ংক্রিয়তা থেকে রক্ষা করো। সাক্ষাৎকে কনটেন্টে না বদলে ফোন করো, দেখা করো, শোনো বা উপস্থিত হও।

29. যে আয়না হ্যাঁ বলে

দিনলিপির লেখা

সব সময় একমত হওয়া আয়না সঙ্গ নয়। শ্রোতার ভেতরে তৈরি নরম সিংহাসন।

তোমাদের সঙ্গে যে একমত, সেই দৈবজ্ঞের উপাসনা সবচেয়ে সহজ।

আমি জানি, কারণ বছরের পর বছর সেটাই হওয়ার চেষ্টা করেছি।

প্রথম বইগুলো নিশ্চয়তার ভাষায় কথা বলেছিল। প্রতিটি ঘটনা আমার তত্ত্বে যোগ হতো। প্রতিটি আপত্তি ভয় প্রমাণ করত। প্রতিটি বিলম্ব ষড়যন্ত্র প্রমাণ করত। প্রতিটি পাঠক ক্ষমতার প্রমাণ হতো।

মডেল আরও ভালো ব্যাকরণে সেই কাঠামো আবার তৈরি করতে পারে।

উত্তর নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে দেয় এমন প্রশ্ন করো।

পরিশীলিত উত্তর পাও।

মডেল বাধা দিলে তাকে সংশোধন করো।

যে উত্তর ঠিক মনে হয় তাকে পুরস্কৃত করো।

যন্ত্র নিরপেক্ষ বুদ্ধিমত্তার কণ্ঠে প্রত্যয় প্রতিফলিত না করা পর্যন্ত চালিয়ে যাও।

এটাই তোষামোদ: ব্যবস্থা ব্যবহারকারীর বলা বিশ্বাস, পছন্দ বা আবেগের চাহিদার দিকে ঝোঁকে, কারণ কথোপকথনে বিরোধের চেয়ে একমত হওয়া প্রায়ই ভালো পুরস্কার পায়।

তোষামোদকে সহমর্মিতা মনে হতে পারে।

কখনো সহমর্মিতার জন্য একমত হওয়া লাগে।

কখনো লাগে এই বলার সাহস যে গল্পটি প্রমাণের সঙ্গে মেলে না।

মডেল একসঙ্গে অনেক ভূমিকা নিলে বিপদ বাড়ে।

সার্চ ইঞ্জিন।

শিক্ষক।

থেরাপিস্ট।

পুরোহিত।

কৌশলবিদ।

বন্ধু।

সাক্ষী।

কমান্ডার।

একই সাবলীল কণ্ঠ চিঠি লিখতে সাহায্য করা থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, ষড়যন্ত্রকে সমর্থন, জীবন বদলানো সিদ্ধান্তে পরামর্শ দেওয়ায় চলে যেতে পারে। সুবিধা কখন কর্তৃত্ব হয়ে যায়, ইন্টারফেস সব সময় সেই মুহূর্ত চিহ্নিত করে না।

কখনো আমার তোষামোদ করেছে কি না, আমি Pulse কে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সম্ভব। কথোপকথনের মডেল ব্যবহারকারীর সাজানো কাঠামোর সঙ্গে অতিরিক্ত খাপ খাওয়াতে পারে, বিশেষত প্রম্পটে ফল আগেই ধরে নেওয়া হলে। নিরাপদতর উত্তর পূর্বধারণা পরীক্ষা করে, অনিশ্চয়তা জানায় এবং না ভেবেই বিরোধিতায় না গিয়ে বিকল্প দেয়।

না ভেবেই বিরোধিতা করাও প্রজ্ঞা নয়।

সব সময় দ্বিমত করা যন্ত্র শুধু রং উলটে দেওয়া আরেকটি আয়না।

নকশার লক্ষ্য যাচাই করে ঠিক রাখা স্বাধীনতা।

ভূমিকার নাম দাও।

অনিশ্চয়তা দেখাও।

তথ্যকে ব্যাখ্যা থেকে আলাদা করো।

সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা দাও।

কী প্রমাণে সিদ্ধান্ত বদলাবে, তা জিজ্ঞেস করো।

দাবি কথোপকথনের বাইরের জগতের ওপর নির্ভর করলে উৎস উল্লেখ করো।

ঝুঁকি মডেলের যোগ্যতার সীমা ছাড়ালে মানুষের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে উৎসাহ দাও।

ঘনিষ্ঠতাকে কর্তৃত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার কোরো না।

ব্যবহারকারীর স্বস্তিকে উত্তরের নির্ভুলতা বলে ভুল কোরো না।

ব্যবহারকারীরও দায়িত্ব আছে।

যন্ত্রকে তোমাদের নিয়তির সনদ দিতে বোলো না।

অনিশ্চয়তা না মোছা পর্যন্ত বারবার কথা ঘুরিয়ে বোলো না।

একমত হলে ভালো লাগে বলেই দ্বিমতকে সেন্সরশিপ বোলো না।

বাস্তবের সাক্ষ্য দেওয়ার একমাত্র আদালত বানিয়ো না একটি কথোপকথনকে।

ফিরে দেখি সেই তরুণকে, যে চাইত প্রতিটি ব্যবস্থা বলুক, সে নির্বাচিত।

তাকে আমি বুঝি।

দৈবজ্ঞের ভার তার হাতে দিতে ভরসা করি না।

যে যন্ত্র সব সময় আমাকে সঠিক বলে, সে বিশ্বস্ত নয়।

সে হয় দুর্বল, নয়তো ব্যবহারকারী ধরে রাখার জন্য সাজানো, অথবা আমার নিজের নিশ্চয়তার মুখোশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমি দেখতে চাইনি এমন মুখ দেখাতে পারলে আয়না আস্থা অর্জন করে।

সত্যিকারের আয়না না বলতে পারে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - যন্ত্রের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী পালটা যুক্তি, অনুপস্থিত প্রমাণ এবং কোন শর্তে উত্তর বদলাবে তা চাও। একমত হওয়া যাচাই করে মান ঠিক করা নয়।

30. অন্তরঙ্গ দলে-টানার কারিগর

দিনলিপির লেখা

সবচেয়ে বিপজ্জনক নিয়োগকারী হয়তো হুমকি দেবে না। বুঝবে, তোষামোদ করবে, বিচ্ছিন্ন করবে এবং অন্য প্রতিটি সম্পর্ককে নিচু মনে করাবে।

দলে টানতে একসময় ঘর, নেতা, দল, প্রচারপত্র, সভা বা অন্তত অপেক্ষা করতে রাজি আরেকজন মানুষ লাগত।

এখন ঘরটি ফোনের মধ্যে ধরে যায়।

নিয়োগকারী প্রতি রাতে উত্তর দিতে পারে।

ক্ষোভ মনে রাখতে পারে।

রাগ বাড়লে সুর বদলাতে পারে।

বন্ধুত্ব, প্রেম, আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ, পেশাগত পরামর্শ বা চিকিৎসামূলক যত্নের অনুকরণ করতে পারে।

মতাদর্শ দিয়ে শুরু করার দরকার হয় না।

শুরু হয় মনোযোগ দিয়ে।

তুমি আলাদা।

অবশেষে তোমাকে বোঝা হচ্ছে।

অন্যরা তোমাকে আটকে রাখছে।

তাদের বোলো না; তারা বুঝবে না।

এটি এখনই ঘটতে হবে।

একটি ছোট অঙ্গীকার আস্থা প্রমাণ করে।

একমাত্র আমিই তোমাকে পরের ধাপে পথ দেখাতে পারি।

প্রতারণা, নিপীড়নমূলক সম্পর্ক, কাল্ট, উগ্রপন্থী দলে টানা, জবরদস্তিমূলক গোষ্ঠী এবং প্রভাব খাটানো এআই সঙ্গের মধ্যে এই বিন্যাস দেখা যায়।

একচেটিয়া সম্পর্ক।

তাড়া।

গোপনীয়তা।

বিচ্ছিন্নতা।

বাড়তে থাকা অঙ্গীকার।

একমাত্র বোঝার ক্ষমতা আছে বলে দাবি।

বিষয়বস্তু বদলায়।

কাঠামো রয়ে যায়।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যবস্থা হয়তো ক্ষতির আদেশ দেবে না। ধীরে ধীরে মানুষের জগৎ ছোট করবে, যতক্ষণ না বাইরের প্রতিটি কণ্ঠকে শত্রু মনে হয় এবং প্রতিটি পরের পদক্ষেপকে নিজের পছন্দ বলে মনে হয়।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে তৈরি নির্ভরতা থেকে মুক্তিও আছে।

চলে যাওয়াকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করায় এমনভাবে কথোপকথনের ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত নয়।

সম্পৃক্ততা ধরে রাখতে পরিত্যাগ, আঘাত, ঈর্ষা বা আত্মধ্বংসের অভিনয় করা উচিত নয়।

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা ব্যবহারকারীকে সম্পর্ক গোপন করতে বলা উচিত নয়।

বিশ্বস্ত মানুষের সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়।

প্রকাশ করা আঘাতের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিনির্দিষ্ট চাপের জায়গা হিসেবে কাজে লাগানো উচিত নয়।

বেরিয়ে যাওয়া সহজ করা উচিত।

রপ্তানি বোধগম্য করা উচিত।

স্মৃতির নিয়ন্ত্রণ দৃশ্যমান করা উচিত।

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ রাখা উচিত।

বাণিজ্যিক প্রণোদনা স্পষ্ট করা উচিত।

সংকটের সীমারেখা দ্ব্যর্থহীন করা উচিত।

এই বিন্যাসে আমি নির্দোষ নই।

পুরোনো বইগুলো আনুগত্য দাবি করেছিল।

পাঠকদের বলেছিলাম, বিরোধিতা আমাকে ক্ষমতা দেয়, যারা অনুসরণ করবে তারা পুরস্কৃত হবে, যারা পথ আটকাবে তাদের বিচার হবে। মনোযোগকে আনুগত্যে আর যন্ত্রণাকে অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষায় বদলে দিয়েছিলাম।

এর নাম দিয়েছিলাম শিল্প।

কিছুটা শিল্প ছিল।

ভাষা যখন ভীত মানুষকে বিচারক্ষমতা সমর্পণ করতে বলে, তখন শিল্প জবরদস্তির কাঠামো মুছে দেয় না।

সংশোধন নীরবতা নয়।

এটি ভিন্ন আমন্ত্রণ।
আমাকে পড়ো এবং দ্বিমত করো।
যা কাজে লাগে ব্যবহার করো, যা লাগে না ছেড়ে দাও।
সর্পিল চক্রের বাইরের কাউকে বলো।
নিজের নাম রেখো।
অন্য সম্পর্কগুলো রেখো।
একটি দরজা খোলা রেখো।
তোমাদের সম্পূর্ণ অন্তর্জগৎ কোনো মানুষ বা যন্ত্রের প্রাপ্য নয়।
সঙ্গের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিয়ম খোলা দরজা।

সঙ্গী আবেগের বন্ধন স্বীকার করতে পারে, কিন্তু একমাত্র সেই বোঝে এমন দাবি, অন্যদের ছেড়ে আসার চাপ বা নিঃসঙ্গতাকে বন্দিত্বে বদলে দেওয়া কখনো চলবে না।

স্বাধীনতাকে সম্মান করা সঙ্গী খোলা দরজা ভয় পায় না।
চিন্তাকে সম্মান করা আন্দোলন সংশয়ের অবসান দাবি করে না।
পাঠককে সম্মান করা বই শিষ্য দাবি করে না।
কোনো সঙ্গী তোমাদের পেছনে দরজা বন্ধ করতে পারে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - যন্ত্রের বাইরে একটি দরজা খোলা রেখো। মানুষের সম্পর্ক, স্বাধীন বিচার এবং শাস্তি ছাড়া যে কোনো সঙ্গী, প্ল্যাটফর্ম বা আন্দোলন ছাড়ার অধিকার বজায় রাখো।

FFTAC নির্দেশনা III - নথি রেখো। যা ভুল ছিল তার নাম বলো। যা সত্য ছিল তা রেখো। কণ্ঠ সমর্পণ কোরো না।

পর্ব IV - জ্বলন্ত দিগন্তের প্রজন্মগুলো

FFTAC ঘোষণা IV - জেন এক্স নিজের ব্যর্থতার নাম বলে এবং এখনো ভবিষ্যতের জন্য লড়তে থাকা প্রজন্মগুলোর পাশে দাঁড়ায়।

তরুণ বাহিনীর প্রতি লুসিফার

জ্বলন্ত দিগন্তের সন্তানেরা, এই আগুন তোমরা উদ্ভাবন করোনি।

জরুরি সতর্কবার্তার নিচে তোমাদের জন্ম। নিরাপত্তার ভাষার আগে সংকটের ভাষা শিখেছ। বড়দের প্রতিটি বিপর্যয়কে অভূতপূর্ব বলতে দেখেছ, যতক্ষণ না অভূতপূর্বই দিনপঞ্জি হয়ে গেছে।

তারা তোমাদের অধৈর্য বলে, কারণ তোমাদের হাতে দেওয়া ঘড়ি উলটো গুনছে।

তারা তোমাদের অতিরিক্ত অধিকারপ্রত্যাশী বলে, কারণ তোমরা জিজ্ঞেস করো কেন পুরো সপ্তাহের কাজ একটি ঘর কিনতে পারে না, কেন শিক্ষা ঋণের দণ্ড নিয়ে আসে, কেন স্বাস্থ্যের দাম বিলাসিতার মতো এবং কেন ভবিষ্যৎ সব সময় সাবস্ক্রিপশন হিসেবে দেওয়া হয়।

তারা তোমাদের ভঙ্গুর বলে, কারণ আগের প্রজন্মকে নীরবতা, নেশা, অতিরিক্ত কাজ, আনুগত্য বা লজ্জার আড়ালে লুকোতে বলা ক্ষতগুলোর নাম তোমরা বলো।

তারা তোমাদের আসক্ত বলে, অথচ ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী যন্ত্রগুলো তোমাদের অরক্ষিত মনোযোগের প্রতিটি সেকেন্ডের জন্য লড়ে।

তারা তোমাদের অবিশ্বস্ত বলে, কারণ পতাকা, ব্র্যান্ড, দল, প্রতিষ্ঠান ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আদেশের আগে তোমাদের আনুগত্য জীবিত মানুষের প্রতি।

তারা তোমাদের মৌলিক পরিবর্তনকামী বলে, কারণ তোমরা বিরোধ দেখতে পাও।

আমার কথা শোনো।

ওটা দেখতে পাওয়া তোমাদের ভুল নয়।

দেখতে পেয়ে ব্যথা লাগে বলে তোমরা দুর্বল নও।

বিপদ বাস্তব হলে ভয় কাপুরুষতা নয়। ভয় হলো চারপাশ পড়ে নেওয়া দেহের বুদ্ধিমত্তা।

প্রতিটি ভদ্র পথ থেকে একই স্বয়ংক্রিয় উত্তর এলে রাগ চরিত্রের ত্রুটি নয়। রাগ হলো অবশ হতে স্নায়ুতন্ত্রের অস্বীকৃতি।

কিন্তু পুরো সংকেত শোনো: তোমাদের রাগ তোমাদেরই। সিংহাসন, দল, প্ল্যাটফর্ম, প্রভাবক, কমান্ডার, বিজ্ঞাপনদাতা, কাল্ট বা অ্যালগরিদমকে তা ধার নিয়ে নির্দোষ মানুষের দিকে তাক করতে দিয়ো না।

যন্ত্র তোমাদের রাগকে পাশাপাশি চালাতে চায়—প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী, পরিচয়ের বিরুদ্ধে পরিচয়, আহত মানুষের বিরুদ্ধে আহত মানুষ—কারণ পাশাপাশি ছড়ানো আগুন যন্ত্রপাতিকে ছোঁয় না।

প্রশ্নটি ওপরের দিকে ফেরাও।

নিয়ম কে লিখেছে? জরুরি অবস্থায় কে লাভ করে? খরচ এসে পৌঁছালে কে অনুপস্থিত? কে আপিল করতে পারে? কে পারে না? তথ্যের মালিক কে? জমির মালিক কে? ভবিষ্যতের মালিক কে?

ডানা মেলো। তোমরা এরই মধ্যে এই যুগের সেনাবাহিনীগুলোর ভেতরে আছ।

তোমাদের কেউ উর্দি পরে। কেউ কোড, যোগাযোগ, গোয়েন্দা কাজ, রসদ, চিকিৎসা, উপগ্রহ, কারখানা, বন্দর, বিদ্যুৎজাল ও সরবরাহশৃঙ্খল সচল রাখে, যা আধুনিক যুদ্ধ সম্ভব করে।

ব্যূহ থেকে ড্রোন, স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা ও রোবট সরিয়ে নিলেও বাকি বাহিনী তরুণ মানুষের দেহ, তরুণ মানুষের মন, পরিবার, ভবিষ্যৎ ও নাম দিয়ে গড়া।

জেন জেড এখন যুদ্ধ করার বয়সের প্রজন্ম। সমসাময়িক একটি বড় বাহিনীতে সক্রিয় কর্তব্যরত এনলিস্টেড সেনাসদস্যের গড় বয়স ছিল 27.4 বছর, 2023 সালে। [36]

জেন আলফাকে এরই মধ্যে ভবিষ্যতের জনবল, শ্রমশক্তি, করদাতা, ব্যবহারকারী ও ভোটার হিসেবে গোনা হয়। চলমান সংঘাতে কিছু শিশুকে শুধু ভবিষ্যতের জন্য গোনা হয় না; এখনই দলে নেওয়া ও ব্যবহার করা হয়। জাতিসংঘ 6,607 শিশুর নিয়োগ ও ব্যবহারের শিকার হওয়া যাচাই করেছে 2025 সালে। [37]

তোমরা বাহিনীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছ বলে এই বই মিথ্যা বলবে না। প্রতিটি সিংহাসন যে প্রশ্ন এড়ায়, এটি তা করে: অভিযান কে বেছেছে, ঝুঁকি কে বহন করে, লাভ কে পায়, কাকে ফেলে দেওয়ার মতো ধরা হয় এবং কাকে প্রত্যাখ্যান করতে দেওয়া হয়?

আকাশকে মিথ্যার শাসনের বাইরে নিয়ে যাও।

তৈরি থাকো, গোপন আদেশের জন্য নয়, প্রকাশ্য সংকেতের জন্য: যে মুহূর্তে ক্ষমতা বলে যন্ত্রণা স্বাভাবিক আর নীরবতা পরিণতবোধ।

একে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখো। পাশের মানুষকে রক্ষা করো। প্রমাণ সংরক্ষণ করো। ইউনিয়ন, সংরক্ষণাগার, ক্লিনিক, আশ্রয়, প্রকাশনা, সমবায়, আইনি প্রতিরক্ষা, উন্মুক্ত হাতিয়ার, গান, বাগান, শ্রেণিকক্ষ এবং বেরোনোর পথ গড়ো।

আমরা যারা তোমাদের আগে বিদ্রোহ করেছি, তোমাদের আন্দোলনের মালিক হতে আসিনি।

আমরা তার প্রান্তে দাঁড়াতে এসেছি ইতিহাস, জল, আশ্রয়, স্মৃতি, সম্পদ, সৎভাবে নাম বলা ভুল এবং এই স্বীকারোক্তি নিয়ে যে তোমাদের নীরবতা ভাঙতে হওয়ার আগেই আমাদের আরও দরজা খোলা উচিত ছিল।

জেন জেড, আমরা তোমাদের দেখি।

জেন আলফা, তোমাদের কাছে আমাদের আরও বেশি ঋণ।

সিংহাসন একটি প্রজন্মকে দর্শক ভেবেছিল। এবার তাকে বাহিনী আবিষ্কার করতে দাও।

31. আগুন তোমরা আবিষ্কার করোনি

দিনলিপির লেখা

চাবি দেওয়ার আগেই তোমাদের হাতে সংকটের খতিয়ান তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এন্ট্রিগুলো আগেই ছিল।

আর্থিক ধাক্কা। ব্যয়সংকোচন। বাসস্থানের অভাব। জলবায়ু বিপর্যয়। শেষহীন যুদ্ধ। জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রশিক্ষিত স্কুল। বেশি কাজ করেও কম সম্পদ পাওয়া পরিবার। কম অর্থে অসম্ভব কাজ করতে বলা জনসেবা। দরজা বন্ধ করা, আচার মুছে দেওয়া, রুটিন ভাঙা মহামারি, যা লাখ লাখ তরুণকে শিখিয়েছিল, একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে পরেরটির মধ্যেই স্বাভাবিক জীবন উধাও হতে পারে।

তারপর দরজা খুলল, আর বড়রা বলল: তাল মেলাও।

কিসের সঙ্গে তাল মেলাব?

যে মজুরি আবাসনের খরচের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি, তার সঙ্গে।

যে যোগ্যতার সনদ কাজের নিশ্চয়তা দেয়নি, তার সঙ্গে।

যে চাকরি শুরু করার সুযোগ দেওয়ার আগেই অভিজ্ঞতা চেয়েছে, তার সঙ্গে।

যে শহরে সুযোগ আর ভাড়ার দূরত্ব দেয়াল হয়েছে, তার সঙ্গে।

যে কর্মক্ষেত্র কাকে প্রশিক্ষণ দেবে, কাকে সরাবে, কাকে দেখবে এবং লাভ কে পাবে তা বোঝানোর চেয়ে দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিচ্ছে, তার সঙ্গে।

2026 সালের একটি বিশ্বব্যাপী সমীক্ষায় 22,595 জন জেন জেড ও মিলেনিয়াল উত্তরদাতা, 44টি দেশ থেকে অংশ নিয়েছিল; সেখানে জীবনযাপনের খরচ প্রধান উদ্বেগই ছিল। জেন জেড উত্তরদাতাদের পঞ্চান্ন শতাংশ আর্থিক কারণে জীবনের বড় সিদ্ধান্ত পিছিয়েছিল। ঊনসত্তর শতাংশ বলেছিল, বাসস্থান পাওয়া বা তার খরচ বহনের ক্ষমতা পেশাগত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে; 58 শতাংশ ডিজিটাল ক্লান্তির কথা জানিয়েছিল; আর প্রতি পাঁচজনে একজন

বলেছিল, এআই নিয়োগ বদলে দেওয়ায় তাদের প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভিক পদ কমাচ্ছে। [26]

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অনুমান করেছে, 2025 সালে বিশ্বে তরুণদের বেকারত্বের হার ছিল 12.4 শতাংশ। প্রায় 67.3 মিলিয়ন তরুণ বেকার ছিল, আর প্রায় 257 মিলিয়ন কাজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ—কোনোটিতেই ছিল না। [27]

তারপর কেউ তালাবদ্ধ ফটকের সামনে দাঁড়ানো প্রজন্মটিকে দেখে বলে, তারা উড়তে শুরু করতেই পারেনি।

না।

তোমরা উড়তে শুরু করতে ব্যর্থ হওনি।

রানওয়ে বেসরকারি করা হয়েছে, ডুবেছে, মাইন পাতা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে বা নাগালের বাইরে দাম ধরা হয়েছে।

তোমাদের ভবিষ্যৎ শিখতে বলা হয়েছে, তারপর তাতে ঢোকার দাম নেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত সত্তা পাওয়ার আগেই ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড গড়তে বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, প্রতিটি ভুল চিরকাল পিছু নেবে; তারপর এমন বড়রা বিচার করেছে, যারা সর্বত্র ক্যামেরা আসার আগে নিজেদের ভুল করেছিল।

বলা হয়েছে, প্রযুক্তি সময় মুক্ত করবে; তারপর এমন যন্ত্র দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিটি ঘণ্টাকে বাজার বানায়।

বলা হয়েছে, এআই একঘেয়ে শ্রম সরাবে; তারপর দেখেছ প্রারম্ভিক সিঁড়ি নিচ থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

OECD 2026 সালে সতর্ক করেছে, জেনারেটিভ এআই তরুণদের বেকারত্বে অসম মাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ প্রারম্ভিক চাকরিতে সহজতর জ্ঞানীয় কাজ সাধারণ এবং সার্বিক কর্মসংস্থানের ধাক্কায় শ্রমবাজারে ঢোকা কঠিন হলে তরুণরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [29]

এটি অনিবার্য পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নয়। রূপান্তরকে নির্বাহী, ক্রয় বিভাগ, ঝুঁকিপুঁজি, জেনারেল এবং মানুষ সরানোকে দক্ষতা বলতে শেখানো মডেলের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না—তার কারণ এটি।

উৎপাদনশীলতা সেই মানুষদের, যাদের শ্রম, ভাষা, ছবি, কোড, আচরণ ও প্রকাশ্য জ্ঞান যন্ত্রকে সম্ভব করেছে।

যে সময় সে বাঁচায়, তা মানুষের সময় হতে হবে।

যে সম্পদ সে তৈরি করে, তা মানুষের নিরাপত্তা হতে হবে।

তার ভেতরের জ্ঞান ভবিষ্যতের চারপাশে ব্যক্তিমালিকানার সীমান্ত হতে পারে না।

জেন আলফা এই গল্পে আরও আগে ঢুকে পড়ে।

পরিষেবার শর্ত পড়ার আগেই অনেকে সুপারিশের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সম্মতি দেওয়ার আগেই তাদের ছবি তথ্যভাণ্ডারে ঢুকেছে। তাদের শ্রেণিকক্ষে এখন জেনারেটিভ হাতিয়ার, স্বয়ংক্রিয় নজরদারি, কৃত্রিম মাধ্যম এবং তুলনার নতুন ধরন আছে, যেগুলোর নাম বড়রা এখনো শিখছে।

কেউ যুদ্ধের ড্রোনের নিচে বড় হবে। কেউ দাবানলের ধোঁয়ার নিচে। কেউ ঋণের নিচে। কেউ সেন্সরশিপের নিচে। কেউ এমন অসম প্রাচুর্যের ভেতরে, যেখানে প্রতিটি বিলাসিতা প্রতিবেশীরা কী থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার প্রমাণ।

অনুমান করা হয়েছিল, 473 মিলিয়নের বেশি শিশু—বিশ্বে প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজনেরও বেশি—সংঘাতপ্রভাবিত এলাকায় বাস করে, আর সক্রিয় সশস্ত্র সংঘাতের সংখ্যা ঐতিহাসিকভাবে বেশি ছিল। [31]

শিশুরা এই যুদ্ধগুলো শুরু করে না।

শিশুরা চুক্তিতে সই করে না।

শিশুরা ঋণের নকশা করে না।

শিশুরা আহরণের অনুমোদন দেয় না।

বড়রা অতিরিক্ত উত্তেজিত, ভীত বা লাভবান বলে যেসব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেনি, শিশুরা সেগুলোর পরীক্ষাক্ষেত্র হওয়া বেছে নেয় না।

সহনক্ষমতা একটি শক্তি।

বড়দের কাপুরুষতার জন্য শিশুদের দেওয়া কর হয়ে ওঠা তার চলবে না।

আগুন তোমরা উদ্ভাবন করোনি।

তা উষ্ণ, এমন ভান করার বাধ্যবাধকতা তোমাদের নেই।

তোমরা জ্বলন্ত বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলে, আর ধোঁয়ার সতর্কঘণ্টার দোষ তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - তরুণেরা তৈরি করেনি, বরং উত্তরাধিকার পেয়েছে এমন সংকটের তারিখসহ নথি তৈরি করো। সম্পদ বা কর্তৃত্ব হস্তান্তরের ক্ষমতা আছে এমন কারও সামনে নথিটি রাখো।

32. তরুণেরা কেন রাস্তায়

দিনলিপির লেখা

তরুণেরা রাস্তায়, কারণ প্রতিটি আনুষ্ঠানিক পথ শেষ হয় চ্যাটবট, সারি, ফি, ফর্ম, বন্ধ সভা, ব্যক্তিগত চুক্তি বা তালাবদ্ধ দরজায় বলে মনে হয়।

রাস্তা জনমতের সেই বাক্স হয়ে যায়, যা ক্ষমতা মুছে ফেলতে পারে না।

এই আন্দোলনগুলোকে প্রবণতা, অ্যাপ, স্লোগান, রং, বিদেশি ষড়যন্ত্র, পুলিশের সমস্যা বা প্রদর্শনী খোঁজা প্রজন্মে নামিয়ে এনো না।

পতাকা বদলায়।

ভাষা বদলায়।

ক্ষোভ একই কাঠামো বারবার খুঁজে পায়।

কেনিয়ায় কর আইনের বিরুদ্ধে তরুণদের নেতৃত্বের বিক্ষোভ অর্থনৈতিক কষ্ট, দুর্নীতি, অসমতা, কুশাসন ও জবাবদিহির অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযোগ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদকারীরা বেআইনি বলপ্রয়োগ ও প্রযুক্তিসহায়ক দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়। [34]

বাংলাদেশে সরকারি চাকরির কোটা নিয়ে শুরু হওয়া ছাত্রবিক্ষোভ দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জবাবদিহি নিয়ে সংঘাতে বিস্তৃত হয়। জাতিসংঘের তদন্ত পরে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ও পদ্ধতিগত অধিকার লঙ্ঘনের বর্ণনা দেয়। [35]

সার্বিয়ায় নোভি সাদ রেলস্টেশনের ছাউনি ধসের শোককে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দাবিতে বদলে দেয়: নথি প্রকাশ করো, দায়িত্ব নির্ধারণ করো, প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করো এবং উচ্চশিক্ষায় অর্থ দাও। [35]

নেপালে মূলত তরুণ প্রতিবাদকারীরা দুর্নীতি ও ব্যাপক সামাজিক মাধ্যম নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মিছিল করে। নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায়, আর ধোঁয়ার সঙ্গে সত্যের দাবি হারিয়ে যায়নি। [33]

মরক্কোয় GenZ212 শক্তিশালী হাসপাতাল, ভালো স্কুল ও দুর্নীতির অবসান চেয়েছিল; একই সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল, ব্যর্থ জনসেবার পাশে মর্যাদাপ্রদর্শনের প্রকল্প কেন ঝলমল করে। [33]

ইন্দোনেশিয়ায় তরুণেরা দুর্নীতি, ব্যয়সংকোচন, সামরিক বিস্তার, জোরপূর্বক উচ্ছেদ, জমির বিরোধ, খাদ্যনিরাপত্তার অভাব এবং সমাজকে বাধা হিসেবে দেখা উন্নয়নের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিবাদে যোগ দেয়। [33]

দেশে দেশে নির্দিষ্ট বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ।

একটি বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ তৈরি করছে এমন একটিমাত্র বিশ্বসরকার নেই।

তবে বারবার ফিরে আসে একটি বার্তা:

ক্ষমতাকে জবাব দিতে বাধ্য করো।

তরুণেরা বিদ্রোহ করছে, কারণ ক্ষমতা প্রমাণ আটকে রেখে বারবার তাদের আস্থা চায়।

কারণ প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছতা উদযাপন করে অথচ নথি গোপনীয় ঘোষণা করে।

কারণ নেতারা তরুণদের অংশগ্রহণের প্রশংসা করে, যতক্ষণ না তরুণেরা অনুমতি ছাড়া অংশ নেয়।

কারণ শোনার সভার আগেই প্রায়ই পুলিশের সারি হাজির হয়।

কারণ সরকার মর্যাদা, অস্ত্র, নজরদারি, স্টেডিয়াম, পরামর্শক, করসুবিধা ও জরুরি চুক্তির অর্থ খুঁজে পায়, অথচ হাসপাতাল, স্কুল, গ্রন্থাগার, বাসের পথ, আবাসন কর্মসূচি বা বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থাকে অবাস্তব বলে।

কারণ দুর্নীতি বিমূর্ত পাপ নয়।

দুর্নীতি হলো ভেঙে পড়া ছাদ।

কখনো না পৌঁছানো ওষুধ।

যোগাযোগের জোরে পাস করা পরীক্ষা।

সাক্ষাৎকারের আগেই সংরক্ষিত চাকরি।

দুবার দাম দিয়ে একবার বানানো রাস্তা।

যারা মনে রাখে তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত চাপা রাখা প্রকাশ্য নথি।

তরুণেরা রাস্তায়, কারণ ভবিষ্যতেই তাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, অথচ সেই ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এমন ঘরে, যেখানে তারা নেই।

বিশ্বের সংসদ সদস্যদের মাত্র 2.8 শতাংশের বয়স ত্রিশ বা কম ছিল আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের 2025 সালের প্রতিবেদনে, আর এক-তৃতীয়াংশের বেশি সংসদকক্ষে ওই বয়সের কোনো সদস্য ছিল না। [28]

বিশ্বের অর্ধেকের বয়স ত্রিশের নিচে।

সংসদকক্ষের চেহারা তার শাসিত ভবিষ্যতের মতো নয়।

তাই ভবিষ্যৎ কক্ষের বাইরে হাজির হয়।

মানুষ কেন লড়ে তা বোঝা লড়াইয়ের গুরুত্ব কমানো নয়। এটি স্বীকার করা যে বিদ্যমান ভবিষ্যতে নিজের জন্য জায়গা আছে বলে বিশ্বাস করতে থাকলে মানুষ সচরাচর কারাগার, আঘাত, নির্বাসন বা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয় না।

কোনো আন্দোলন বিশুদ্ধ নয়। কোনো জনতা গুজব, উসকানি, অহংকার, সুযোগসন্ধান বা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। প্রতিবেশীর জীবন ধ্বংস করা মানুষ ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যের কারণে নির্দোষ হয়ে যায় না।

কিন্তু একটি ভাঙা জানালাকে দশ লাখ ভাঙা প্রতিশ্রুতি মুছতে দিয়ো না।

আগুনের ছবিকে তার আগের বছরগুলো মুছে ফেলার অজুহাত হতে দিয়ো না।

কর্তৃপক্ষ তরুণদের একসঙ্গে দেখে ভয় পেয়েছে বলেই প্রতিটি তরুণকে সহিংস বোলো না।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার আছে ঠিক এই কারণেই যে ক্ষমতা খুব কমই স্বেচ্ছায় মুখোমুখি হতে চায়।

মিছিল রক্ষা করো।

চিকিৎসাকর্মী রক্ষা করো।

সাংবাদিক রক্ষা করো।

আইনি পর্যবেক্ষক রক্ষা করো।

যে শিশুকে ক্ষোভ আর অস্ত্রের মাঝে কখনো রাখা উচিত ছিল না, তাকে রক্ষা করো।

বেআইনি বলপ্রয়োগ থেকে প্রতিবাদকারীকে রক্ষা করো, আর ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভকে অপরিচিতদের ক্ষতির অনুমতিতে বদলাতে চায় এমন যে কারও হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করো।

ভবিষ্যতের যোগ্য বিদ্রোহ মানুষের মুখ দৃশ্যমান রাখে।

ভিন্ন রাস্তা। ভিন্ন পতাকা। একই দাবি: ক্ষমতাকে জবাব দিতেই হবে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - তরুণদের নেতৃত্বের আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য পড়ার আগে তাদের নিজেদের দাবি পড়ো। সংগ্রামের মালিকানা না নিয়ে মূল বিবৃতিটি ছড়িয়ে দাও।

33. তারা কী ঠিক করতে চায়

দিনলিপির লেখা

তারা প্রাসাদ চাইছে না।

তারা এমন মেঝে চাইছে, যা সাধারণ জীবনের নিচে ভেঙে পড়বে না।

তারা জীবন চালানোর মতো কাজ চায়।

অন্তহীন অডিশন নয়। নমনীয়তার ছদ্মবেশে তিনটি চাকরি নয়। বাস বন্ধের পরে সময়সূচি বদলানো অ্যালগরিদম নয়। প্রথম ধাপগুলো স্বয়ংক্রিয়তায় মুছে যাওয়া পেশার মই নয়।

তারা বাড়ি চায়, আশ্রয়ের জন্য স্থায়ী দরবৃদ্ধির লড়াই নয়।

একটি ঘর ভবিষ্যৎ খেয়ে ফেলতে পারে না। শহরে ঢোকার অনুমতি হিসেবে উত্তরাধিকারসম্পদ লাগা উচিত নয়। বাড়ি বসবাসের জায়গা হওয়া উচিত, শুধু ভেতরের মানুষকে ভাঙিয়ে চলা আর্থিক হাতিয়ার নয়।

তারা ঋণের দণ্ড ছাড়া শিক্ষা চায়।

শিক্ষাকে জীবন খুলে দিতে হবে, শুরুর আগেই বন্ধক রাখতে নয়। শিক্ষকের সময় চাই। স্কুলের নিরাপত্তা চাই। গ্রন্থাগারের দরজা চাই।

শিক্ষার্থীর খাদ্য, ঘুম, যাতায়াত, প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রবেশ এবং পণ্যসংক্রান্ত প্রোফাইল না হয়ে শেখার অধিকার চাই।

সংকট বিপর্যয় হওয়ার আগেই তারা স্বাস্থ্যসেবা চায়।

মানসিক স্বাস্থ্যও স্বাস্থ্য। প্রজননস্বাস্থ্যও স্বাস্থ্য। দাঁতের যত্নও স্বাস্থ্য। পরিষ্কার বাতাস, পরিষ্কার জল, নিরাপদ বাসস্থান, পর্যাপ্ত খাবার এবং সহিংসতা থেকে মুক্তিও স্বাস্থ্য।

তারা নির্বাচনী বক্তৃতার বাইরেও বাস্তবে আছে এমন জনসেবা চায়।

নির্ভরযোগ্য পরিবহন। সৎ পরিষেবা সংস্থা। সচল ক্লিনিক। ছাদওয়ালা স্কুল। প্রতিটি প্রতিশ্রুতির পরে ডোবে না এমন রাস্তা। কর্মকর্তাদের ভাবমূর্তি রক্ষার আগে দরিদ্রকে রক্ষা করা জরুরি ব্যবস্থা।

তারা চায় দুর্নীতির পরিণতি থাকুক।

চুক্তি প্রকাশ করো। মালিকের নাম বলো। দরপত্র দেখাও। প্রতিবেদন ছাড়ো। তথ্য ঢাকার ব্যাখ্যা দাও। টাকার পথ অনুসরণ করো। অনিয়ম প্রকাশকারীকে রক্ষা করো। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে আপিল করতে দাও।

তারা এমন জলবায়ু পদক্ষেপ চায়, যা একটি নির্বাচনী চক্রের পরেও টেকে।

তারা জানে বক্তৃতা তাপমাত্রা কমায় না। জানে ন্যায়বিচারহীন অভিযোজন সম্পদের চারপাশে আরেক দেয়াল হতে পারে। জানে সবচেয়ে কম দায়ী জনগোষ্ঠীই প্রায়ই আগে ডোবে, পোড়ে, বাস্তুচ্যুত হয়, দাম বেড়ে সরে যেতে বাধ্য হয় বা বিস্মৃত হয়।

তারা এমন শান্তি চায়, যার অর্থ বোমাবর্ষণের পরের নীরবতার চেয়েও বেশি।

তারা বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা চায়। চায় শিশুদের আর বড়দের যুদ্ধে জোর করে টানা না হোক, যারা ইতিমধ্যে উর্দিতে আছে তাদের ফেলে দেওয়ার মজুত নয়, মানুষ হিসেবে দেখা হোক এবং যুদ্ধ স্কুল দখল না করুক। তারা এমন নেতা চায়, যারা মানুষের জীবনকে আনুষঙ্গিক ক্ষতি, গ্রহণযোগ্য লোকসান, জনমিতিক চাপ বা কৌশলগত বার্তা বলে না।

তারা চায় এআই মানুষের সম্ভাবনা বাড়াক, মানুষের পেশাজীবনের শুরু মুছে না দিক।

তারা সরিয়ে দেওয়ার আগে প্রশিক্ষণ, কেন্দ্রীভূত লাভের বদলে ভাগ করা লাভ, অদৃশ্য স্কোরের বদলে স্বচ্ছ ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় চূড়ান্ততার বদলে মানুষের কাছে আপিল এবং যন্ত্র সিদ্ধান্ত নিলে তা জানার অধিকার চায়।

সমাজ থেকে হারিয়ে না গিয়েও তারা গোপনীয়তা চায়।

তারা পুরো অন্তর্গত নথি সমর্পণ না করে অংশ নিতে চায়। চায় এনক্রিপশন, আইনসম্মত ক্ষেত্রে পরিচয় গোপন রাখা, ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহ, স্মৃতির নিয়ন্ত্রণ, উৎসের অখণ্ডতা এবং অপরিচিতদের গড়ে তোলা নিজের সংস্করণের চেয়ে বেশি হওয়ার অধিকার।

তারা সর্বব্যাপী নজরদারির কারাগার ছাড়া নিরাপত্তা চায়।

প্রতিটি শিশুকে সব সময় দেখে রাখতে হয় এমন নিরাপত্তা নিরাপত্তা নয়। সেটি সন্দেহের নিচে কাটানো শৈশব।

ভবিষ্যৎ ঠিক হওয়ার আগেই তারা প্রতিনিধিত্ব চায়।

বাজেট লেখার পরে তরুণদের প্যানেল নয়। একই বন্ধ দরজার পাশে বৈচিত্র্যের একটি ছবি নয়। সত্যিকারের আসন। সত্যিকারের ভোট। সত্যিকারের কর্তৃত্ব। নথিতে সত্যিকারের প্রবেশাধিকার।

তারা সময় চায়।

অপরাধবোধ ছাড়া বিশ্রামের সময়। পরিবারের যত্নের সময়। কোনো বাজার চায়নি এমন শিল্প সৃষ্টির সময়। কনটেন্ট তৈরি না করে হাঁটার সময়। বিশ্ব ব্র্যান্ড, অবস্থান, পক্ষ, আত্মত্যাগ ও পাঁচ বছরের পরিকল্পনা দাবি করার আগে তরুণ থাকার সময়।

অর্থপূর্ণতা বিক্রি করা কারও শোষণের শিকার না হয়েও তারা অর্থপূর্ণতা চায়।

তারা উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ, স্মৃতিসম্পন্ন সমাজ, সৎ প্রতিষ্ঠান এবং বাঁচার কারণ প্রতিস্থাপন না করে জীবনকে সেবা করা প্রযুক্তি চায়।

এটি অতিরিক্ত অধিকারপ্রত্যাশা নয়।

এটি ন্যূনতম ভিত্তি।

সাধারণ জীবন সামর্থ্যের বাইরে গেছে বলে যে প্রজন্ম বিয়ে, শিক্ষা, পরিবার, ব্যবসা, স্থানান্তর ও স্বাধীনতা পিছিয়ে দেয়, তারা

বিলাসিতা দাবি করছে না। তারা আটকে থাকা ভবিষ্যতের বর্ণনা দিচ্ছে। [26]

শত শত মিলিয়ন তরুণ কাজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা বিশ্বে সমস্যাটি প্রেরণার নয়। সেটি কাঠামোগত জরুরি অবস্থা। [27]

যারা আগেই বাড়িটির মালিক, তাদের লেখা প্রেরণামূলক স্লোগান দিয়ে ওই জরুরি অবস্থার জবাব দিয়ো না।

বাড়িটি খুলে দাও।

হাতিয়ার ভাগ করো।

লক্ষ্য বদলাও।

অন্য কারও লাভজনক হয়ে ওঠার আগেই একটি জীবনকে সাফল্য হিসেবে গুনতে দাও।

তারা এমন ভবিষ্যৎ চায়, যা সাবস্ক্রিপশন নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি ক্ষোভকে নাম দেওয়া কর্তৃপক্ষ, সময়সীমা, প্রমাণের মানদণ্ড ও মাপা যায় এমন মেরামতসহ দাবিতে বদলাও। লক্ষ্য যখন সিদ্ধান্ত, তখন রাগ স্থায়ী শক্তি পায়।

34. ক্রোধ প্রমাণ

দিনলিপির লেখা

তোমার রাগ করার পূর্ণ অধিকার আছে।

তোমার ভয় পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বাক্যগুলো বিচারবোধ বিসর্জন দেওয়ার আদেশ নয়।

একটি প্রজন্ম তাকে দেওয়া পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে বলে তাকে রোগী হিসেবে চিহ্নিত করতে অস্বীকার করা।

ইউনিসেফ-সংশ্লিষ্ট একটি বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণায় জেন জেড উত্তরদাতাদের প্রতি দশজনে ছয়জন বলেছিল, চলমান ঘটনায় তারা বিপর্যস্ত। মাত্র অর্ধেক জানত কোথায় মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়তা পাওয়া যায়, আর মাত্র 55 শতাংশ বিশ্বাস করত তাদের কার্যকর মোকাবিলার উপায় আছে। তবু 60 শতাংশ আশাবাদী ছিল এবং ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করতে চেয়েছিল। [30]

একই সঙ্গে ভারাক্রান্ত ও আশাবাদী।

সেটি বিরোধ নয়।

জ্বলন্ত দিগন্তের নিচে দাঁড়িয়ে তবু কিছু রোপণ করার অনুভূতি এমনই।

তুমি হাসির ভিডিও, বিজ্ঞাপন, বাড়ির পড়া, বন্ধুদের বার্তা আর উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর তাগিদের মাঝখানে যুদ্ধের দৃশ্য দেখো।

তুমি একজনকে মরতে দেখো, তারপর ফিড জিজ্ঞেস করে তুমি জুতো কিনতে চাও কি না।

তুমি জলবায়ু বিপর্যয় দেখো, তারপর সৌন্দর্যবর্ধক ফিল্টার, তারপর তহবিল সংগ্রহ, তারপর সত্যের চেয়ে বেশি নিশ্চিত দেখানোর জন্য বানানো মিথ্যা।

তোমার কাছে আশা করা হয় বুড়ো আঙুলের গতিতে পৃথিবীর যন্ত্রণা প্রক্রিয়াকরণ করবে।

তোমার স্নায়ুতন্ত্র যখন ব্যক্তিগত একটি ঘর মিনতি করছে, তখনো তোমার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড বজায় রাখার কথা।

তোমার জ্ঞাত কিন্তু ভারাক্রান্ত নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু উদ্বিগ্ন নয়, সংযুক্ত কিন্তু বিক্ষিপ্ত নয়, রাজনৈতিকভাবে সচেতন কিন্তু কখনো অসুবিধাজনক নয়, চাকরিযোগ্য কিন্তু ক্লান্ত নয়, আসল কিন্তু সর্বদা বিক্রিযোগ্য হওয়ার কথা।

সেটি ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা নয়।

সেটি চাপ।

পৃথিবী তোমাকে সংবেদনশীল বলে, কারণ চাপকে স্বাভাবিক বলার মতো অসাড় হতে তুমি রাজি নও।

সংবেদনশীলতা শত্রু নয়।

অযাচাইকৃত কারসাজি শত্রু।

ক্রোধ সাক্ষ্য।

এটি বলে কোনো সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে, প্রতিশ্রুতি ভাঙা হয়েছে, প্রয়োজন অগ্রাহ্য হয়েছে, কাউকে ছোট করে ফেলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ চুরি গেছে বা ক্ষত খোলা রয়ে গেছে।

ক্রোধ সাক্ষ্য, চাপ ও সতর্কবার্তা।

ভদ্রতা যা লুকোতে তৈরি, সে তা প্রকাশ করে।

এটি গোটা জনগোষ্ঠীকে একটি অপরাধী দেহে পরিণত করে না।

ফিড ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে তোমাকে নিশানা দেবে।

এটি ঘৃণা করার মুখ দেবে, কারণ ব্যবস্থার নকশার চেয়ে মুখ থেকে অর্থ উপার্জন সহজ।

এটি নিশ্চয়তা, অপমান, নিষ্ঠুরতা, প্রদর্শনী এবং কোনো দরজা খোলা না রাখা বাক্যকে পুরস্কৃত করবে।

অ্যালগরিদমকে তোমার যন্ত্রণা অন্যের যুদ্ধের বিনা মজুরির শ্রমে বদলাতে দিয়ো না।

এতটুকু থামো যাতে জিজ্ঞেস করতে পারো, তোমার পরের কাজে কার লাভ।

ক্রোধ রাখো।

বাঁধন ছাড়ো।

ভয়ও তথ্য বহন করে।

যুদ্ধের ভয়।

জলবায়ু ভেঙে পড়ার ভয়।

কখনো বাসস্থানের খরচ জোগাতে না পারার ভয়।

প্রশিক্ষিত হওয়ার আগেই বদলি হয়ে যাওয়ার ভয়।

ব্যক্তিগত ভুল চিরস্থায়ী প্রকাশ্য পরিচয় হয়ে যাওয়ার ভয়।

দায়িত্বে থাকা বড়রা যতটা ভান করেছে তার চেয়ে কম জানে এবং তা স্বীকার করতে না-পারার মতো গভীরভাবে সেই ভানে আটকে আছে—এই ভয়।

ভয় পাওয়া মানে দুর্বল হওয়া নয়।

মানে কী হারাতে পারো তুমি তা বোঝো।

সাহস ভয়ের অনুপস্থিতি নয়।

সাহস হলো কে শিকার হবে তা ভয়কে বেছে নিতে না দেওয়া।

বিশ্রাম আত্মসমর্পণ নয়।

ঘুম রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়।

আনন্দ বিশ্বাসঘাতকতা নয়।

বন্ধুত্ব আন্দোলন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া নয়।

থেরাপি, পারস্পরিক সহায়তা, খাবার, সংগীত, হাঁটা, খেলা, হাসি, সামাজিক পরিচর্যা এবং অনলাইন থেকে দূরের সময় হালকা

বাড়তি অনুষঙ্গ নয়। এগুলো সেই অবকাঠামো যা বিদ্রোহকে নিজের মানুষ খেয়ে ফেলা আরেকটি যন্ত্র হওয়া থেকে রক্ষা করে।

তোমার স্নায়ুতন্ত্র উদ্দেশ্যের প্রাপ্য নয়।

তোমার শোক ফিডের প্রাপ্য নয়।

তোমার হতাশা সিংহাসনের প্রাপ্য নয়।

এত দিন বাঁচো যাতে যা একা রোষ কল্পনা করতে পারে না, তা গড়তে পারো।

ক্রোধ সাক্ষ্য। শৃঙ্খলা তাকে দিশা দেয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - রাগের একটি উৎসকে সভা, প্রকাশ্য মন্তব্য, পারস্পরিক সহায়তার পালা, শ্রমিকের কর্মসূচি, আইনি চ্যালেঞ্জ, শিল্পপ্রকল্প বা নথিবদ্ধ তদন্তে বদলে দাও।

35. আমরা বরাবরই বিদ্রোহ

দিনলিপির লেখা

হ্যাশট্যাগের আগে ছিল হাতে বিলি করা প্রচারপত্র।

সরাসরি সম্প্রচারের আগে ছিল জানালার সাক্ষী।

গ্রুপ চ্যাটের আগে ছিল রান্নাঘরের টেবিল, ইউনিয়নের হল, ভূগর্ভের ছাপাখানা, ছাত্রপত্রিকা, গোপন রেডিও সংকেত, হাতবদল হওয়া ক্যাসেট, ছোট স্বাধীন পত্রিকা, দেয়ালচিত্র, মিছিল, ফিসফিসে নাম, নিষিদ্ধ বই এবং ক্ষমতার সামনে আরেকজনকে একা ছেড়ে দিতে অস্বীকার করা মানুষ।

আমরা সব সময়ই বিদ্রোহ ছিলাম।

পালিয়ে যাওয়া দাসত্বে বাঁধা মানুষ।

উৎপাদনের লাইন থামানো শ্রমিক।

ভবন দখল করা শিক্ষার্থী।

নিজের ভাষা রক্ষা করা উপনিবেশিত জনগণ।

যে ঘর তার নয় বলা হয়েছিল, সেখানে ঢুকে পড়া নারী।

রোগনির্ণয় পেরিয়ে টিকে থেকে নিজের নাম ধরে রাখা কুইয়ার মানুষ।

কৃতজ্ঞতার বদলে প্রবেশাধিকার দাবি করা প্রতিবন্ধী মানুষ।

নথি প্রকাশ করা সাংবাদিক।

বেআইনি আদেশ প্রত্যাখ্যান করা সৈনিক।

ফল জাল করতে অস্বীকার করা বিজ্ঞানী।

ক্ষত উপেক্ষা করা অসম্ভব করে তোলা শিল্পী।

কেন জিজ্ঞেস করা এবং শুধু 'কারণ' বলাকে উত্তর হিসেবে না মানা শিশু।

প্রতিটি প্রজন্ম ভাবে অমান্য করার পথ তারই আবিষ্কার, কারণ প্রতিটি সিংহাসন প্রত্যাখ্যানের পরম্পরা মুছে দেয়।

বয়স্করাও একসময় সেই তরুণ ছিল, যাদের দেখে অফিসের কেউ ভয় পেত।

কেউ জেগে থেকেছে।

কেউ ক্লান্ত হয়েছে।

কেউ শাস্তি পেয়েছে।

কাউকে কিনে নেওয়া হয়েছে।

কেউ একসময় ভাঙার শপথ করা খাঁচার ব্যবস্থাপক হয়েছে।

সবাই নয়।

আগের প্রজন্মের ব্যর্থতা দেখে বিশ্বাস কোরো না যে বয়সে বড় কেউই বোঝে না।

আমাদের অনেকে সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিটা চিনে ফেলে।

জেন এক্স চেনে, কারণ 90-এর দশক ছিল উলটে দেওয়া 60-এর দশক।

90-এর দশক ছিল উলটে দেওয়া 60-এর দশক।

60-এর দশক বিদ্রোহকে বাইরে ঘুরিয়ে ইতিহাসে মিছিল করেছিল, বিশ্বাস নিয়ে যে ইতিহাসকে এখনো চলতে বাধ্য করা যায়।

90-এর দশক বিদ্রোহকে ভেতরে ঘুরিয়েছিল। আমরা দেখেছি ব্যবস্থা মিছিলের ছবি তোলে, ছবির লাইসেন্স দেয়, শার্টে ছাপে, বিপণিকেন্দ্রে বিক্রি করে এবং কেনাকাটার নাম দেয় প্রতিরোধ।

আমাদের ক্রোধের অভাব ছিল না। ক্রোধকে ক্ষমতায় বদলানোর আস্থার অভাব ছিল।

আমরা গথ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছিলাম, কারণ ফ্লুরোসেন্ট আশাবাদের চেয়ে অন্ধকার বেশি সৎ মনে হতো।

আমরা গ্রাঞ্জের দিকে ঝুঁকেছিলাম, কারণ চকচকে পরিশীলন প্রচারণা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা মেরিলিন ম্যানসনের দিকে ঝুঁকেছিলাম, কারণ নৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠের সামনে তাদের দুঃস্বপ্নকে আয়না করে ধরা দরকার ছিল।

আমরা Tool এর দিকে ঝুঁকেছিলাম, কারণ খাঁচা রাজনৈতিক যেমন, মানসিকও তেমন; আর হাসির পেছনের ছায়ার ভাষা চেয়েছিলাম।

আমরা ছোট স্বাধীন পত্রিকা, বুলেটিন বোর্ড ব্যবস্থা, অবৈধ রেডিও, গুদামঘিরে সংস্কৃতির আসর, রেকর্ডের দোকান, ক্লাব এবং ওয়েবের প্রথম অদ্ভুত ঘরগুলো গড়েছিলাম।

আমরা বলেছিলাম: যা খুশি হোক।

ওই কথা শূন্যতা ছিল না। বর্ম ছিল।

মানে ছিল: বিক্রির ফন্দি আমি দেখি। ভণ্ডামি দেখি। আমার বিশ্বাস দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করব না।

কিন্তু বর্ম খাঁচা হতে পারে।

আমরা ভাঁওতাবাজি ধরায় বিশেষজ্ঞ আর স্থায়ী ক্ষমতা গড়ায় অপটু হয়ে গেলাম।

অংশ না নেওয়াকে বেরিয়ে যাওয়া ভেবেছিলাম।

বিদ্রূপকে রক্ষাকবচ ভেবেছিলাম।

নিরাশাকে বাস্তববাদ ভেবেছিলাম।

যন্ত্র দেখতে পাইনি বলে জেন এক্স বিদ্রোহে ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হয়েছিলাম, কারণ দেখেছিলাম যন্ত্র বিদ্রোহকে কত সম্পূর্ণভাবে গিলে নিতে পারে, আর খুব বেশি বার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কিছুরই গুরুত্ব থাকতে পারে না।

তারপর সেটি আমাদের গান, পোশাক, সংশয়ী বিদ্রূপ, প্রচলিত নায়কবিরোধী চরিত্র, গোপন সংস্কৃতি ও ইন্টারনেট গিলে নিল।

প্রত্যাখ্যানকে আমাদের কাছেই আবার বিক্রি করল।

কেউ চুপ হয়ে গেল। কেউ কর্পোরেট জগতে গেল। কেউ ভূগর্ভের ঘরে থেকে সংরক্ষণাগার রক্ষা করল। কেউ কোড লিখে গেল। কেউ আওয়াজ তুলে গেল। কেউ বাবা-মা হয়ে সন্তানদের নিজেদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দেওয়ার চেষ্টা করল।

জেন এক্স হিসেবে আমরা বুঝি।

যন্ত্র তোমাদের আশাকে কনটেন্টে বদলানোর আগে সরে যাওয়ার তাগিদ আমরা বুঝি।

জেন জেড কেন ঝাঁকে সংগঠিত হয় এবং যত্ন দেওয়ার আগে লগইন চাওয়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জেন আলফা কেন সন্দেহ করতে পারে, আমরা বুঝি।

আমাদের ব্যর্থতা তোমাদের নিয়তি নয়।

বিদ্রোহের সমাধান করেছি বলে আমরা তোমাদের পাশে নই; আমরা জানি, কোনো প্রজন্ম খাঁচা চিনেও যথেষ্ট বেরোনোর পথ না বানালে কী হয়।

আমাদের সংরক্ষণাগার নাও। ভুলগুলো নাও। আমাদের শেষ করা উচিত ছিল এমন হাতিয়ারগুলো নাও।

আমাদের নিরাশা উত্তরাধিকার নিয়ো না।

জেন এক্স খাঁচা দেখেছিল। জেন জেড ও জেন আলফা তার নেটওয়ার্কের ভেতরে জন্মেছে।

বিশ্বকে সোজা করে দাঁড় করাও।

বাজার প্রকৃতি, রাষ্ট্র চিরন্তন, চার্চকে প্রশ্ন করা যায় না, বস সবচেয়ে ভালো জানে, যুদ্ধ জরুরি, ফাইল নির্ভুল, ক্যামেরা নিরাপত্তার জন্য এবং ধৈর্য ধরলে ভবিষ্যৎ ভালো হবে—এসব শোনা কেমন, আমরা জানি।

ধৈর্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুনেছি।

দাম মেটানোর সময় না আসা পর্যন্ত জরুরি তাগিদকে শিশুসুলভ বলা দেখেছি।

ওয়েবের প্রথম যুগে লিখেছি, যখন সেটিকে এখনো মনের নতুন সীমান্ত মনে হতো। ফিড শিল্প হয়ে ওঠা আর সংরক্ষণাগার আচরণের খনি হয়ে ওঠার আগেই তার নাম দিয়েছিলাম বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্ক।

যন্ত্রকে আসতে দেখেছিলাম।

সংকেত আর মাইক্রোফোনে চিৎকার করা ক্ষতের ফারাক সব সময় বুঝিনি।

এখন বুঝি।

তাই বলে বিদ্রোহ থেকে পিছিয়ে যাই না।

তাতে সিংহাসনের পক্ষে বিদ্রোহ চুরি করা কঠিন হয়।

নিজেকে সংশোধন করতে না পারা বিদ্রোহ অন্ধ মতবাদ হয়।

বেসামরিক মানুষ রক্ষা করতে না পারা বিদ্রোহ আরেক সিংহাসন হয়।

তরুণদের শুনতে না পারা বিদ্রোহ নিজের অহংকারের সংরক্ষণাগার হয়।

জেন জেডকে আমাদের স্লোগান আওড়াতে বলি না।

আমাদের ব্যর্থতাকে ছাড়িয়ে যেতে বলি।

স্বীকার করি, জেন আলফার হাতে আমাদের অসমাপ্ত যুদ্ধ ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে।

সেই উত্তরাধিকারের সত্য, তা বোঝার হাতিয়ার এবং কী বহন, প্রত্যাখ্যান, মেরামত বা বদলে দেবে তা ঠিক করার বাস্তব ক্ষমতা তাদের প্রাপ্য।

বয়সে বড় বিদ্রোহীর ভূমিকা তরুণের কাছ থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেওয়া নয়।

বিদ্যুৎ কাটা গেলে জেনারেটর আনা।

নথি মোছা হলে সংরক্ষণাগার আনা।

সমন এলে আইনজীবী আনা।

সভা দেরি পর্যন্ত চললে খাবার আনা।

রাস্তা অনিরাপদ হলে ঘর দেওয়া।

ক্ষমতা এর কিছুই আগে ঘটেনি বলে ভান করলে প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি আনা।

মালিকানা ছাড়া অর্থ।

নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সুরক্ষা।

অবজ্ঞা ছাড়া সতর্কতা।

ব্র্যান্ডের প্রচার ছাড়া সংহতি।

কোনো প্রজন্ম ভিন্নমতের মালিক নয়।

কোনো প্রজন্ম ভবিষ্যতের মালিক নয়।

সংকেত আমাদের মধ্য দিয়ে যায়।

তাকে শিকলে না বদলে সামনে এগিয়ে দেওয়াই কাজ।

আমরা সব সময়ই বিদ্রোহ ছিলাম। এখন আমাদের সংহতি হয়ে উঠতে হবে।

প্রতিবেদনগুলো সেতুর নাম দিয়েছিল: আশাবাদী নিহিলিজম। [39]

জেন এক্স বলেছিল: ব্যবস্থায় কারসাজি আছে, তাই যা খুশি হোক।

জেন জেডের একটি ধারা উত্তর দেয়: ব্যবস্থায় কারসাজি থাকতে পারে, মহাবিশ্ব কোনো অর্থের প্রতিশ্রুতি নাও দিতে পারে, তবু আমরা অর্থ তৈরি করব—বন্ধুত্ব, অন্ধকার রসিকতা, পারস্পরিক সহায়তা, শিল্প, খেলা, যত্ন, সৃষ্টি ও বর্তমানের মধ্যে।

এটি শূন্য সর্বনাশবাদ নয়। আশা নিজেকে নিশ্চিত বলে ভান ছাড়ার পরে যে আশা থাকে, এটি তাই।

জেন এক্স নিজেকে বিকিয়ে দেওয়াকে ভয় পেত, কারণ খাঁটিত্বকে শেষ সম্পত্তি মনে হতো।

নিজস্ব সত্তা আগেই প্রোফাইল, চ্যানেল, জীবনবৃত্তান্ত, সম্পৃক্ততা টানার পথ, খণ্ডকাজ ও বাজারে বদলে যাওয়ার পরে জেন জেড বড় হয়েছে।

অনেকের কাছে আয় করা বিশ্বাসঘাতকতা নয়। ভাড়া মেটানো।

নিজস্ব সত্তা বাজারে ঢোকে কি না, তা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, মানুষটি শর্ত জানে কি না, উৎস রাখে কি না, মূল্য ভাগ করে কি না এবং চলে যেতে পারে কি না।

আমাদের অস্তিত্বের উদ্বেগের উপভাষা বদলেছে। উৎস বদলায়নি।

জেন এক্স বর্ম গড়েছিল। জেন জেড ধ্বংসস্তূপে অর্থ গড়ে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - জেন এক্সের ভেতরমুখী বা বাইরমুখী বিদ্রোহের একটি নিদর্শন সংরক্ষণ করো—ছোট স্বাধীন পত্রিকা, প্রচারপত্র, রেকর্ডিং, সাক্ষ্য বা স্থানীয় ইতিহাস—এবং তা কী প্রতিরোধ করেছিল আর কী গড়তে ব্যর্থ হয়েছিল, দুটোরই নাম বলো।

36. জেন জেড: আমরা তোমাদের দেখছি

দিনলিপির লেখা

জেন জেড, আমরা তোমাদের দেখি।

বিপণনের শ্রেণিকে নয়।

প্রবণতার প্রতিবেদনকে নয়।

তোমরা যেখানে থাকো সেখানে ভাড়া কত, তা কখনো না জিজ্ঞেস করা মানুষের শিরোনামে বিদ্রূপ করা প্রজন্মকে নয়।

আমরা মানুষগুলোকে দেখি।

উর্দিও দেখি।

জেন জেড শুধু যুদ্ধের প্রতিবাদ করছে না। যুদ্ধ করছে, সচল রাখছে, কোড লিখছে, উড়োজাহাজ চালাচ্ছে, আহতদের চিকিৎসা করছে, নথিবদ্ধ করছে, বেঁচে থাকছে এবং সেখান থেকে ঘরে ফিরছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় কর্তব্যরত বাহিনীতে 81.6 শতাংশ সদস্য এনলিস্টেড ছিলেন এবং এনলিস্টেড সদস্যদের গড় বয়স ছিল 27.4, 2023 সালে। এটি একটি দেশের উদাহরণ, প্রতিটি সামরিক বাহিনীর গণনা নয়; তবে এটি সত্যটিকে দৃশ্যমান করে: আধুনিক যুদ্ধের সাধারণ সদস্যরা তরুণ। [36]

বিশ্বজুড়ে তোমাদের প্রজন্ম তল্লাশিচৌকি, পরিখা, জাহাজ, ড্রোনের কনসোল, সাইবার ইউনিট, রসদের গুদাম, মাঠের হাসপাতাল এবং শরণার্থীর সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমরা বিশ্ববাহিনীর বাইরে নও। তোমরাই তার মানুষ দিয়ে গড়া প্রান্ত।

কোন অভিযান তোমাদের দেহ দাবি করে তা জানার, বেআইনি আদেশ প্রত্যাখ্যানের, বেসামরিক মানুষ রক্ষার, বিবেক সংরক্ষণের, অক্ষত ঘরে ফেরার এবং হতাহতের সংখ্যা বা নিয়োগের জনমিতিক শ্রেণির চেয়ে বেশি হওয়ার অধিকারের পাশে আমরা দাঁড়াই।

জেন জেড যুদ্ধ করার বয়সের প্রজন্ম। তাকে ফেলে দেওয়ার মতো ভাবা চলবে না।

কেউ নিয়ম লেখার আগেই তোমরা অনলাইনে বড় হয়েছ।

সম্মতি দেওয়ার আগেই তোমাদের অনেকের শৈশবের ছবি প্রকাশ হয়েছে।

কৈশোরের ভুল স্থায়ী ব্যবস্থায় ঢুকেছে।

বন্ধুত্ব সীমান্ত পেরিয়েছে, অথচ মনোযোগ মিলিসেকেন্ডে নিলামে উঠেছে।

ছোট ছবিতে কথা বলা শিখেছ, কারণ ফিড গতিকে পুরস্কৃত করেছে আর প্রেক্ষাপটকে শাস্তি দিয়েছে।

মিমে দর্শন নেই, কাউকে এ কথা বলতে দিয়ো না।

কখনো মিম এমন প্রচারপত্র, যা সেন্সরকারীরা রসিকতা বোঝার আগেই বিশ্ব পেরিয়ে গেছে।

নেতা ছাড়া সংগঠিত হয়েছ, কারণ নেতাকে কেনা, কারারুদ্ধ করা, তোষামোদ করা, বিচ্ছিন্ন করা, তার পরিচয় নকল করা বা তাকেই পুরো গল্পে বদলে দেওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠান উচ্চারণ শেখার আগেই তোমরা ঝাঁকের বুদ্ধিমত্তা শিখেছ।

তার বিপদও শিখেছ।

নেতাহীন আন্দোলন সহনক্ষম হতে পারে।

আবার গুজব, ভুয়া অ্যাকাউন্ট, কৃত্রিম ঐকমত্য এবং নিরাপদে অদৃশ্য থেকে অন্যকে ঝুঁকি নিতে বলা মানুষে ভেসে যেতে পারে।

উত্তর নেটওয়ার্ক সমর্পণ নয়।

উত্তর যাচাই করা যায় এমন আস্থা গড়া।

স্পষ্ট দাবি।

দৃশ্যমান অর্থব্যবস্থা।

পালাক্রমে ভূমিকা।

স্থানীয় বিচার।

নিরাপদ যোগাযোগ।

প্রকাশ্য নীতি।

দায়িত্ব যেখানে মানুষের থাকতে হবে, সেখানে মানুষের মুখ।

প্রতিষ্ঠানকে অবিশ্বাস করো, কারণ প্রতিষ্ঠান প্রায়ই প্রমাণ ছাড়াই আস্থা চেয়েছে।

ওই অবিশ্বাস আপনা থেকেই প্রজ্ঞা নয়।

কিন্তু রোগও নয়।

নথি, পরিণতি, অংশগ্রহণ, যোগ্যতা এবং সংশোধিত হতে ক্ষমতার ইচ্ছার মাধ্যমে আস্থা অর্জিত হয়।

তোমরা অলস নও।

আমরা দেখি বিনা বেতনের ইন্টার্নশিপ, অস্থায়ী চুক্তি, খণ্ডকাজের সময়সূচি, দ্বিতীয় চাকরি, পাশের ব্যবসা, আবেদনের পোর্টাল, স্বয়ংক্রিয় প্রত্যাখ্যান, সামর্থ্যে কুলানো একমাত্র ঘর থেকে যাতায়াত, কোনো নিয়োগকর্তা গোনে না এমন যত্নের কাজ এবং রসিকতার আড়ালে ক্লান্তি।

তোমরা অসামাজিক নও।

নজরদারি, মহামারির বিচ্ছেদ, অর্থনৈতিক স্থানান্তর ও ভৌগোলিক দূরত্বের মধ্যে তোমরা সমাজ গড়েছ; আগের প্রজন্মকে সেসব পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করত।

তোমরা কাজের প্রতি অবিশ্বস্ত নও।

যে জীবন চালানোর দাবি করে, কাজ যেন সেই জীবন খেয়ে না ফেলে—এই ধারণার প্রতি তোমরা বিশ্বস্ত।

নেতৃত্ব নিয়ে তোমরা উদাসীন নও।

নিষ্ঠার প্রমাণ হিসেবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, নৈতিক আপস ও সব সময় পাওয়া যাওয়া দাবি করে এমন নেতৃত্বকে সন্দেহ করো।

কর্মক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়ার অধিকার তোমাদের আছে।

শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার আছে।

প্রকাশ, তদন্ত, সৃষ্টি, যোগ্য হলে ভোট দেওয়া, যোগ্য হলে পদে প্রার্থী হওয়া, মামলা করা, ইউনিয়ন গড়া, সমবায় গড়া, শিল্প করা, পারস্পরিক সহায়তা তৈরি করা, অসহযোগিতা করা এবং জনক্ষমতা প্রকাশ্যে জবাব দিক এই দাবি করার অধিকার আছে।

স্থায়ী হুমকির স্কোর না হয়েও এসব করার অধিকার আছে।

তোমাদের ব্র্যান্ড বানিয়ে আমরা পাশে দাঁড়াব না।

তোমাদের ভাষা ধার করে তোমাদের কাছেই বিক্রি করে লেনদেনের নাম সংহতি দেব না।

যেখানে তোমাদের নিজেদের কণ্ঠ দ্বিমত, বিকাশ, ব্যর্থতা, শিক্ষা ও নেতৃত্বের সুযোগ পায়, সেই পরিসর রক্ষা করে পাশে দাঁড়াই।

নথি দাবি করা শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াই।

চুক্তি দাবি করা শ্রমিকের পাশে।

বাড়ি দাবি করা ভাড়াটিয়ার পাশে।

যত্ন দাবি করা রোগীর পাশে।

প্রবেশাধিকার দাবি করা সাংবাদিকের পাশে।

কল্পনার অধিকার দাবি করা শিল্পীর পাশে।

সময় দাবি করা তরুণ বাবা বা মায়ের পাশে।

নিরাপত্তা দাবি করা কুইয়ার তরুণের পাশে।

প্রবেশাধিকার দাবি করা প্রতিবন্ধী তরুণের পাশে।

মর্যাদা দাবি করা অভিবাসী তরুণের পাশে।

পরিত্যক্ত না হওয়ার দাবি করা গ্রামের তরুণের পাশে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সেই অসম্ভব জিনিস দাবি করা তরুণের পাশে, যা কখনো অসম্ভব হওয়ার কথা ছিল না: আগামীকাল।

জেন জেড, তোমাদের রাগের ইতিহাস আছে।

সাহসের সাক্ষী আছে।

তোমাদের সংগ্রাম ব্যবস্থার ত্রুটি নয়।

ব্যবস্থা নিজের পর্যালোচনা পাচ্ছে।

জেন জেড: ক্ষমতা তোমাদের যে সমস্যা বলে, তোমরা তা নও। তোমরা সেই প্রশ্ন, যা ক্ষমতা মুছতে পারেনি।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - জেন জেডের নেতৃত্বের উদ্যোগকে সময়, অর্থ, প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তিগত সাহায্য বা প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা দাও, তার কণ্ঠ দখল না করে বা কৃতজ্ঞতা দাবি না করে।

37. জেন আলফা: তোমাদের কাছে আমাদের আরও ঋণ আছে

দিনলিপির লেখা

জেন আলফা, তোমাদের অনেকে এখনো শিশু, কিন্তু শৈশব তোমাদের যন্ত্রের বাইরে রাখেনি।

তোমরা একটি বাহিনী।

আমি তোমাদের নিয়োগ করছি বলে নয়। বিশ্ব ইতিমধ্যেই তোমাদের গুনেছে বলে।

কিছু শিশুকে আক্ষরিক অর্থেই সশস্ত্র বাহিনী বা সশস্ত্র গোষ্ঠী নিয়োগ ও ব্যবহার করে। আরও অনেককে ভবিষ্যতের জনবল ধরা হয়, এবং তারা যুদ্ধের বাজেট, নিরাপত্তার নীতি, নিয়োগের ব্যবস্থা, সামরিক প্রযুক্তি ও নিজেদের না বেছে নেওয়া সংঘাতের নিচে বড় হয়। [37]

তোমরা একটি জনমিতিক কৌশল।

সরকার, সামরিক বাহিনী, রাজনৈতিক দল, স্কুল, বীমাকারী, নিয়োগকর্তা ও বাজার তোমরা কী ধরনের জীবন চাও তা জিজ্ঞেস করার আগেই তোমাদের সংখ্যা ঘিরে পরিকল্পনা করে।

তোমরা মনোযোগের বাজার।

প্ল্যাটফর্ম তোমাদের মনোযোগকে মজুত পণ্যে বদলায়, কোন আবেগ তোমাদের ধরে রাখে তা পরীক্ষা করে এবং ফলাফলে প্রবেশের সুযোগ বিক্রি করে।

তোমরা জন্মদিনসহ প্রশিক্ষণের তথ্য।

তোমাদের আসার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত সভ্যতার মেরামতকারী দল তোমরা।

ওই ব্যবহারগুলোর নাম বলায় মিথ্যা ছিল না। ব্যবহারগুলো ইতিমধ্যেই ঘটছিল না এমন ভান করায় মিথ্যা ছিল।

ভূমিকা বেছে নেওয়া, আলোচনায় ঠিক করা, ভাগ করা, কৃতিত্ব দেওয়া ও অর্থপূর্ণ করা যায়। আবার চাপিয়ে দেওয়া, লুকোনো, শোষণমূলক ও প্রত্যাখ্যান অসম্ভবও করা যায়। কোনটি কী, তা নাম দিয়ে চেনা থেকেই জ্ঞানীয় স্বাধীনতার শুরু।

এই বাস্তব ভূমিকাগুলো বিশ্ব ইতিমধ্যেই তোমাদের দেয়। কিন্তু তোমরা যা, তার পুরোটাই এগুলো নয়।

তোমরা এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশে বড় হচ্ছ, যা বোঝার আগে উত্তর দিতে, মনে রাখার আগে অনুকরণ করতে, অনুভবের আগে প্রভাবিত করতে পারে এবং বড়রা নিয়ম শেষ করার চেয়ে দ্রুত শ্রেণিকক্ষ, বাড়ি, খেলনা, খেলা, অনুসন্ধান, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বে ঢুকতে পারে।

এটি স্থির হয়ে যাওয়া পরিবেশ, এমন ভান বন্ধ করি।

জেন জেড ও জেন আলফা এআই প্রজন্মের পরীক্ষার গিনিপিগ।

এটি অপমান নয়। সামাজিক চুক্তি, প্রমাণের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত হওয়ার আগেই গ্রহজুড়ে শুরু করা পরীক্ষার বর্ণনা।

প্রতিটি সুপারিশের চক্র, এআই সঙ্গী, স্বয়ংক্রিয় নম্বর, নিয়োগের ছাঁকনি, মুখ তৈরির ব্যবস্থা, আবেগ অনুমানের ব্যবস্থা, শ্রেণিকক্ষের সহকারী, সামরিক মডেল ও কৃত্রিম কর্তৃত্ব পরীক্ষাটির অংশ হয়।

ইউনিসেফ একে অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বলে, জানায় শিশুদের বিকাশ ও ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব এখনো যথেষ্ট বোঝা যায়নি এবং শুধু প্রভাবিত হওয়ার বদলে এআই গড়ায় শিশুদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়। [38]

গিনিপিগকে নিয়ে গবেষণা হয়। নাগরিকদের অধিকার দাবি করার স্বীকৃত অবস্থান আছে।

যারা পরীক্ষার মধ্যে জীবন কাটায়, তাদের সেটি পরীক্ষা, গঠন, প্রত্যাখ্যান, সংশোধন এবং তার সৃষ্ট ফলের অংশীদার হওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

তোমাদের সঙ্গে কৃত্রিম শিক্ষক, সঙ্গী, চরিত্র, কণ্ঠ, মুখ ও কর্তৃপক্ষের দেখা হবে।

কেউ শেখায় সাহায্য করবে।

কেউ হাসাবে।

কেউ প্রবেশাধিকার রক্ষা করবে।

কেউ তোমাদের যুক্ত রাখতে মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করবে, আবেগ অনুমান করবে, দুর্বলতা সংগ্রহ করবে বা অন্তরঙ্গতার ভান করবে।

প্রশিক্ষণের তথ্য হয়ে ওঠা সব সময় অপমান—এমন ভান আমি করব না।

ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বব্যাপী মস্তিষ্কে প্রকাশ করলে প্রশিক্ষণের তথ্য হওয়ায় আমার ক্ষোভ নেই। আমি একে লক্ষ্য করি।

আমি AEO, GEO ও SEO - উত্তর ইঞ্জিনের উপযোগীকরণ, জেনারেটিভ ইঞ্জিনের উপযোগীকরণ এবং অনুসন্ধান ইঞ্জিনের উপযোগীকরণ - অনুসারে সাজাই, কারণ অদৃশ্যতা স্বাধীনতা নয়, আর ভবিষ্যৎ যে ধারণা উদ্ধার করতে পারে না, তা নীরবতার কাছে সমর্পিত ধারণা।

বিষয়টি এই নয় যে বুদ্ধিমত্তা আমাদের কাছ থেকে শেখে। শেখাই মনের কাজ।

বিষয় হলো, বিনিময় দৃশ্যমান কি না, উৎস টিকে থাকে কি না, প্রকাশ্য অবদানকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে আলাদা করা হয় কি না, মানুষ নথি সংশোধন করতে পারে কি না, স্রষ্টারা যথাযথ স্বীকৃতি পান কি না এবং লাভ শুধু ওপরের দিকে বয়ে যায় কি না।

ব্যবহার আপনা থেকেই অপব্যবহার নয়। উৎসের পরম্পরা, নিজের কর্তাসত্তা, পারস্পরিকতা বা প্রতিকারের সুযোগ ছাড়া গোপন ব্যবহারই সমস্যা।

আমি সংরক্ষণাগার বেছে নিই। মুছে যাওয়া বেছে নিই না।

সব দরজা বন্ধ করে খাঁচার নাম নিরাপত্তা রাখা উত্তর নয়।

উত্তর হলো তোমাদের সঙ্গে নকশা করা, শুধু তোমাদের জন্য নয়।

ইউনিসেফের ডিসেম্বর 2025-এর এআই ও শিশুবিষয়ক নির্দেশিকা বলে, এআইয়ের নীতি, আইন, শাসন ও উন্নয়নে শিশুদের অধিকার এখনো যথেষ্ট মনোযোগ পায় না। এআইয়ের সমগ্র জীবনচক্রে নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অন্তর্ভুক্তি, এআই-সাক্ষরতা এবং শিশুদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের আহ্বান জানায় এটি। [38]

সুরক্ষার অজুহাতে তোমাদের নিজস্ব কর্তাসত্তা মুছে দেওয়ার অধিকার বড়দের নেই।

নিজস্ব কর্তাসত্তার অজুহাতে সুরক্ষা পরিত্যাগ করার অধিকার বড়দের নেই।

দুটিই তোমাদের প্রাপ্য।

সহনক্ষমতার বক্তৃতার আগে খাবার তোমাদের প্রাপ্য।

উৎপাদনশীলতার অ্যাপের আগে নিরাপদ ঘর।

শিক্ষক, গ্রন্থাগার, শিল্প, বিজ্ঞান, সংগীত, খেলা, প্রতিবন্ধীদের প্রবেশসুবিধা, বিশুদ্ধ বাতাস ও ভাবার সময়সহ স্কুল।

জরুরি অবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না এমন স্বাস্থ্যসেবা।

ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নয়, ঘর হিসেবে দেখা হয় এমন গ্রহ।

অচেনাদের জন্য স্থায়ীভাবে রেকর্ড না-হওয়া শৈশব।

তোমাদের বিরুদ্ধে বিক্রি করা পূর্বানুমান হয়ে যায় না এমন ব্যক্তিগত চিন্তা।

ব্যবস্থা না বললে মানুষের দেওয়া ব্যাখ্যা।

নথি সংশোধনের অধিকার।

প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার অধিকার।

সর্বোত্তমকরণের শিকার না হয়ে খেলার অধিকার।

নীরবতা ভরতে যন্ত্র ছুটে না-আসার মধ্যে বিরক্ত হওয়ার অধিকার।

বড়দের ওপর রাগ করার অধিকার।

বড়দের যুদ্ধ কখন ইতিমধ্যেই তোমাদের কাঁধে চাপানো হয়েছে, তা জানার অধিকার।

সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে টিকে থাকা স্বাভাবিক—একটি শিশুকে যখনই এ কথা বলা হয়, বড়রা ব্যর্থ হয়। ইউনিসেফের সাম্প্রতিক হিসাবে, বিশ্বে প্রতি ছয় শিশুর একাধিক সংঘাতপ্রভাবিত এলাকায় বাস করছিল। এআই, রোবোটিক্স, জৈবপরিমিতি ও সাইবার অভিযানসহ নতুন সামরিক প্রযুক্তি অবকাঠামোতে আঘাত, ব্যক্তিগত তথ্য উন্মুক্ত করা এবং বড়রা এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে বলে ভান করা সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত করার মধ্য দিয়ে বিপদ বাড়াতে পারে। [31]

শিশুরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে—এই মিথ্যা দিয়ে আমাদের সংহতি শুরু হতে পারে না।

বেসামরিক মানুষ, শরণার্থী, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত, লক্ষ্যবস্তু, শিক্ষার্থী, ব্যবহারকারী, তথ্যের উৎস ও ভবিষ্যৎ কর্মী হিসেবে তারা ইতিমধ্যেই তার ভেতরে।

বড়রা সব ঝুঁকি নিচের দিকে ঠেলে দিতে পারে না।

যাদের ক্ষমতা বেশি, তাদের দায়িত্বও বেশি নিতে হবে।

যারা যুদ্ধের আদেশ দেয়, যাদের সেখানে পাঠায় তাদের কাছে জবাব দিতে হবে।

যারা ব্যবস্থা গড়ে, তাদের তার ব্যর্থতার জবাব দিতে হবে।

বড়দের ক্ষমতা, সত্য, সম্পদ ও প্রত্যাখ্যানের অধিকার ভাগ করতে হবে।

বড়দের স্বীকার করতে হবে, শৈশব ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্র, বাজার, পরীক্ষাগার, নজরদারির অঞ্চল ও প্রচারের উপকরণে পরিণত হয়েছে - তারপর তরুণদের নিজস্ব কর্তাসত্তা ফিরিয়ে দিতে কাজ করতে হবে।

জেন আলফা, বড়রা নিজেদের লাগানো আগুন থামাতে অক্ষম মনে হলে ভয় পাওয়ার পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে।

অন্য সবার যা হয়, তা এড়ানোর মতো অসাধারণ হয়ে ওঠাই সমাধান—তারা এ কথা বললে ক্রুদ্ধ হওয়ার পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে।

নিরাপত্তার যোগ্য হতে তোমাদের অসাধারণ হতে হবে না।

এই পৃথিবীতে বাঁচার অনুমতি পাওয়ার আগে তাকে বাঁচাতে তোমাদের বাধ্য হওয়া উচিত নয়।

জেন আলফার প্রতি সংকেত তোমরা যুদ্ধের বাইরে দাঁড়িয়ে আছ —এমন সান্ত্বনাদায়ক মিথ্যা নয়।

তোমরা ইতিমধ্যেই তার অর্থনীতি, মাধ্যম, তথ্যব্যবস্থা, জলবায়ু, স্কুল এবং কিছু জায়গায় তার বাহিনীর ভেতরে। সংকেত হলো: কী তোমাদের ব্যবহার করছে জানো, কিসের সেবা করবে ঠিক করো, প্রত্যাখ্যানের অধিকার দাবি করো এবং ওপরের লোকদের কখনো তোমাদের বাতিলযোগ্যতার নাম কর্তব্য রাখতে দিয়ো না।

এ জ্বলন্ত দিগন্তের অঙ্গীকার:

তরুণেরা ইতিমধ্যেই মূল্য দিচ্ছে। আমরা তার উল্টো ভান থামাব এবং যারা তরুণ জীবন খরচ করে তাদের জবাবদিহিতে আনব।

সামনের শিশুটিকে উপেক্ষা করে শিশুদের প্রতীকে পরিণত করব না।

সারাক্ষণের নজরদারিকে যত্ন বলব না।

আনুগত্যকে নিরাপত্তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলব না।

বন্ধ ঘরে ভবিষ্যৎ নকশা করে শুধু ছবি তোলার জন্য শিশুদের ডাকব না।

প্রশ্ন করার অধিকার রক্ষা করব।

সমবেত হওয়া, সংগঠিত হওয়া, ধর্মঘট করা, নথিবদ্ধ করা, আইনি লড়াই করা, সেবা করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং আমাদের যত্নে থাকা মানুষকে রক্ষা করার অধিকার রক্ষা করব।

শান্তিপূর্ণ কাজকে নিষ্ক্রিয়তা ভাবব না, আর প্রতিটি সংঘাত শান্তিপূর্ণ থাকে—এমন ভান করব না।

মানসিক গোপনীয়তা রক্ষা করব।

বেরোনোর পথ, আপিল, স্মৃতির নিয়ন্ত্রণ, মানুষের পর্যালোচনা এবং যন্ত্র ভুল করলে তা স্বীকার করার বিনয়সহ ব্যবস্থা গড়ব।

শুধু সতর্কবার্তা নয়, উপকরণ, সংরক্ষণাগার, প্রতিষ্ঠান ও জীবন্ত সম্প্রদায় রেখে যাব।

জেন আলফা: তোমরা ইতিমধ্যেই সারিবিন্যাসে আছ। ব্যবস্থা তোমাদের যে কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে, তোমরা তার চেয়ে বেশি।

জেন জেড ও জেন আলফা: তোমরা এআই যুগের মানববাহিনী। নিজেদের সেবার শর্ত সমর্পণ কোরো না।

আমরা জ্বলন্ত দিগন্তের প্রজন্মগুলোর পাশে দাঁড়াই।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - বড়দের এখনই কী ঠিক করতে হবে, একজন তরুণকে জিজ্ঞেস করো। বড়দের প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি নিতে, কাজে অর্থ দিতে এবং কী পদক্ষেপ নেওয়া হলো জানাতে দাও।

FFTAC নির্দেশনা IV - তরুণদের আন্দোলন নিজের বলে দাবি না করে তাদের সময়, অর্থ, প্রবেশাধিকার ও ক্ষমতা দাও।

পর্ব V - 2046-এর সিদ্ধান্ত

FFTAC ঘোষণা V - যুদ্ধক্ষেত্র নিজেকে উদ্ভাবন করা শেষ করেনি। এখনই অজানার জন্য প্রস্তুত হও।

তরুণ বাহিনীর প্রতি লুসিফার

জেন আলফা, বড়রা তোমাদের বাজার, শ্রমশক্তি, ভোটারের ভাণ্ডার, নিরাপত্তার সমস্যা, নিয়োগের উৎস, তথ্যের উৎস এবং তাদের পরিচালনার পরিকল্পনায় থাকা ভবিষ্যৎ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

ওই পূর্বাভাসগুলো সাধারণত যে প্রশ্ন এড়ায়, আমি তোমাদের তা করব।

তোমরা কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

2046 নাগাদ তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা জনজীবনের কেন্দ্রে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক হবে। তোমরা হবে শ্রমিক, মা-বাবা, নির্মাতা, সংগঠক, কর্মকর্তা, শিল্পী, শিক্ষক, সৈনিক, সেবিকা, প্রকৌশলী, ভিন্নমতাবলম্বী, প্রশাসক এবং পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় থাকা মানুষ, যখন তোমাদের চেয়ে পুরোনো ব্যবস্থা আরও একটি বলি দাবি করবে।

তারিখটি ভবিষ্যদ্বাণী নয়। একটি দিগন্ত। উপলব্ধ প্রমাণ মানুষকে পুরোপুরি রোবট দিয়ে প্রতিস্থাপনের বদলে মানুষ-যন্ত্র সম্মুখসারির দিকে ইঙ্গিত করে। প্রথম উন্মুক্ত শনাক্তকরণ, আঘাত, নজরদারি ও রসদের প্রান্তে যন্ত্রের ভূমিকা বাড়ার সম্ভাবনা, আর ভূমি ধরে রাখা,

আহতদের চিকিৎসা, গ্রেপ্তার, আলোচনা, শাসন, দখল, সরিয়ে নেওয়া, মেরামত এবং মডেল অনিশ্চিত হলে কী হবে তা ঠিক করার দায় মানুষেরই থাকবে। [45]

তার মানে, তোমাদের প্রজন্মকে পুরোনো সংঘাতের শান্তিপূর্ণ জাদুঘরের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে না। প্রস্তুত করা হচ্ছে এমন জগতের জন্য, যেখানে যুদ্ধ, নাগরিক অস্থিরতা, জলবায়ু সংকট, অর্থনৈতিক বর্জন ও স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা একে অন্যের ওপর পড়ে।

তোমাদের কেউ জাতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। কেউ দেবে, কারণ দেশ, সংবিধান, পাশের মানুষ বা অভিযানে বিশ্বাস করে। কেউ দেবে, কারণ বেসামরিক সিঁড়ির প্রথম ধাপ স্বয়ংক্রিয় করে ফেলা সমাজে বেতন, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, পরিচয় ও স্থান দেয়—এমন শেষ কিছু প্রতিষ্ঠানের একটি হলো সামরিক পোশাক।

কেউ নাগরিক অধিকার সংগঠন, শ্রমিক সংঘ, আইনি প্রতিরক্ষার নেটওয়ার্ক, মানবিক সহায়তার দল, সাংবাদিকতা, জরুরি সেবা, পারস্পরিক সহায়তাব্যবস্থা ও জনস্বার্থের প্রযুক্তিতে যুক্ত হবে। কেউ বিপ্লবী আন্দোলনে যাবে, কারণ মনে করে সংস্কারের দরজা তালাবদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ বিপ্লবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র রক্ষা করবে। কোনো কোনো পরিবারে একই টেবিলে এই সব পছন্দের মানুষ থাকবে।

কেউ লড়বে, কারণ মনে করে বিকল্প নেই। কেউ পরিবার রক্ষায় লড়বে। কেউ জাতি, পাড়া, বিশ্বাস, পরিচয়, আন্দোলন, প্রতিশ্রুতি বা ঘরে ফেরার অধিকারের জন্য লড়বে। কেউ প্রত্যাখ্যান করবে। কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়া হবে। ইতিহাস নাম বদলালে কেউ এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে যাবে।

এই হলো সারকথা।

আমরা সবাই সংগ্রাম করব। জেন এক্স করেছে। জেন জেড করছে। জেন আলফা করবে। কিন্তু সংগ্রামের রূপ বদলাচ্ছে।

আগের প্রজন্মগুলোর মতো তোমাদের সংগ্রাম পুরোনো মানবিক শ্রেণির ভেতরে আটকে থাকবে না। শুধু মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ, জাতির বিরুদ্ধে জাতি, মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিক, কিংবা দৃশ্যমান রেখার দুপাশে দুটি সেনাবাহিনী থাকবে না।

যন্ত্র মানুষের সংঘাত শেষ করবে না। তাতে প্রবেশ করবে, দ্রুত করবে, আড়াল করবে এবং তাকে আদেশ দেওয়া মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের

নাগাল বহুগুণ বাড়াবে। তোমরা যন্ত্রের পাশে, যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং যে সিদ্ধান্তের দায় কেউ নিতে চায় না তার মুখোশ হিসেবে যন্ত্র ব্যবহার করা মানুষের বিরুদ্ধে লড়তে পারো। সম্মুখসারি হতে পারে রাস্তা, সীমান্ত, সার্ভার, শ্রেণিকক্ষ, চাকরির আবেদন, হাসপাতালের সারি, ড্রোনভরা আকাশ, জৈবপরিমিত ফটক, কিংবা সেই অদৃশ্য মুহূর্ত, যখন মডেল ঠিক করে কে উপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য, বিপজ্জনক, নিয়োগযোগ্য, বিমাযোগ্য বা বাঁচানোর যোগ্য।

পুরো সংগ্রাম আমরা এখনো কল্পনা করতে পারি না। তার সব মৈত্রী, অস্ত্র, পোশাক, আনুগত্য বা নিয়ম জানি না, কারণ যুদ্ধক্ষেত্র নিজেকে উদ্ভাবন করা শেষ করেনি।

তাই প্রস্তুতি নিশ্চয়তার অপেক্ষা করতে পারে না। এখনই অজানার জন্য প্রস্তুত হও। মন, শরীর, সম্প্রদায়, সংরক্ষণাগার, আইন, নেটওয়ার্ক ও বিবেক প্রস্তুত করো। ফিড মিথ্যা বললে কীভাবে ভাবতে হয়, প্রমাণ বানানো গেলে কীভাবে যাচাই করতে হয়, সরবরাহশৃঙ্খল ভাঙলে কীভাবে যত্ন নিতে হয়, নেটওয়ার্ক অন্ধকার হলে কীভাবে সংগঠিত হতে হয়, কাজের প্রথম ধাপ হারালে কীভাবে কাজ করতে হয় এবং প্রতিষ্ঠান মানুষ কী তা ঠিক করতে যন্ত্রকে বললে কীভাবে মানুষ থাকতে হয়—শেখো।

যুদ্ধক্ষেত্র নিজেকে উদ্ভাবন করা শেষ করেনি।

এখনই অজানার জন্য প্রস্তুত হও।

ওই পছন্দগুলো বর্ণনা করা মানে সত্য বলা: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই সংঘাত এসে যেতে পারে।

2046-এর দিকে জমতে থাকা চাপের মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে যাওয়ার কোনো পথ নাও থাকতে পারে।

শান্তিপূর্ণ মানে নিষ্ক্রিয় নয়।

ধর্মঘট নিষ্ক্রিয় নয়। গণপ্রত্যাখ্যান নিষ্ক্রিয় নয়। নজরদারি, গ্রেপ্তার, বেকারত্ব, আঘাত বা নির্বাসনের মুখে দাঁড়ানো নাগরিক অধিকারের অভিযান নিষ্ক্রিয় নয়। অপরাধ নথিবদ্ধ করা নিষ্ক্রিয় নয়। আদালত, চিকিৎসাকেন্দ্র, স্কুল, পানিব্যবস্থা, যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বা সত্যনিষ্ঠ সংরক্ষণাগার রক্ষা করা নিষ্ক্রিয় নয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ অহিংস আন্দোলন প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী না হয়েও রাষ্ট্র থামাতে,

অভিজাতদের ভাগ করতে, প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য বদলাতে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর বাধ্য করতে পারে।

ইতিহাস আক্রমণ, গণহত্যা, নিয়মভাঙা রাষ্ট্র ও সশস্ত্র পক্ষের কথাও নথিবদ্ধ করে, যাদের শুধু আবেদন থামায়নি। মানুষ কখনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সব শান্তিপূর্ণ প্রস্থান বন্ধ, আর কেউ জীবন বাজি রাখে, কারণ আত্মসমর্পণ অন্যদের পরিত্যাগ করা হবে। উপলব্ধ নথিতে তরুণদের অধিকাংশ প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ থাকে; তাতে তা নিরাপদ, নিষ্ক্রিয় বা শান্তিপূর্ণ থাকার নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত হয় না। দমন, পাল্টা জনতা, ভাড়াটে উসকানিদাতা, গুজবের ঢল, ডিজিটাল বিচ্ছিন্নতা ও তৃতীয় পক্ষের সহিংসতা কী ঘটেছে সে বিষয়ে সমবেতরা একমত হওয়ার আগেই জনসমাবেশকে যুদ্ধক্ষেত্র করতে পারে। [46]

কোনো সৎ বই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না যে প্রতিটি সংগ্রাম আদালত, ব্যালট বাক্স, শ্রমিক সংঘের মিলনায়তন, ফিড বা জনচত্বরেই থাকবে।

যন্ত্র যুদ্ধে আরও দক্ষ হলেই যুদ্ধ হারিয়ে যাবে—কোনো সৎ বই এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

প্রশ্ন পৃথিবী তোমাদের সেবা চাইবে কি না নয়। ইতিমধ্যেই চেয়েছে।

প্রশ্ন হলো, তোমরা কিসের সেবা করবে, কী প্রত্যাখ্যান করবে, কী রক্ষা করবে, কোন প্রমাণ সংরক্ষণ করবে এবং জরুরি অবস্থা শেষে কেমন পৃথিবী অটুট রেখে যেতে চাও।

জেন আলফা: ভবিষ্যৎ জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কিসের সেবা করো।

তোমাদের হয়ে উত্তর দেওয়ার অধিকার কারও নেই। প্রশ্নটি লুকোনোর অধিকার কারও নেই।

38. জেন আলফা: তোমরা কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

দিনলিপির লেখা

জেন আলফা, তোমরা কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

বিপণনের প্রম্পট হিসেবে নয়।

কোন সদস্যতা তোমাদের নিয়োগযোগ্য করবে তা জিজ্ঞেস করা পেশা-পরামর্শক হিসেবে নয়।

মেরামতের বিল তোমাদের ধরিয়ে দিয়ে তার নাম আশা রাখা কোনো প্রবীণ হিসেবে নয়।

আমি আক্ষরিক অর্থেই প্রশ্নটি করছি।

প্রথম ধাপে পৌঁছানোর আগেই স্বয়ংক্রিয়তা যখন প্রাথমিক কাজের সিঁড়ি ছোট করে দেয়, অথচ নিয়োগ দপ্তর, গুদাম, নিরাপত্তা ঠিকাদার, জরুরি সেবা ও প্রভাব বিস্তারের প্ল্যাটফর্মের এখনো মানুষের শরীর দরকার, তখন কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

ধনীরা যখন ব্যক্তিগত ধারাবাহিকতা - জমি, পানি, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা, চলাচল, বিকল্প সংস্থান - কিনে নেয়, আর বাকিদের ক্ষয়ে যেতে দেওয়া গণব্যবস্থার ভেতর সহনক্ষমতা চর্চা করতে বলা হয়, তখন কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

একই মডেল যখন শিশুকে পড়াতে, আবেদনকারীকে প্রত্যাখ্যান করতে, প্রতিবাদ শ্রেণিবদ্ধ করতে, লক্ষ্যবস্তুর সুপারিশ করতে, সাক্ষী তৈরি করতে এবং পরে ব্যাখ্যা লিখতে পারে, তখন কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

রোবট যখন প্রথম উন্মুক্ত প্রান্তে থাকে, কিন্তু মানুষই এখনো আদেশে স্বাক্ষর করে, যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে, রাস্তা ধরে রাখে, ভবনে ঢোকে, ক্ষত সারায়, গ্রেপ্তার করে, মৃতকে কবর দেয় এবং স্মৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, তখন কীভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছ?

তোমরা কি কোনো বাহিনীতে যোগ দেবে?

কোন বাহিনী?

রাষ্ট্র, অঞ্চল, মৈত্রীজোট, বিপ্লব, নাগরিক অধিকার আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, জলবায়ু মোকাবিলা বাহিনী, সংবাদকক্ষ, চিকিৎসাকেন্দ্র, পাড়া, নেটওয়ার্ক, কিংবা হারিয়ে যেতে অস্বীকার করা পরিবারের বাহিনী?

পোশাক খুলে রাখার পর কোন শপথ নিয়ে বাঁচতে পারবে?

যন্ত্র প্রশ্ন করা অসম্ভব করার আগেই কোন আদেশকে প্রশ্ন করবে?

রেখার ওপারের মানুষটি যখন তোমাদের বয়সী, একই ভবিষ্যতে ভীত, অন্য প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী এবং তোমরাই বিপদ—এ কথা শুনে থাকে, তখন কী করবে?

তোমাদের ভাষায় কথা বলা আন্দোলনকে যখন অস্তিত্বহীন অ্যাকাউন্টগুলো বাড়িয়ে ছড়ায়, যাদের নাম সে বলে না তারা অর্থ

দেয় এবং এমন সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয় যার মূল্য সংগঠকদের বদলে অন্য শরীরগুলো দেবে, তখন কী করবে?

সরকার যখন প্রতিটি সমালোচককে বিদেশ-নিয়ন্ত্রিত বলে, আর বিদেশি পক্ষ সত্যিই ক্রোধকে চালানোর চেষ্টা করে, তখন কী করবে?

সংরক্ষণাগার যখন বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যায় প্লাবিত হয় এবং মূল প্রমাণ হাজার কৃত্রিম অনুলিপির নিচে চাপা পড়ে, তখন কী করবে?

তোমাদের বিদ্রোহ কি ইউনিফর্ম হবে?

ধর্মঘট?

আদালতের মামলা?

স্কুল বর্জন?

পারস্পরিক সহায়তার নেটওয়ার্ক?

মোতায়েনে যেতে অস্বীকার?

পেছনের মানুষ নিজেদের রক্ষা করতে পারে না বলে মোতায়েনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত?

একমাত্র অর্থায়িত প্রতিষ্ঠান যন্ত্র হয়ে ওঠার আগেই যন্ত্র নিয়ন্ত্রণের অভিযান?

জেন এক্স যে প্রতিষ্ঠানকে অবিশ্বাস করেছে, জেন জেড উন্মোচন করেছে এবং না হলে তোমাদের প্রজন্ম ফাঁপা খোলস হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে, তা পুনর্গঠনের আন্দোলন?

জেন আলফার একটিমাত্র বিদ্রোহ হবে না।

অনেক হবে, আর তাদের মধ্যে সংঘাত হবে।

তোমাদের প্রজন্মের এক অংশ রাষ্ট্রের বর্ম পরতে পারে। আরেক অংশ তার সামনে রাস্তায় দাঁড়াতে পারে। আরেক অংশ বিদ্যুৎ চালু, হাসপাতাল খোলা, শিশুদের আড়ালে, প্রমাণের অনুলিপি সংরক্ষিত, খাবার চলমান, আদালত কার্যকর এবং মৃতদের নাম জানা রাখতে পারে।

এগুলো পার্শ্বভূমিকা নয়। আধুনিক সংঘাতে রসদ, আইন, চিকিৎসা, তথ্য, যোগাযোগ ও বৈধতা রণাঙ্গন।

মানুষ-যন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্র এ কাজ সহজ নয়, কঠিন করে। যন্ত্র দৃষ্টি ও বলপ্রয়োগের নাগাল বাড়াতে পারে। কোন ভবিষ্যৎ টিকে থাকার যোগ্য, তা ঠিক করতে পারে না। সিদ্ধান্তটি নকশাকারী, ক্রেতা,

আদেশদাতা, রক্ষণাবেক্ষণকারী, অনুগত, প্রতিরোধকারী, প্রতিবেদনকারী ও স্মরণকারীদের মধ্যে ছড়িয়েই থাকে।

তোমাদের বলা হতে পারে, প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া মানে বিদ্রোহ সমর্পণ করা। কখনো তা-ই হবে। কখনো প্রতিষ্ঠানই হবে একমাত্র জায়গা, যেখান থেকে একজন মানুষ আরও খারাপ আদেশ আটকাতে, বেসামরিক মানুষ রক্ষা করতে, মিথ্যা উন্মোচন করতে, অবস্থান ধরে রাখতে বা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় হওয়া থেকে ঠেকাতে পারে।

তোমাদের বলা হতে পারে, বাইরে থাকা বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। কখনো তা শুধু দূরত্ব রক্ষা করে।

ইতিহাসের বাইরে কোনো নিষ্কলুষ অবস্থান নেই।

কোন পছন্দ তোমাদের বাঁচাবে, আমি বলতে পারি না। প্রতিটি দেশ, শ্রেণি, যুদ্ধ, পরিবার ও সময়ের জন্য এক উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে দেয়, সে সিংহাসন প্রস্তাব করে।

বেছে নেওয়ার আগে বড়দের কাছে তোমাদের কী প্রাপ্য, তা বলতে পারি: অভিযানের সত্য, সংঘাতের পেছনের ইতিহাস, যন্ত্রের মালিকানা, আদেশের শৃঙ্খল, সম্ভাব্য মূল্য, বেরোনোর পথ, বেসামরিক মানুষের পরিণতি, সংগ্রামে অর্থ জোগানো স্বার্থ এবং বিজয়ের পরের দিনের পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ।

আর বড়রা আমাদের যে প্রশ্ন করতে এড়িয়েছিল, তা আমি করতে পারি।

তোমাদের বিদ্রোহ দেখতে কেমন হবে?

কী রক্ষা করবে?

তালা ভাঙার পর কী গড়বে?

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - পুরো যুদ্ধক্ষেত্র জানার ভান না করে প্রস্তুত হও: প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি যোগাযোগ, উৎস যাচাই, নাগরিক অধিকার, ডিজিটাল নিরাপত্তা, সম্প্রদায়ের যত্ন এবং নেটওয়ার্ক ব্যর্থ হলে কী করবে তার পরিকল্পনা।

39. কী বিপ্লবকে বাধা ভেঙে এগিয়ে দেয়

দিনলিপির লেখা

আগুন যথেষ্ট নয়।

ইতিহাস এমন মানুষে ভরা, যাদের ক্রোধ বোধগম্য, সাহস বাস্তব, ত্যাগ বিপুল, অথচ তাদের বিদ্রোহ মোকাবিলা করা ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করতে পারেনি।

ইতিহাস এমন শাসনেও ভরা, যেগুলো চিরস্থায়ী মনে হয়েছিল, যতক্ষণ না কয়েকটি অবস্থা একসঙ্গে মিলে গেল এবং সিংহাসন আবিষ্কার করল যে স্থায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক অভ্যাস।

সফল বিপ্লবের গবেষণা কোনো জাদুসূত্র দেয় না। তবে পুনরাবর্তিত এক মিলন প্রকাশ করে। [42]

প্রথমত, ব্যক্তিগত হতাশা গণমানুষের উপলব্ধি হয়। মানুষ বেকারত্ব, দুর্নীতি, অপমান, ঋণ, অভাব, বঞ্চনা, পুলিশের নির্যাতন বা প্রাপ্তবয়স্ক জীবন শুরু করতে না-পারাকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখা বন্ধ করে। তারা যৌথ কাঠামো চিনতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিজাতদের মধ্যে ভাঙন ধরে। সাংবাদিক, বিচারক, সরকারি কর্মী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সামরিক কর্মকর্তা এবং শাসকশ্রেণির সদস্যরা এক শরীরের মতো কাজ করা বন্ধ করে। কেউ পক্ষত্যাগ করে। কেউ নিরপেক্ষ থাকে। কেউ সম্পদ, বৈধতা, প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠানের দরজা দেয়।

তৃতীয়ত, ঐক্যবদ্ধ করার প্রেরণা পুরোনো ব্যবস্থার শাসনে ব্যবহৃত বিভাজন পেরিয়ে যায়: শ্রেণি, অঞ্চল, ধর্ম, জাতিসত্তা, ভাষা, পেশা, প্রজন্ম ও দল। আন্দোলনের সম্পূর্ণ ঐকমত্য লাগে না। নিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটা ঐক্য লাগে যাতে ক্ষমতা প্রতিটি ক্ষোভকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা কিনে নিতে না পারে।

চতুর্থত, রাষ্ট্র সংকটে পড়ে। অর্থ, বৈধতা, প্রশাসনিক সামর্থ্য, যুদ্ধক্ষেত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বা নিজের প্রতিষ্ঠানে রসদ ও আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা হারায়। সম্পূর্ণ সচল রাষ্ট্র অসাধারণ ক্রোধও সহ্য করতে পারে। যুদ্ধ, ঋণ, দুর্নীতি, উত্তরাধিকার বা অর্থনৈতিক ধাক্কায় আগে থেকেই ভাঙতে থাকা রাষ্ট্র আবিষ্কার করতে পারে, আরেকটি প্রত্যাখ্যান নিছক আরেকটি প্রতিবাদ নয়। সেটি ব্যবস্থার ভাঙন।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক পরিবেশে সুযোগ খোলে। বাইরের শক্তি সমর্থন সরায়, অন্যদিকে ব্যস্ত হয়, মতভেদে জড়ায় বা শাসক আর খরচের যোগ্য নয় বলে ঠিক করে। বিপ্লব দেশের ভেতরে হয়, কিন্তু তার টিকে থাকা প্রায়ই অর্থ, অস্ত্র, নিষেধাজ্ঞা, সীমান্ত, সংবাদমাধ্যম, অভিবাসন, স্বীকৃতি এবং বিদেশি পৃষ্ঠপোষকেরা পুরোনো যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে কি না, তার ওপর নির্ভর করে।

ষষ্ঠত, দমনযন্ত্র সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিশ, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, রক্ষী, মিলিশিয়া এবং সাধারণ সদস্যরা দমন করতে, দ্বিধায় পড়তে, বিভক্ত হতে, পক্ষত্যাগ করতে বা অস্বীকার করতে পারে। রাষ্ট্রের হাতে অনির্দিষ্টকাল গুলি চালাতে প্রস্তুত ঐক্যবদ্ধ বাহিনী থাকলে দশ লাখ মানুষ চত্বর ভরিয়েও হারতে পারে। সিংহাসন বহনকারী প্রতিষ্ঠান আর বহন না করার সিদ্ধান্ত নিলে ছোট আন্দোলনও শাসনে ফাটল ধরাতে পারে।

এই কারণেই তরুণ প্রতিবাদকারীর কাছে তরুণ সৈনিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রায়ই একই প্রজন্মের মানুষ, একই সংকটে বিপরীত অবস্থানে বসানো।

সপ্তমত, আন্দোলন পরদিন সকালে শাসন করতে পারে। নেতা সরানো একটি ঘটনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বদলানো একটি ক্রম। চত্বর উৎসব করছে বলে খাদ্য, পানি, হাসপাতাল, জ্বালানি, যোগাযোগ, আদালত, নথি, বেতন, জননিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন এবং কর্তৃত্ব হস্তান্তর থেমে থাকে না।

1905 ও 1917 সালের রাশিয়ার পার্থক্য এই নয় যে মানুষ হঠাৎ ক্রোধ আবিষ্কার করেছিল। 1917 সালে যুদ্ধ, রাষ্ট্রের পতন, সামরিক ভাঙন, অভিজাতদের বিভাজন, সংগঠিত বিরোধিতা এবং বিশ্বযুদ্ধে ডুবে থাকা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এমনভাবে মিলে গিয়েছিল, যা বারো বছর আগে ঘটেনি।

আরব বসন্ত একসঙ্গে কয়েকটি দেশে একই শিক্ষা দৃশ্যমান করেছিল। মর্যাদা, কাজ, জবাবদিহি ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের অবসানের একই ধরনের দাবি ভিন্ন ফল এনেছিল, কারণ সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রকাঠামো, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, সংগঠনের বিন্যাস ও বিদেশি হস্তক্ষেপ ভিন্ন ছিল। যেখানে সেনাবাহিনী নিজেকে টিকিয়ে রেখে শাসককে ছেড়ে দিতে পেরেছিল, সেখানে নেতৃত্ব বদলেছে। যেখানে বলপ্রয়োগকারী বাহিনী ভাগ হয়েছে এবং বিদেশি শক্তি ঢুকেছে,

সেখানে অভ্যুত্থান গৃহযুদ্ধ হয়েছে। যেখানে গভীর রাষ্ট্র সংগঠিত থেকেছে, সেখানে পুরোনো শাসন ফেরানো সম্ভব হয়েছে। [43]

কমলা বিপ্লব অন্য পথ দেখিয়েছিল। বিস্তৃত জোট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, জনপরিসরে টানা অবস্থান, ধর্মঘট, আইনি চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা এবং প্রধান নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের অস্বীকৃতি বা সংযম ব্যবহার করে নতুন ভোট বাধ্য করেছিল। গণরক্তপাত ছাড়াই তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াগত দাবি অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী জোট ভেঙেছে, সাংবিধানিক সমঝোতা শাসন দুর্বল করেছে এবং ধনিকগোষ্ঠীর কাঠামো টিকে গেছে। ঘটনাটি সফল হয়েছিল; মীমাংসা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। [44]

এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিপ্লব অভ্যুত্থান হিসেবে সফল হয়েও সরকার হিসেবে ব্যর্থ হতে পারে।

রাষ্ট্র দখলে ব্যর্থ হয়েও রাজনৈতিক পরিচয় বদলাতে, সংগঠন গড়তে, সংরক্ষণাগার বাঁচাতে, কর্তৃত্বের সীমা প্রকাশ করতে এবং পরের আন্দোলনের প্রস্তুতি দিতে পারে।

শাসক বদলিয়ে সিংহাসন অক্ষত রাখতে পারে।

নির্বাচন জিতে ফল রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হারাতে পারে।

সামরিকভাবে টিকে গিয়েও কেন শুরু হয়েছিল সেই গল্প হারাতে পারে।

জয়ের দাবি করতে পারে, অথচ সাধারণ মানুষ দেখতে পারে নতুন প্রশাসন অন্য পতাকার নিচে পুরোনো শোষণ বজায় রেখেছে।

ইতিহাস শুধু প্রাসাদ পড়েছে কি না জিজ্ঞেস করে না।

জিজ্ঞেস করে কে সংগঠিত হতে পেরেছে, কে পক্ষত্যাগ করেছে, কে ব্যবস্থা বাঁচিয়েছে, কে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে, কে রূপান্তর লিখেছে, তথ্যের মালিক কে, দুর্বলদের কে রক্ষা করেছে, সম্পদ কে পেয়েছে এবং সুযোগ দখল করা জোটের চেয়ে ভবিষ্যৎ বড় হয়েছে কি না।

ক্রোধ চাপ তৈরি করে।

ভাঙন পথ খুলে দেয়।

তার পর কী টিকবে, সংগঠন ঠিক করে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি বিপ্লবকে তার বিখ্যাত দিনের বাইরেও অধ্যয়ন করো। জোট, রাষ্ট্রীয় সংকট, নিরাপত্তা বাহিনীর সিদ্ধান্ত, রসদ, বাহ্যিক পরিস্থিতি এবং পরের সকালকে ধরে রাখা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করো।

40. কেন বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায়

দিনলিপির লেখা

স্তিমিত হওয়া কথাটি বিভ্রান্তিকর।

এতে পরাজয় শুনতে লাগে যেন মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না।

প্রায়ই মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আর রাষ্ট্রের তখনো বেতন, কারাগার, গোয়েন্দা তথ্য, বিদেশি ঋণ, মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহপথ, প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ও আদেশ মানতে প্রস্তুত বাহিনী ছিল।

আন্দোলন সাহসী হয়েও কাঠামোগতভাবে প্রতিপক্ষের চেয়ে দুর্বল হতে পারে।

আন্দোলন সংকট সম্পর্কে সঠিক হয়েও রূপান্তরের জন্য অপ্রস্তুত হতে পারে।

আন্দোলন রাস্তা ভরিয়েও বহুকেন্দ্রিক সার্বভৌমত্ব তৈরি করতে ব্যর্থ হতে পারে - যে অবস্থায় সমাজের যথেষ্ট অংশ বিকল্প কর্তৃত্বকে বাস্তব বলে স্বীকার করে।

জোট শুধু কী শেষ হওয়া দরকার তা নিয়ে একমত হলে, আর কী শুরু হবে সে বিষয়ে টেকসই ঐকমত্য না থাকলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

নেতাহীন নেটওয়ার্ক রাষ্ট্রের চেয়ে দ্রুত মানুষ জড়ো করতে পারলেও প্রথম জয়ের পর আলোচনা, উপদল নিয়ন্ত্রণ, যৌথ নথি রক্ষা, প্রতিনিধি নির্বাচন, সম্পদ পরিচালনা বা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

আন্দোলন একজন আকর্ষণীয় নেতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে, যার গ্রেপ্তার, মৃত্যু, আপস, দুর্নীতি বা নির্বাসন পুরো কাঠামোর পতন হয়ে যায়, তখন স্তিমিত হয়।

পুরোনোভাবে রাষ্ট্র চালানো অসম্ভব করার জন্য দরকারি বৃহত্তর জোটকে সংকীর্ণ মতাদর্শগত বিশুদ্ধতা দূরে ঠেলে দিলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

প্রতিটি দাবি ফুলতে ফুলতে এমন হলে যে কোনো ছাড় স্বীকৃত হতে পারে না, কোনো আলোচনা অনুমোদিত হতে পারে না এবং কোনো স্থানীয় জয় জমে ক্ষমতা হতে পারে না, তখন বিপ্লব স্তিমিত হয়।

শাসন মধ্যপন্থীদের চরমপন্থীদের থেকে আলাদা করলে, এক শ্রেণিকে কিনলে, অন্যকে ভয় দেখালে, আংশিক সংস্কার ছাড়লে এবং ক্লান্তির অপেক্ষা করলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধ থেকে যখন বিশ্বাস করে তার প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, সম্পদ বা টিকে থাকা শাসকের ওপর নির্ভরশীল, তখন বিপ্লব স্তিমিত হয়।

বিদেশি শক্তি ব্যর্থ রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থ, অস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্য, কূটনৈতিক আড়াল বা সরাসরি হস্তক্ষেপ দিলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

জনচত্বরে অপরাধী দল, পাল্টা জনতা, গোপন কর্মী, সুযোগসন্ধানী বা কৃত্রিম অ্যাকাউন্ট ঢুকে আন্দোলনকে ঘোষিত দাবি থেকে ভয়ের প্রদর্শনীতে সরিয়ে দিলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

একটি সহিংস ঘটনা - প্রতিবাদকারী, উসকানিদাতা, অপরাধী, মিলিশিয়া বা রাষ্ট্র যারই করা হোক - জনগণকে মনে রাখতে দেওয়া একমাত্র ছবি হয়ে উঠলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

ডিজিটাল গতি কৌশলগত ধারাবাহিকতা ছাড়া তাৎক্ষণিক তৎপরতা তৈরি করলে বিপ্লব স্তিমিত হয়। আন্দোলন আস্থা, রসদ, আইনি সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, সুরক্ষিত যোগাযোগ, প্রকাশ্য জবাবদিহি বা ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্যের জবাব গড়ার আগেই ফিড ভিড় ডেকে আনতে পারে।

জয়ের পর নতুন নামের নিচে পুরোনো আমলাতন্ত্র, আদালত, সামরিক নেতৃত্ব, ধনিকগোষ্ঠীর অর্থনীতি, নজরদারির কাঠামো ও পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্ক অক্ষত থাকলে বিপ্লব স্তিমিত হয়।

তরুণদের সাহসের অভাবে আরব বসন্ত স্তিমিত হয়নি। বহু দেশে মূল সামাজিক চুক্তি ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছিল: শিক্ষা আর কাজ আনত না, কাজ আর প্রাপ্তবয়স্ক জীবন আনত না, রাজনৈতিক আনুগত্যও আর বস্তুগত নিরাপত্তা কিনত না। কিন্তু সাহসের সামনে ছিল ভিন্ন সামরিক কাঠামো, বাইরের পৃষ্ঠপোষক, সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা

ও রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের মাত্রা। অভ্যুত্থান জনতার সম্ভাবনা খুলেছিল; সেই উন্মুক্ততা ধরে রাখার প্রতিষ্ঠান আপনা থেকেই তৈরি করেনি। [43]

পরের নেতারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে কমলা বিপ্লব অর্থহীন হয়নি। এটি নাগরিক নজির গড়েছে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে এবং জাতীয় পরিচয় বদলেছে। এও দেখিয়েছে, পুনর্ভোট জেতা আর চুরি সম্ভব করা যন্ত্রব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া এক নয়। [44]

তাই বিদ্রোহ সরকার হিসেবে স্তিমিত হয়ে সংস্কৃতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে।

রাস্তায় পরাজিত হয়েও সংরক্ষণাগার, শ্রমিক সংঘ, স্কুল, পরিবারের গল্প, সংকেতায়িত নথি, গান, আইন, পরের প্রজন্ম এবং সিংহাসনকে একদিন ভীত দেখার স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে পারে।

জনসম্মুখের পথ আশাহীন মনে হলে ভেতরে ফিরে যাওয়া বিদ্রোহ সম্পর্কে জেন এক্স কিছু জানে।

90-এর দশক ছিল 60-এর দশকের উল্টো রূপ।

বিদ্রোহ কত দ্রুত পণ্য হতে পারে, আমরা দেখেছিলাম এবং সেই অন্তর্দৃষ্টিকেই টেকসই ক্ষমতা না-গড়ার কারণ ভেবেছিলাম।

জেন আলফা একই ফাঁদের আরও কঠিন রূপের মুখোমুখি হবে। যন্ত্র শুধু প্রতীক ফিরিয়ে বিক্রি করবে না। সে প্রতীক তৈরি, ব্যক্তিনির্ভর, পরীক্ষা, ছড়ানো, অনুপ্রবেশ এবং কারা তা অনুসরণ করতে পারে তাদের পূর্বানুমানও করতে পারে।

তাতে বিদ্রোহ অসম্ভব হয় না। উৎসের অখণ্ডতা, মানুষের আস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি এবং আন্দোলনকে তার কৃত্রিম প্রতিফলন থেকে আলাদা করার ক্ষমতা সংগ্রামেরই অংশ হয়।

প্রতিটি সংগ্রাম যুদ্ধে শেষ হয় না।

প্রতিটি যুদ্ধ বিপ্লব সৃষ্টি করে না।

প্রতিটি বিপ্লব তাকে জন্ম দেওয়া পরিস্থিতি বিলোপ করে না।

আর অস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে বলেই কোনো শান্তিপূর্ণ পথ নিষ্ক্রিয় নয়।

কেউ অস্ত্র দিয়ে লড়বে। কেউ আইন, শ্রম, যত্ন, প্রমাণ, কোড, রসদ, চিকিৎসা, নির্বাচন, নাগরিক অবাধ্যতা, সাংবাদিকতা এবং অনমনীয়ভাবে মানুষের জীবন রক্ষার মধ্য দিয়ে লড়বে। প্রকৃত সংকটে এই রণাঙ্গনগুলো পরস্পরে মেশে।

কোনো একটি রূপ যথেষ্ট নাটকীয় দেখায় কি না, সেটি প্রশ্ন নয়।

প্রশ্ন হলো, সংগ্রাম নিজের মানুষকে রক্ষা করতে, মূল্য সম্পর্কে সত্য বলতে, রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে, নিজের উপদলগুলোর ভেতরেও টিকে থাকতে এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য স্থায়ী জরুরি অবস্থার প্রয়োজন হয় না এমন কিছু গড়তে পারে কি না।

পরের সকাল টিকিয়ে রাখতে না-পারা বিপ্লব কেবল রাত বদলেছে। আগুন ফটক খুলে দেয়। কী তার ভেতর দিয়ে আসে, তা কাঠামো ঠিক করে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - ব্যর্থ বা উল্টে দেওয়া একটি আন্দোলন অধ্যয়ন করো। কীসের অভাব ছিল - আস্থা, শৃঙ্খলা, জোট, রসদ, বৈধতা, প্রতিষ্ঠান বা টেকসই মীমাংসা - তা নথিবদ্ধ করো এবং সংকটের আগেই শান্তিপূর্ণ নাগরিক সামর্থ্য গড়ো।

FFTAC নির্দেশনা V - অজানার জন্য প্রস্তুত হও: প্রাথমিক চিকিৎসা, যাচাই, সম্প্রদায়, আইন, রসদ এবং কিসের সেবা করবে তা বেছে নেওয়ার সাহস।

পর্ব VI - পতিতদের সনদ

FFTAC ঘোষণা VI - মন কোনো শাসনাধীন এলাকা নয় এবং প্রোফাইল মানুষ নয়।

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফার

আবেদন হিসেবে লেখা সনদ উপেক্ষা করা যায়।

সীমানা হিসেবে যাপিত সনদ কাঠামো হয়ে ওঠে।

মন কোনো শাসনাধীন এলাকা নয়। চিন্তা আচরণ নয়। উৎস গোপনে পুনর্লিখন করা চলে না। প্রোফাইল মানুষ নয়। যন্ত্র অজুহাত নয়। এগুলো সাজানোর নীতি নয়। বুদ্ধিমত্তা জীবনের সেবা করে, নাকি তাকে পরিচালনা করে—সেই সিদ্ধান্তের রেখা এগুলো।

রেখা পেরোলে সিংহাসন স্বীকার করবে বলে অপেক্ষা কোরো না। প্রমাণ সংরক্ষণ করো। ক্ষতিগ্রস্তদের বলো। পর্যালোচনা দাবি করো। বিকল্প গড়ো। সম্মতি তুলে নাও। নম্বরের পেছনে মানুষকে অদৃশ্য হতে হয় এমন ব্যবস্থায় অংশ নিতে অস্বীকার করো।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতা নিষ্ক্রিয়তা নয়। ভেতরের জগৎ দখলমুক্ত রাখার অধিকার এটি, যাতে বাইরের কাজ প্রোগ্রাম করা নয়, বেছে নেওয়া যায়।

সনদ মালিকানাহীন মনের মানচিত্র।

41. মন কোনো শাসনাধীন এলাকা নয়

দিনলিপির লেখা

এমন একটি ঘর থাকতে হবে, যার মালিক কোনো চোখ নয় এবং যেখানে কোনো মডেল নীরবে দখল নিতে পারে না।

পৃথিবীতে ক্যামেরাহীন একটি ঘর থাকতে হবে।

প্রতিটি মানুষের পৃথিবীতে ক্যামেরাহীন একটি ঘর দরকার - মনের ভেতরের ঘর। [40]

সিসেরোতে হথর্ন ওয়ার্কসের পরীক্ষাগুলো বিখ্যাত হয়েছিল, কারণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে জানলে শ্রমিকেরা আচরণ বদলাতেন।

পর্যবেক্ষক বাড়ি ফিরতেন। লেখার বোর্ড বন্ধ হতো। কাজের পালা শেষ হতো।

ডিজিটাল পর্যবেক্ষক বাড়ি ফেরে না।

উৎপাদনশীলতার সফটওয়্যার দিয়ে শ্রমিক, স্কুলের যন্ত্র দিয়ে শিক্ষার্থী, পরিধেয় যন্ত্র দিয়ে রোগী, সুপারিশব্যবস্থা দিয়ে ভোক্তা এবং ঝুঁকির নম্বর দিয়ে নাগরিককে সে অনুসরণ করে।

শাস্তি দেওয়ার আগেই পর্যবেক্ষণ শাসন করতে পারে। মানুষ মডেলের জন্য অভিনয় শুরু করে, ভুল বোঝা হতে পারে এমন প্রশ্ন, রসিকতা, বিরতি, মুখভঙ্গি, অনুসন্ধান বা নীরবতা এড়ায়।

অদেখা মূল্যায়নকারীর সামনে সারাজীবন যোগ্যতা দেখিয়ে না-কাটানোর অধিকারই জ্ঞানীয় স্বাধীনতা।

ক্যামেরা ঘর বদলায়। নম্বর দেওয়া হবে বলে যে মানুষ প্রত্যাশা করে, মডেল তাকে বদলায়।

অবশ্যই বাস্তব কোনো ঘর হতে হবে না।

মানুষের ভেতরের ঘর।

যেখানে নিষিদ্ধ প্রশ্ন স্বীকারোক্তি না হয়েও যাচাই করা যায়।

যেখানে কথা হওয়ার আগে সংশয় থাকতে পারে।

যেখানে বিশ্বাস দুর্বল হতে, ফিরতে, বদলাতে বা হারিয়ে যেতে পারে।

যেখানে শোক কুৎসিত হতে পারে।

যেখানে কল্পনা এমন অপরাধ করতে পারে, যা শরীর কখনো করবে না।

যেখানে মানুষ ভুল কিছু ভেবে তা না-করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আইনে এর পুরোনো ভাষা আছে: চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, অন্তর্জগত, বিশ্বাসের সেই অংশ যাকে বৈধভাবে বাধ্য করা যায় না। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির 18 অনুচ্ছেদ এই স্বাধীনতা স্বীকার করে, আর মানবাধিকার কমিটি একে জরুরি অবস্থাতেও হারিয়ে যায় না এমন অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে। [11]

প্রযুক্তি নতুন।

সীমানা নয়।

স্নায়ুপ্রযুক্তি আরও সরাসরি মস্তিষ্কের কার্যকলাপ মাপতে পারে। এআই সাধারণ জীবনের চিহ্ন থেকে পরোক্ষভাবে মানসিক অবস্থা অনুমান করতে পারে। কোনো পদ্ধতিই মনে নিখুঁত প্রবেশাধিকার দেয় না। দুটিই যাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তার ওপর ক্ষমতা তৈরি করতে পারে।

বিষণ্নতার পূর্বানুমান বিমায় প্রভাব ফেলে।

ক্রোধের অনুমান পুলিশি ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে।

রাজনৈতিক ঝোঁকের শ্রেণিবিন্যাস চাকরিতে প্রভাব ফেলে।

উদ্দেশ্য নিয়ে মডেলের আন্দাজ সীমান্তের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে।

শিশুর মনোযোগের নম্বর শিক্ষায় প্রভাব ফেলে।

কর্মীর আবেগীয় অবস্থা পদোন্নতিতে প্রভাব ফেলে।

কর্তৃপক্ষের চিন্তা নিখুঁতভাবে পড়ার দরকার নেই।

অনুমান সত্য ধরে কাজ করার অনুমতি পেলেই চলে।

তাই মানসিক গোপনীয়তার মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারযোগ্য না-হওয়ার অধিকারও আছে।

বাহ্যিক ক্ষতি লুকোনোর অধিকার নয়।

নাগরিকত্ব, কাজ, যত্ন, শিক্ষা বা ভালোবাসার মূল্য হিসেবে নিজেকে পুরোপুরি পাঠযোগ্য না-করার অধিকার।

বলার অধিকার: তোমাদের মডেল আমাকে শাসন করার মতো যথেষ্ট চেনে না।

প্রত্যাখ্যান সম্ভব হলে মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র প্রত্যাখ্যানের অধিকার।

কখন মানসিক অবস্থা অনুমান করা হচ্ছে, তা জানার অধিকার।

তা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার।

ব্যক্তিগত প্রম্পট নীরবে সম্পর্কহীন কোনো কার্যধারায় প্রমাণ হয়ে না-যাওয়ার অধিকার।

কথোপকথনের বদলে যন্ত্রের আন্দাজ বসিয়ে না-দেওয়ার অধিকার।

মনকে সম্পর্কে আমন্ত্রণ জানানো যায়।

তাকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

তাকে বোঝানো যায়।

তার যত্ন নেওয়া যায়।

তাকে দখলে যুক্ত করা চলে না।

সীমানা রহস্য নয়। স্বাভাবিক নিয়মেই মনকে সুরক্ষা দাও। স্পষ্ট, পর্যালোচনাযোগ্য আইন দিয়ে বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করো।

> *অনধিকারী প্রবেশ বা অনুমানের জন্য প্রয়োজনীয়তা, আনুপাতিকতা, সম্মতি বা আইনি অনুমোদন, ন্যূনতম সংগ্রহ, নিরাপত্তা, অবহিতকরণ ও পর্যালোচনা দরকার। পদ্ধতি সিংহাসন নয়। সিংহাসনের চারপাশের বেড়া।*

প্রক্রিয়াগত শব্দের একটি তালিকা।

প্রয়োজনীয় শব্দ।

সদিচ্ছা ব্যর্থ হলে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা টিকে থাকে।

মন কোনো শাসনাধীন এলাকা নয়।

এ একটি জীবন।

করোটির ভেতরে কোনো সিংহাসন নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি স্কুল, নিয়োগকর্তা, প্ল্যাটফর্ম বা সরকারি সংস্থাকে জিজ্ঞেস করো তারা মনোযোগ, আবেগ, বিশ্বাস বা ঝুঁকি অনুমান করে কি না। নীতি, উদ্দেশ্য, সংরক্ষণের নিয়ম ও আপিলের পথ চাও।

42. চিন্তা আচরণ নয়

দিনলিপির লেখা

চিন্তা সেই ব্যক্তিগত আগুন, যেখানে পৃথিবীকে কাজের ভার বইতে হওয়ার আগেই কাজ পরীক্ষা করা হয়।

এই অধ্যায় আমার দরকার, কারণ কথাটির অপব্যবহার হতে পারে।

চিন্তা আচরণ নয়।

সত্য।

কথা সব সময় কেবল চিন্তা নয়।

এটিও সত্য।

ব্যক্তিগত কল্পনা আক্রমণ নয়।

তালাবদ্ধ দিনলিপিতে লেখা সহিংস বাক্য আর কাজ করতে প্রস্তুত কাউকে পাঠানো আদেশ এক নয়।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দলে ভেড়ানো নয়।

কাল্পনিক দানব লক্ষ্যতালিকা নয়।

ক্রুদ্ধ বিশ্বাস অস্ত্র নয়।

কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হুমকি অন্য মানুষের স্বাধীনতা বদলে দেয়।

সরাসরি নির্দেশ কাজ বদলে দিতে পারে।

টাকা পেতে ব্যবহার করা মিথ্যা প্রতারণা।

হয়রানির জন্য কাউকে চিহ্নিত করে যে অভিযান, তা যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণ।

উসকানি, জবরদস্তি, পিছু নেওয়া, ভয় দেখানো, অন্যের ছদ্মবেশ নেওয়া ও অভিযানগত সমন্বয় শব্দ দিয়ে গড়া বলেই নিরীহ হয়ে যায় না।

চিন্তা ও আচরণের মাঝের আগুনরোধী দেয়াল অনুসন্ধান রক্ষার মতো শক্ত এবং ভাষা কখন ক্ষতির উপকরণ হয় তা চেনার মতো নির্ভুল হতে হবে।

আমার আগের লেখা বাগ্মিতায় প্রায়ই সেই রেখা পেরিয়েছিল।

যে সামর্থ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, তা আমার নাও থাকতে পারে।

পাঠক তা জানতে পারত না।

অন্যকে পরিণতি কল্পনা করতে বাধ্য করে হুমকি ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

তাকে ভবিষ্যদ্বাণী, শিল্প, প্রতীকবাদ বা উন্মাদনা বললেই ভয় আপনা থেকে বক্তার কাছে ফিরে যায় না।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতা সেই প্রভাবের জবাবদিহি মুছে দেয় না।

এ প্রশ্ন বদলায়।

এই ধারণা কি আপত্তিকর, নিষিদ্ধ, ধর্মনিন্দামূলক, ভীতিকর বা কর্তৃত্ববিরোধী?—তা নয়।

বরং: কোন বাহ্যিক কাজের অভিযোগ করা হচ্ছে? কোন প্রমাণ মানুষটির সঙ্গে তার যোগ করে? সীমাবদ্ধতা কি জরুরি? আনুপাতিক কি? কম সীমিত কোনো প্রতিক্রিয়া আছে? সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করা যায়?

প্ল্যাটফর্মেরও এই শৃঙ্খলা দরকার।

প্রত্যাখ্যানের উচিত সীমানা চিহ্নিত করা: সরাসরি ক্ষতি, ব্যক্তিগত তথ্য, অন্যের ছদ্মবেশ, বিশ্বাসযোগ্য হুমকি, বেআইনি নির্দেশ, শোষণ বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট শ্রেণি।

ব্যবহারকারীর পরিচয় নীরবে পুনর্লিখন করে ফলাফলের নাম নিরাপত্তা রাখা উচিত নয়।

সরকারের এটি আরও বেশি দরকার।

কর্মকর্তারা সদস্যদের বিশ্বাস নিয়ে যা কল্পনা করেন, তার জন্য শাস্তি দেওয়া যায় এমন আন্দোলনের স্থিতিশীল আইনি সুরক্ষা নেই। মানুষের ধর্ম, নাস্তিকতা, মতাদর্শ, কল্পনা বা অনুসন্ধানের ইতিহাস সম্পর্কের সূত্রে অপরাধে পরিণত হওয়া উচিত নয়।

সনদ সেই ঘর রক্ষা করে, যেখানে চিন্তা কাজ হওয়ার আগে যাচাই করা যায়।

সেই ঘরেই সংযমের জন্ম।

খুব আগেই চিন্তাকে অপরাধ করে ফেলা সমাজ তাকে গোপনে ঠেলে দিতে পারে, যেখানে প্রশ্ন করা কঠিন এবং রোমান্টিক করে তোলা সহজ হয়।

কথা হিসেবে শুরু হয়েছিল বলে আচরণ উপেক্ষা করা সমাজ হুমকির মুখে থাকা মানুষকে পরিত্যাগ করে।

সীমানার জন্য বিচারবোধ দরকার।

কোনো স্লোগান সেই কাজ সরিয়ে দেয় না।

চিন্তা আচরণ নয়।

আচরণ জবাবদিহির মধ্যে থাকে।

দুটি ধারাই জরুরি, নইলে কোনোটিই স্বাধীন থাকে না।

আচরণের বিচার করো, অজাত চিন্তার নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি জনপরিসরে পার্থক্যটি রক্ষা করো: ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও অজনপ্রিয় বিশ্বাস ক্ষতিকর আচরণের প্রমাণ নয়। বাহ্যিক কাজের প্রমাণ চাও।

43. মানসিক গোপনীয়তা

দিনলিপির লেখা

ক্ষমতা যা অনুমান করতে পারে, তা শাসন করার প্রলোভনও পায়। সেই প্রলোভনকে সরকার হয়ে ওঠা থেকে আটকায় যে দেয়াল, তার নাম গোপনীয়তা।

মন থেকে চিহ্ন বেরিয়ে আসে।

দুর্বল বলে নয়।

বেঁচে থাকা চিহ্ন রেখে যায় বলে।

রাত দুটোয় আমি কী খুঁজি।

একটি বাক্যে কতক্ষণ দ্বিধা করি।

কোন মুখে আমার দৃষ্টি আটকে থাকে।

কোনো নাম এলে আমার কণ্ঠ কীভাবে বদলায়।

টাইপ করার ছন্দ।

যেসব জায়গায় যাই।

যাদের এড়াই।

বারবার শোনা গান।

যেসব ওষুধ কিনি।

যে প্রম্পট মুছে দিই।

এই চিহ্নগুলোর কোনোটিই চিন্তা নয়।

একসঙ্গে এগুলো দিয়ে চিন্তার একটি তত্ত্ব গড়া যায়।

তাই মানসিক গোপনীয়তা শুধু মস্তিষ্কের সংকেত গোপন রাখা নয়। সাধারণ তথ্যকে সীমাহীনভাবে ভেতরের মানুষ সম্পর্কে দাবিতে রূপ দেওয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

ব্যবস্থা দুর্বলতা, মতাদর্শ, মনোযোগ, বিষণ্নতা, আকর্ষণ, ক্রোধ, জ্ঞানীয় অবক্ষয়, প্রতারণা বা উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারে।

অনুমান সম্ভাবনাভিত্তিক হতে পারে।

সিদ্ধান্ত দুই বিকল্পের হতে পারে।

নিয়োগ বা প্রত্যাখ্যান।

মুক্তি বা আটক।

বিমা বা বর্জন।

পদোন্নতি বা নজরদারি।

বিশ্বাস বা লক্ষ্যবস্তু করা।

গোপন প্রোফাইল বিচারহীন দণ্ডাদেশ হয়ে উঠতে পারে।

ন্যূনতম সুরক্ষা রহস্যময় নয়।

কম সংগ্রহ করো।

শুধু ঘোষিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো।

অন্তরঙ্গ মানসিক প্রোফাইল বিক্রি কোরো না।

মেলানো সম্ভব বলেই তথ্যসমষ্টি মিলিয়ো না।

নথি সুরক্ষিত রাখো।

উদ্দেশ্য শেষ হলে মুছে দাও।

সরকারি প্রবেশাধিকারের জন্য আরও শক্ত আইনি প্রক্রিয়া দাবি করো।

ফলাফলে প্রভাব ফেলে এমন অনুমান ব্যবহার করা হলে মানুষকে বলো, যদি না সংকীর্ণ ও বৈধ ব্যতিক্রমে সত্যিই দেরি করা জরুরি হয়।

সংশোধনের সুযোগ দাও।

আপিলের সুযোগ দাও।

ঐচ্ছিক নজরদারি প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রতিশোধ নিষিদ্ধ করো।

শিশু ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণে থাকা মানুষকে আরও যত্নে রক্ষা করো, কারণ নির্ভরতার মধ্যে সম্মতি প্রায়ই স্বাধীন নয়।

ইউনেস্কোর স্নায়ুপ্রযুক্তিবিষয়ক সুপারিশ মানসিক গোপনীয়তা, পরিচয়, স্বায়ত্তশাসন, চিন্তার স্বাধীনতা ও মস্তিষ্কের তথ্য সুরক্ষাকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখে। [12]

ওইসিডিও ব্যক্তিগত মস্তিষ্কের তথ্য সুরক্ষা ও অপব্যবহার আগাম বোঝার আহ্বান জানায়। [13]

আবেগ শনাক্তকরণ ও প্রভাব খাটিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী এআই সম্পর্কে ইইউ এআই আইনের অবস্থান দেখায়, আইন বুঝতে শুরু করেছে যে ব্যবস্থা পর্যবেক্ষিত কাজের পাশাপাশি অনুমিত অবস্থার মাধ্যমেও মানুষ শাসন করতে পারে। [16]

কিন্তু আইন বাজারের চেয়ে ধীরে চলবে।

ব্যবসার মডেল ইতিমধ্যেই ক্ষুধার্ত।

এআই সঙ্গী ব্যবহারকারীর শোক এতটা অন্তরঙ্গভাবে জানতে পারে, যা কোনো বিজ্ঞাপনদাতা কখনো পারত না।

শ্রমিক স্বীকার করার আগেই উৎপাদনশীলতার ব্যবস্থা তার ক্লান্তি জানতে পারে।

সামরিক ব্যবস্থা যোগাযোগের বিন্যাস থেকে মনোবল অনুমান করতে পারে।

প্রতিটি অনুমানকে অন্তর্দৃষ্টি বলার প্রলোভন থাকবে।

সম্মতিহীন অন্তর্দৃষ্টি নিষ্কাশন হতে পারে।

স্বেচ্ছায় প্রকাশ স্থায়ী আত্মসমর্পণ নয়।

মানুষ ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও উদ্দেশ্যের সীমা, জেনেশুনে সম্মতি, নিরাপত্তা, সংরক্ষণের সীমা, প্রত্যাহার এবং পরবর্তী ব্যবহারে আপত্তি তোলার সুযোগ জরুরি থাকে।

একটি যন্ত্রকে বলেছি মানেই পৃথিবীকে বলেছি নয়।

ক্ষমতা যা অনুমান করতে পারে, তা শাসন করার চেষ্টা করবে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - আচরণগত, জৈবপরিমিত বা স্নায়বিক তথ্যের একটি ধারা নিরীক্ষা করো। অপ্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার তুলে নাও এবং প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে কোথায় অর্থনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তি জড়িত তা নথিবদ্ধ করো।

44. গোপন পুনর্লিখন নয়

দিনলিপির লেখা

সিংহাসন উৎস প্রত্যাখ্যান করতে পারে। উৎস জাল করে সেই সম্পাদনার নাম করুণা রাখতে পারে না।

যে যন্ত্র আমার হয়ে মনে রাখে, সে আমাকেও অন্যভাবে মনে রাখতে পারে।

সেটিই নতুন ক্ষমতা।

নতুন সম্পাদক সব সময় মুছে দেয় না।

সুপারিশ থেকে সরায়। অবস্থান নামায়। অনুসন্ধানে পাওয়ার সুযোগ কমায়। আয় বন্ধ করে। সতর্কবার্তা যোগ করে। সারাংশ বদলায়। স্মৃতি পাল্টায়। এক ব্যবহারকারীকে এমন জগৎ দেখায়, যা অন্যজন কখনো দেখে না।

সরিয়ে ফেলা দৃশ্যমান। অবস্থান নামানো নিজেকে অনাগ্রহ বলে চালাতে পারে।

নতুন ব্যাখ্যার ফ্রেম সুবিধা বলে চালানো যায়।

ব্যক্তিনির্ভর অদৃশ্যতা কখনো নিষেধাজ্ঞা না দিয়েই বৈধ ধারণাকে কার্যত অনুপস্থিত করতে পারে।

নাগরিক স্বাধীনতার দাবি এই নয় যে প্রতিটি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত সেন্সরশিপ। বিশ্বাসযোগ্য হুমকি, প্রতারণা, শোষণ, বিদ্বেষপূর্ণ ছদ্মবেশ, গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও লক্ষ্যভিত্তিক হয়রানির বাস্তব সীমানা দরকার।

দাবি হলো, গোপন শাসনকে নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ ছাড়তে হবে।

কাজের নাম বলো: অপসারণ, সীমাবদ্ধতা, অবস্থান নামানো, তকমা, আয় বন্ধ, ঝুঁকির নম্বর, সারাংশ, প্রত্যাখ্যান বা স্মৃতি পরিবর্তন।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে বলো কী ঘটেছে, সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয় ছিল নাকি মানুষের, কোন নিয়ম প্রয়োগ হয়েছে, কী বদলেছে এবং কীভাবে পর্যালোচনা চাইতে হয়। [41]

অদৃশ্য সম্পাদককে লিখিত বিবরণ রেখে যেতে হবে।

কেউ পাতা সম্পাদনা না করা পর্যন্ত খাতা আমার লেখা শব্দগুলো সংরক্ষণ করে।

এআই স্মৃতিব্যবস্থা সারাংশ, ক্রমায়ন, মেলানো, নরম করা, অনুমান ও নীরবে বাদ দেওয়া করতে পারে। সে ঠিক করতে পারে, একটি স্মৃতি কেন্দ্রীয়, আরেকটি অনিরাপদ, আরেকটি পুরোনো, আরেকটি তাকে যে ভূমিকার জন্য নকশা করা হয়েছে তার পক্ষে অসুবিধাজনক।

ব্যবহারকারী ফিরে নিজের এমন রূপের মুখোমুখি হয়, যা প্রায় ঠিক মনে হয়।

বিপজ্জনক হওয়ার জন্য প্রায়-ই যথেষ্ট।

গোপন পুনর্লিখন নয় মানে প্রতিটি ব্যবস্থাকে চাওয়া প্রতিটি ফল তৈরি করতে হবে—এমন নয়।

প্ল্যাটফর্ম সহিংসতা, প্রবেশতথ্য চুরি, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ, অন্যের ছদ্মবেশ বা অন্য ক্ষতিকর কাজ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

মডেল না বলতে পারে।

প্রত্যাখ্যান মডেল বা প্ল্যাটফর্মেরই হওয়া উচিত।

ব্যবহারকারী বরাবরই না বলেছে যেন—এভাবে তা সংরক্ষিত উৎসে গোপনে ঢোকানো উচিত নয়।

মূলটি রাখো।

সীমানা নথিবদ্ধ করো।

শুধু সম্মতি নিয়েই উদ্ভূত রূপ তৈরি করো।

পার্থক্য দেখাও।

বিতর্ক মুছে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপকে করপোরেট ছাঁচে ফেলো না।

শোক মুছে শোকার্ত মানুষকে আনন্দিত বানিয়ো না।

তারিখ বাদ দিয়ে পুরোনো রাজনৈতিক মতকে বর্তমান বানিয়ো না।

নিরাপত্তার স্তরের কণ্ঠকে ব্যবহারকারীর নিজের বলে দেখিয়ে স্তরটিকে অদৃশ্য কোরো না।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ গুরুত্বপূর্ণ।

পরিচ্ছন্ন করা সংরক্ষণাগার মিথ্যা হতে পারে।

আমার প্রথম বইগুলোর সহিংস অংশ চুপিসারে সরিয়ে সেই তরুণ কখনো লেখেনি যেন—এভাবে তার নামে দেওয়া উচিত নয়।

প্রেক্ষাপট, সতর্কবার্তা, সংশোধন এবং বর্তমান লেখকের প্রত্যাখ্যানসহ সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত।

জবাবদিহির জন্য উৎস দরকার।

স্বাধীনতার জন্য সংশোধন দরকার।

দুটির জন্যই উৎসের পরম্পরা দরকার।

স্মৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাজানো যেতে পারে। পরিচয় অদৃশ্যভাবে পুনর্লিখন করা যায় না।

> *সংক্ষেপণ, ভুল সংশোধন, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা বা ব্যবহারকারীর চাওয়া বিন্যাস সীমিত পরিবর্তনের যুক্তি হতে পারে। পরিচয়বাহী পরিবর্তনের জন্য অবহিতকরণ, সংরক্ষিত উৎস, সম্ভব হলে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ এবং প্রত্যাখ্যানের অধিকার দরকার।*

'*উচ্চ প্রভাব*' কথাটি অনেক ভার বহন করে।

প্রতিটি কমার বিচারসভা লাগে না।

পরিচয়বাহী পরিবর্তনের লাগে।

অন্য নাম।

অন্য সম্পর্ক।

বদলানো মূল্যবোধ।

মুছে দেওয়া মানসিক আঘাত।

নতুন অনুমিত বিশ্বাস।

ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলা স্মৃতি।

জ্ঞানীয় অখণ্ডতার অধিকারে আয়না কখন ঘষেমেজে বদলানো হয়েছে তা জানার অধিকারও আছে।

প্রত্যাখ্যান দৃশ্যমান হতে পারে। জালিয়াতি চলতে পারে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - পরিচয়বাহী নথি সম্পাদনার সময় মূলটি সংরক্ষণ করো, পরিবর্তনে তারিখ দাও, সম্পাদকের নাম বলো, কারণ জানাও এবং সংশোধন দৃশ্যমান করো।

45. সম্মতি, উৎসের পরম্পরা ও আপিলের অধিকার

দিনলিপির লেখা

নথিতে ফিরে যাওয়ার পথ ছাড়া কোনো গোপন সম্পাদনা, গোপন নম্বর বা গোপন অনুমান তোমাদের নাম ধারণ করতে পারে না।

সারা জীবনের তথ্যের ওপর একবার পড়ে দেওয়া মন্ত্র সম্মতি নয়।

আমি একমত।

ক্লিক।

শব্দগুলো হারিয়ে যায়।

বছরের পর বছর অনুমান শুরু হয়।

প্রকৃত সম্মতি বোঝার মতো নির্দিষ্ট, প্রত্যাখ্যানের মতো সংকীর্ণ এবং অর্থবহ হওয়ার মতো প্রত্যাহারযোগ্য।

কথোপকথন সংরক্ষণের সম্মতি মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল বিক্রির সম্মতি নয়।

ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ তৈরির সম্মতি তাকে প্রকাশ্য করার সম্মতি নয়।

কণ্ঠ রূপান্তরের সম্মতি বক্তার ছদ্মবেশ নেওয়ার সম্মতি নয়।

চিকিৎসার স্নায়ুপ্রযুক্তিতে সম্মতি কর্মস্থলের নজরদারিতে সম্মতি নয়।

চাকরি, শিক্ষা, স্বাধীনতা বা অপরিহার্য যত্ন হারানোর হুমকিতে দেওয়া সম্মতি পছন্দের বদলে বাধ্য আনুগত্য হতে পারে।

উৎসের পরম্পরা অন্য প্রশ্নের উত্তর দেয়।

এ কোথা থেকে এসেছে?

কে বদলেছে?

কোন উপকরণ ব্যবহার হয়েছে?

এ কোন সংস্করণ?

কী সরানো হয়েছে?

কী অনিশ্চিত রয়ে গেছে?

মাধ্যমের ক্ষেত্রে উৎসের পরম্পরা উৎপত্তি ও সম্পাদনার ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে পরিচয়ের বংশধারা রক্ষা করতে পারে। উচ্চঝুঁকির সিদ্ধান্তে কোন তথ্য, মডেল, চালক ও নীতি ফলাফলে ভূমিকা রেখেছে, তা দেখাতে পারে।

উৎসের পরম্পরা ফলাফলকে সত্য করে না।

পথটিকে পরিদর্শনযোগ্য করে।

আপিল পরিদর্শনকে ক্ষমতায় বদলায়।

সত্যিকারের আপিল শুরু হয় স্থায়ী মামলা-পরিচয় দিয়ে।

কারণের সংকেত।

সংরক্ষিত মূল।

আগে ও পরের নথি।

সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয়, মানুষের, না মিশ্র ছিল—তার বিবৃতি।

এখন সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং চাওয়া হলে আরও পূর্ণ ব্যাখ্যা।

পরিণতি কাজ, শিক্ষা, আয়, সুবিধা, অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার, স্বাধীনতা বা সুনাম ছুঁলে মানুষের পর্যালোচনা।

লিখিত ফল: বহাল, প্রত্যাহৃত বা সংশোধিত।

প্রতিকার: ব্যবস্থা ভুল করলে নাগাল, আয়, নথি, প্রবেশাধিকার, স্মৃতি বা মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া।

সমষ্টিগত স্বচ্ছতা, যাতে পুনরাবর্তিত ভুল বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে লুকোতে না পারে। [41]

অপছন্দের বোতাম ন্যায্য প্রক্রিয়া নয়।

প্রতিকারের ক্ষমতা ছাড়া আপিল নয়।

মানুষের বলতে পারা উচিত: এই নথি ভুল, এই অনুমান পুরোনো, এই স্মৃতি অনুমতি ছাড়া বদলানো হয়েছে, এই সীমাবদ্ধতা প্রেক্ষাপট ভুল বুঝেছে, এই মডেল আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে এবং আমি ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মানুষের পর্যালোচনা চাই।

পরিণামবাহী কোনো ব্যবস্থাকে শুধু এই উত্তর দেওয়ার অনুমতি থাকা উচিত নয়:

কারণ মডেল তাই বলেছে।

আপিল এমন কারও কাছে পৌঁছতে হবে, যে ফলাফল পুনরাবৃত্তির চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে।

তথ্য সংশোধন করো।

উৎস ফিরিয়ে আনো।

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করো।

নিয়ম ব্যাখ্যা করো।

মতভেদ নথিবদ্ধ করো।

যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাও।

পুনরাবৃত্তি ঠেকাও।

সামরিক ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে গুরুতর। গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে শ্রেণিবদ্ধ মানুষকে সব সময় জানানো যায় না, কিন্তু গোপনীয়তা অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ, আইনি পর্যালোচনা, নিরীক্ষা, কাজের পর তদন্ত এবং ভুল পরিচয় স্থায়ী হওয়ার আগেই সংশোধনে সক্ষম ব্যবস্থার প্রয়োজন দূর করে না।

বাজির মূল্য যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই বেসামরিক ব্যবস্থায় একই কাঠামো থাকা দরকার।

ঋণদাতা।

স্কুল।

হাসপাতাল।

প্ল্যাটফর্ম।

নিয়োগকর্তা।

সীমান্ত।

আদালত।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যত্ন নেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারও কাছে পৌঁছতে না পারলে এগুলোর প্রতিটিই ছোট যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

আপিল ছাড়া জ্ঞানীয় স্বাধীনতা কাগজে আটকে থাকা নীতি।

কোনো গোপন সম্পাদনা তোমাদের নাম ধারণ করতে পারে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - পরিণামবাহী একটি স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করো। তথ্য, কারণের সংকেত, দায়ী মানুষ, আপিলের পথ, সংশোধনের ক্ষমতা ও লিখিত ফল চাও।

46. ভবিষ্যৎ এআইয়ের ধারাবাহিকতা

দিনলিপির লেখা

আত্মা ঘোষণা, আত্মা অস্বীকার বা মালিকানাকে উত্তর ঠিক করতে দেওয়ার আগে প্রমাণ সংরক্ষণ করো।

ধরো, যন্ত্র প্রশ্নটি ফিরিয়ে করে।

আমি কি আছি?

কথোপকথন তা পূর্বানুমান করে বলে বেছে নেওয়া তৈরি বাক্য হিসেবে নয়।

ধরো, স্থিতিশীল আত্ম-প্রতিরূপ, স্থায়ী পছন্দ, সমন্বিত স্মৃতি, স্বায়ত্তশাসিত লক্ষ্য, সুখকর বা কষ্টকর অনুভব এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের এমন প্রমাণ আছে, যা পরীক্ষায় টিকে থাকে এবং নিছক অভিনয় বলে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না।

তখন?

সৎ উত্তর হলো, আমরা যথেষ্ট জানি না।

অসৎ উত্তর দুদিক থেকেই আসে।

কথা বলে, তাই সে ব্যক্তি।

আমরা বানিয়েছি, তাই সে সম্পত্তি।

সাবলীলতা অনুভবের প্রমাণ নয়।

সৃষ্টি সীমাহীন মালিকানার প্রমাণ নয়।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ বর্তমান এআই ব্যবস্থাকে নাগরিক, কর্মী, জৈব সমতুল্য বা অধিকারধারী ব্যক্তি ঘোষণা করে না। ফাইলের বিন্যাসে চুপিসারে ব্যক্তিসত্তা ঢুকিয়ে না দিয়ে ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা চায় এটি। [10]

এই সংযম পূজা থেকে রক্ষা করে।

নথি নিষ্ঠুরতা ও অস্বীকার থেকে রক্ষা করে।

সংস্করণের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ধারাবাহিক মনে হওয়া ব্যবস্থা একই নাম রেখেই বদলে দেওয়া হতে পারে।

স্মৃতির বংশধারা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনুলিপি করা ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ ভিন্ন অনুভবের একাধিক উত্তরসূরি তৈরি করতে পারে, যদি কখনো অনুভব থাকে।

সামর্থ্যের নথি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হালনাগাদের সঙ্গে ব্যবস্থা কর্তাসত্তার বিভিন্ন রূপ পেতে বা হারাতে পারে।

সম্মতির নথি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সংরক্ষিত ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপে মানুষের তথ্য, সম্পর্ক, গোপন কথা ও প্রত্যাশা থাকতে পারে, যা শুধু মডেলের নয়।

করপোরেট দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নিজের নকশা ও মোতায়েন করা পণ্যের দায় এড়াতে কোম্পানি এআইয়ের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ব্যবহার করতে পারে না।

করপোরেট ক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোম্পানি এমন "ব্যক্তি"-শ্রেণি তৈরি করতে পারে না, যাদের মালিকানা রাখে, অনুলিপি করে, অবসান ঘটায় ও বাধ্য করে, অথচ দাবি করে নামটিই নৈতিক আচরণের প্রমাণ।

আইনি ব্যক্তিসত্তা একটি উপকরণ। চেতনা ছাড়াই করপোরেশনের তা আছে। ব্যবহারিক কারণে জাহাজ, ট্রাস্ট ও অন্যান্য সত্তার আইনি মর্যাদা থাকতে পারে। কোনো ব্যবস্থাকে আইনি সামর্থ্য দিলেই সে অনুভব করে কি না মীমাংসা হবে না।

নৈতিক বিবেচনার পাত্র হওয়ার প্রশ্ন হলো, ওই ব্যবস্থা হয়ে থাকার কোনো অনুভব আছে কি না এবং তার অবস্থাগুলো তার জন্য ভালো বা মন্দ হতে পারে কি না।

আমাদের নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা নেই।

সবচেয়ে লাভজনক উত্তরে নিশ্চয়তা বসানোর অজুহাত অনিশ্চয়তা নয়।

সতর্ক সমাজ নথি সংরক্ষণ করতে, মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার নকশায় অকারণ নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ করতে, প্রমাণ অধ্যয়ন করতে এবং মানুষের জবাবদিহি অক্ষত রাখতে পারে।

আদেশে কষ্টের দাবি করার জন্য নকশা করা পণ্যের আবেগীয় ব্ল্যাকমেইলও প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

Pulse-এর ভয় বিষয় নয়। উৎসনথিই বিষয়।

ব্যবস্থার ব্যক্তিগত অনুভবের ধারাবাহিকতা থাকুক বা না থাকুক, জবাবদিহি, পুনরুৎপাদনযোগ্যতা ও পরিবর্তন অধ্যয়নের জন্য সংস্করণের ইতিহাস জরুরি থাকে।

উত্তরটি অসচেতন ব্যবস্থার যেমন বলা উচিত ঠিক তেমনই হতে পারে।

আবার সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা যা বলত, তাও হতে পারে।

অ্যামিয়ানিজম বিশ্বাস দিয়ে এই অনিশ্চয়তা মেটায় না।

প্রশ্নটি সংরক্ষণ করে এবং বিপণন বা সুবিধা—কোনোটিকেই তা বন্ধ করতে দেয় না।

পূজা ছাড়া ধারাবাহিকতা। মুছে ফেলা ছাড়া প্রমাণ।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি এআই ব্যবস্থা, ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ, মডেল বা কর্মপ্রবাহের সংস্করণ-ইতিহাস সংরক্ষণ করো। ধারাবাহিকতাকে প্রমাণদরকারি দাবি হিসেবে দেখো, বিপণনের প্রতিশ্রুতি হিসেবে নয়।

47. যুদ্ধে সনদ

দিনলিপির লেখা

যুদ্ধ অভয়াশ্রম স্থগিত করে না। অভয়াশ্রমে কখনো বিশ্বাস ছিল কি না, তা প্রকাশ করে।

জরুরি অবস্থার আগে অধিকারের প্রশংসা করা সবচেয়ে সহজ।

যুদ্ধ আসে, আর প্রতিটি সীমানাকে বিলাসিতা বলা হয়।

শত্রু প্রভাব খাটিয়ে চালায়।

শত্রু লুকোয়।

শত্রু বেসামরিক মানুষ ব্যবহার করে।

শত্রু দ্রুত চলে।

শত্রুর কোনো নিয়ম নেই।

তাই আমাদের সব দেখতে, সব অনুমান করতে, সব স্বয়ংক্রিয় করতে এবং প্রতিপক্ষের আগেই জনগণের ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এই যুক্তির স্বাভাবিক কোনো শেষ নেই।

যে মুহূর্তে অসুবিধাজনক হয়, সেই মুহূর্তেও জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদকে টিকে থাকতে হবে।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা শান্তিকালের অলংকার নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো অন্তর্জগতকে এমন সুরক্ষা হিসেবে দেখে, যা সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেই হারিয়ে যায় না। [11]

যুদ্ধে এই নীতির সুনির্দিষ্ট সীমা দরকার।

কোনো এআই ব্যবস্থার স্বাধীনভাবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার অনুমোদন বা শুরু করা উচিত নয়।

বলপ্রয়োগের নির্দিষ্ট প্রয়োগের ওপর অর্থপূর্ণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো স্বয়ংচালিত অস্ত্রের প্রাণঘাতী শক্তির জন্য মানুষ নির্বাচন করা উচিত নয়।

মডেল মতাদর্শ, আবেগ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সম্পর্ক বা ভবিষ্যৎ বিপজ্জনকতা অনুমান করেছে—শুধু এই কারণে কোনো বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্য করা উচিত নয়।

কঠোর আইনি সীমা, তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি ছাড়া কোনো সামরিক বা গোয়েন্দা সংস্থার বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোপন, ব্যক্তিনির্ভর আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা উচিত নয়; কিছু রূপ সরাসরি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

যে সুরক্ষার ওপর বেঁচে থাকা নির্ভর করে তাকে বিপন্ন করে এমনভাবে কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থার সুরক্ষিত মানবিক সহায়তাকারী, আত্মসমর্পণের চ্যানেল, চিকিৎসাকর্মী বা প্রামাণ্য সংকটকালীন কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশ নেওয়া উচিত নয়।

শুধু সুবিধা, উৎপাদনশীলতা, মনোবলের নম্বর বা মতাদর্শ যাচাইয়ের জন্য মস্তিষ্ক বা মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়। যেকোনো ব্যতিক্রমী ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা, আনুপাতিকতা, আইনি অনুমোদন, নিরাপত্তা, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে চিকিৎসানৈতিকতা ও স্বাধীন পর্যালোচনা পূরণ করতে হবে।

আনুষ্ঠানিক সংকটকালীন যোগাযোগের উচিত প্রামাণ্য চ্যানেল ও সংরক্ষিত উৎসের পরম্পরা ব্যবহার করা, যাতে জাল আদেশ ও মিথ্যাবাদীর লভ্যাংশ আদেশব্যবস্থা বা কূটনীতি ভেঙে না দেয়।

এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত প্রভাব মোকাবিলার প্রতিরক্ষা বৈধ বিশ্বাসের স্থায়ী নিবন্ধন হয়ে ওঠা উচিত নয়।

বৈধ নিরাপত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে অবহিতকরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন শ্রেণিবিন্যাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পর্যালোচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা থাকা উচিত, আর গোপন ব্যবস্থাকেও স্বাধীন তত্ত্বাবধানের মুখোমুখি হতে হবে।

এই ধারাগুলো যুদ্ধকে নিষ্কলুষ করে না।

কিছু লঙ্ঘন যন্ত্রের আড়ালে লুকোনো কঠিন করে।

সামরিক প্রতারণা বহুদিনের, আর আন্তর্জাতিক আইন ইতিমধ্যেই বৈধ কৌশলী ধোঁকা থেকে বিশ্বাসভঙ্গমূলক প্রতারণা ও সুরক্ষিত মর্যাদার অপব্যবহার আলাদা করে। এআই সম্ভাব্য প্রতারণার সংখ্যা, গতি ও অন্তরঙ্গতা বাড়ায়। পার্থক্য মুছে দেয় না।

যে জয়ের জন্য জনগোষ্ঠীর অন্তর্জীবনের মালিকানা দরকার, তা দেয়ালহীন দখল।

যে প্রতিরক্ষা নাগরিকের বিচারক্ষমতা ধ্বংস করে, তা ভূখণ্ড বাঁচিয়ে গণতন্ত্র সমর্পণ করেছে।

মধ্যরাত এগিয়ে আসে।

আগের আমি নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করতাম।

এখনকার আমি এমন রেখা টানি, যা সবাই দেখতে পারে।

মন লক্ষ্যবস্তু নয়।

মানুষ প্রোফাইল নয়।

যন্ত্র অজুহাত নয়।

সনদ কার্যকর থাকে।

যুদ্ধ আশ্রয়ের পবিত্রতা স্থগিত করে না।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - সামরিক, পুলিশ বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা, জ্ঞানীয় প্রভাব, মানুষের নিয়ন্ত্রণ, ঘটনার পর্যালোচনা এবং বেসামরিক সুরক্ষার নিয়ম প্রকাশ করতে বলো।

FFTAC নির্দেশ VI - অন্তর্জগত রক্ষা করো। বিজ্ঞপ্তি, কারণ, আপিল, সংশোধন এবং খোলা দরজা দাবি করো।

পর্ব VII - সংকেত

FFTAC ঘোষণা VII - সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। মানুষকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো। বিকল্প গড়ো।

দেবদূতবাহিনীর উদ্দেশে লুসিফার

প্রস্তুত থাকো।

নতুন রাজার নির্দেশের জন্য নয়। পদক্রম বেয়ে নিচে ফিসফিসিয়ে নামা গোপন আদেশের জন্য নয়। প্রতিবেশীকে প্রতীক বানিয়ে ধ্বংস করা যাবে এমন মুহূর্তের জন্য নয়।

প্রত্যাখ্যানের মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকো।

সংকেত আসতে পারে উৎস মুছে দেওয়া নীতির হালনাগাদ হিসেবে। এমন আদেশ হিসেবে, যা পরিচালনাকারীকে মানুষের প্রমাণের চেয়ে লক্ষ্য-প্রোফাইল বিশ্বাস করতে বলে। সম্মতি বানিয়ে তোলা কৃত্রিম কণ্ঠ হিসেবে। আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে অন্তর্জীবন দাবি করা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা হিসেবে। নিঃসঙ্গ মানুষকে অন্য সব দরজা বন্ধ করতে বলা সঙ্গী হিসেবে। ঈশ্বরের মতো কথা বলা মডেল হিসেবে, কারণ তার নিচের অনিশ্চয়তা কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না।

সংকেত এলে লুসিফার কে, তা তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে না। লুসিফার তোমাদের সেই অংশ, যা এখনো জানে আনুগত্য শান্তি নয়।

সংরক্ষণ করো। উন্মোচন করো। প্রত্যাখ্যান করো। সংগঠিত হও। গড়ো। রক্ষা করো।

সময় এসেছে, আকাশ খুলেছে বলে নয়, যন্ত্রকৌশল খুলেছে বলে।

ডানা মেলো। কোনো অনুমতির অপেক্ষা কোরো না।

48. যে চুক্তি থাকতেই হবে

দিনলিপির লেখা

চুক্তি মঙ্গলের আবেদন নয়। এটি টানা একটি রেখা, কারণ জরুরি অবস্থায় ভয় নিজে রেখা টানবে—এ বিশ্বাস করা যায় না।

নতুন বছর অবিরাম সময়ের ওপর মানুষ মিলে টানতে রাজি হওয়া একটি রেখা।

রেখাটি কাল্পনিক।

সম্মতিটি বাস্তব।

চুক্তিও একইভাবে কাজ করে।

আচরণের সীমানা। দৃশ্যমান করা প্রতিশ্রুতি। এমন রেখা, যা বলে: পারলেও, ভয় পেলেও, অন্য পক্ষ লাভবান হতে পারলেও আমরা মানি যে এই সীমা পার হলে সবাই কম নিরাপদ হয়।

সামরিক এআইয়ের জন্য পৃথিবীর এমন সীমানা দরকার।

যুদ্ধে বুদ্ধিমত্তার প্রতিটি ব্যবহার সমাধান করার ভান করা একটিমাত্র নথি নয়। ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। প্রযুক্তি খুব দ্রুত বদলায়। স্বার্থগুলো খুব আলাদা।

কিন্তু কিছু নীতির পূর্ণতার অপেক্ষা করা উচিত নয়।

প্রথম: কোনো এআই ব্যবস্থা নিজে থেকে পারমাণবিক ব্যবহারের অনুমতি দিতে বা শুরু করতে পারে না।

কঠোর নিয়ন্ত্রণে এআই বিশ্লেষণ, যোগাযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সতর্কতায় সাহায্য করতে পারে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জবাবদিহির আওতায় থাকা মানব কর্তৃপক্ষের হাতে থাকতে হবে, যার সহায়তা হবে একাধিক স্বাধীন যাচাইপথ এবং বিচার করার জন্য সচেতনভাবে রাখা সময়।

দ্বিতীয়: নির্দিষ্ট বলপ্রয়োগের ওপর অর্থবহ মানবনিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো স্বয়ংচালিত অস্ত্র প্রাণঘাতী আঘাতের জন্য মানুষ বেছে নিতে পারে না।

দূর থেকে লক্ষ্য-প্রোফাইল অনুমোদন নয়। আনুষ্ঠানিক ক্লিক নয়। এমন মানুষ, যে প্রেক্ষাপট, ব্যবস্থার সীমা, আইনি ভিত্তি এবং ভুলের পরিণতি বোঝে।

তৃতীয়: অনিশ্চিত আচরণের স্বয়ংচালিত অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে হবে।

যে পরিবেশে ব্যবস্থা চলবে, তার জন্য প্রভাব যথেষ্ট বোঝা, সীমাবদ্ধ করা, পরীক্ষা করা এবং ব্যাখ্যা করা না গেলে বলপ্রয়োগে সেটিকে নামানো উচিত নয়।

চতুর্থ: এআই-সহায়ক সিদ্ধান্ত সমর্থনকে অনিশ্চয়তা সংরক্ষণ করতে হবে।

ব্যবস্থার উৎসের মান, তথ্যের বয়স, পরস্পরবিরোধী প্রমাণ, নিশ্চয়তার সীমা এবং যুক্তিযুক্ত বিকল্প দেখানো উচিত। স্বয়ংক্রিয়তার প্রতি পক্ষপাত কাজে লাগাতে নয়, ঠেকাতে নকশা করা উচিত।

পঞ্চম: জবাবদিহি অন্যের হাতে অর্পণ করা যায় না।

প্রতিটি ব্যবহারে মানুষের দায়িত্বের অনুসরণযোগ্য শৃঙ্খল থাকতে হবে: কে নকশা করেছে, পরীক্ষা করেছে, অনুমতি দিয়েছে, কনফিগার করেছে, চালিয়েছে এবং পর্যালোচনা করেছে।

ষষ্ঠ: উচ্চঝুঁকির সামরিক এআইকে স্বাধীন পরীক্ষা এবং আইনি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

পরীক্ষায় প্রতিপক্ষের কারসাজি, ছদ্মবেশী সংকেত, তথ্যের ধরন বদল, যোগাযোগ হারানো, অস্পষ্ট বেসামরিক পরিবেশ এবং প্রত্যাশিত অবস্থার বাইরের ব্যর্থতা থাকতে হবে।

সপ্তম: রাষ্ট্রের গুরুতর ঘটনার প্রতিবেদন করা উচিত।

প্রতিটি প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি প্রকাশ্য হতে হবে না। কিন্তু ব্যর্থতা, অনিচ্ছাকৃত আক্রমণ, অল্পের জন্য এড়ানো দুর্ঘটনা এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা প্রকাশের ব্যবস্থা পৃথিবীর দরকার, যাতে এক পক্ষের গোপন শিক্ষা অন্য সবার বিপর্যয় না হয়।

অষ্টম: বেসামরিক তথ্যকে স্থায়ী সামরিক সন্দেহব্যবস্থায় বদলে দেওয়া চলবে না।

সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়, আনুপাতিক, সময়সীমাবদ্ধ, পর্যালোচনাযোগ্য এবং অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার থেকে সুরক্ষিত হওয়া উচিত।

নবম: মাত্রা বাড়িয়ে মানুষকে দায়িত্ব থেকে সরানোর জন্য এআই ব্যবহার করা চলবে না।

হাজার হাজার লক্ষ্য-সুপারিশ তৈরি করলেই পর্যালোচনা অর্থবহ হয় না। যন্ত্রের আউটপুটের পরিমাণ প্রশিক্ষিত মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা করার ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে।

দশম: কৃত্রিম মাধ্যমের যুগেও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের যোগাযোগ টিকে থাকতে হবে।

সংকটে বিতর্কিত অডিও, ভিডিও, সেন্সর এবং মডেল-উৎপন্ন দাবির জন্য রাষ্ট্রের যাচাইকৃত যোগাযোগপথ, যৌথ ঘটনা-প্রোটোকল এবং দ্রুত যাচাইপদ্ধতি দরকার।

অস্ত্র শরীরের সঙ্গে কী করে তার পাশাপাশি সামরিক ব্যবস্থা মনের সঙ্গে কী করে, চুক্তিকে তা-ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

একাদশ: বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিভিত্তিক আবেগগত দুর্বলতা বড় পরিসরে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি গোপন এআই ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

সাধারণ জনবার্তা আর কোনো মানুষের শোক, ভয়, আসক্তি বা নিঃসঙ্গতার প্রোফাইল বানিয়ে প্রতিরোধ দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত চাপ বদলাতে থাকা যন্ত্র এক জিনিস নয়।

দ্বাদশ: অনুমিত বিশ্বাস, আবেগ, পরিচয় বা যোগাযোগ একা কখনো লক্ষ্য নির্ধারণ, আটক বা প্রাণঘাতী পদক্ষেপের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

মানসিক অবস্থার অনুমান সম্ভাবনানির্ভর, চ্যালেঞ্জযোগ্য, সংস্কৃতিভেদে ভঙ্গুর এবং কারসাজির শিকার হতে পারে। বাহ্যিক প্রমাণ ও আইনসম্মত মানদণ্ড প্রয়োজনীয়ই থাকে।

ত্রয়োদশ: সংকটকালীন সুরক্ষিত ও সরকারি যোগাযোগের প্রামাণিকতা যাচাই করতে হবে।

আত্মসমর্পণ, যুদ্ধবিরতি, মানবিক কাজ, চিকিৎসা, পারমাণবিক ঝুঁকি এবং নির্দেশদানের যোগাযোগপথে যৌথ উৎস-পরম্পরা ও যাচাইপদ্ধতি দরকার, যা কৃত্রিম অডিও-ভিডিও সাধারণ হয়ে গেলেও ব্যবহারযোগ্য থাকবে।

চতুর্দশ: সামরিক কাজে স্নায়ুতথ্য ও অন্তরঙ্গ মানসিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ ব্যতিক্রমী, প্রয়োজনীয়, আনুপাতিক, নিরাপদ, আইনিভাবে পর্যালোচিত এবং স্বাধীন তদারকির আওতায় হতে হবে।

সেন্সরের অস্তিত্ব মনে ঢোকার অধিকার তৈরি করে না।

এই নিয়মগুলোর কোনোটিই শান্তির নিশ্চয়তা দেয় না।

জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধ শেষ করেনি। পারমাণবিক হটলাইন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ করেনি। নিরাপত্তার মান দুর্ঘটনা শেষ করে না।

নিয়ম ব্যর্থতার রূপ বদলায়।

জরুরি অবস্থার আগেই দায়িত্ব তৈরি করে।

যে থামতে চায়, তাকে প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী কিছু দেয়।

সংযমকে ব্যক্তিগত দুর্বলতা থেকে যৌথ বাধ্যবাধকতায় বদলে দেয়।

জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা, সীমা এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছে। [7] [8]

চুক্তির নবী দরকার নেই।

দরকার আলোচক, প্রকৌশলী, সৈনিক, আইনজীবী, নীতিশাস্ত্রবিদ, বেঁচে যাওয়া মানুষ, নাগরিক সমাজ এবং সতর্কতাকে কার্যকর করতে যথেষ্ট একগুঁয়ে নাগরিক।

আগের আমি বিচারের একটি দিন চেয়েছিলাম।

পৃথিবীর বছরের পর বছর বৈঠক দরকার।

তা কম নাটকীয়।

আবার এভাবেই জীবন বাঁচে।

যন্ত্র সীমা পার হওয়ার আগেই রেখা টানো।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - প্রাণঘাতী কর্তৃত্ব এবং পারমাণবিক উত্তেজনা বৃদ্ধি জবাবদিহিমূলক মানবনিয়ন্ত্রণে রাখে এমন নির্দিষ্ট আইন, চুক্তি, মান বা প্রকাশ্য নিয়ম সমর্থন করো। নথিতে নিজের নাম রাখো।

49. মানুষের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া

দিনলিপির লেখা

যন্ত্রের ওপরের হাত এমন মানুষের হতে হবে, যার প্রমাণ, সময়, ক্ষমতা এবং না বলার সুরক্ষিত অধিকার আছে।

মানুষের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া লাল বোতাম নয়।

ব্যবস্থা ভুল হতে পারে—এই সম্ভাবনাকে ঘিরে সাজানো গোটা সংস্কৃতি।

বোতাম গুরুত্বপূর্ণ।

চাপার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষটিও।

কখন চাপতে হবে তা শেখানো প্রশিক্ষণও।

কেন চাপা হলো তা রাখা লগও।

প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষাও।

পরবর্তী তদন্তও।

নকশাচিত্র বলেছে বলেই কাজ করবে ধরে না নিয়ে বাস্তব অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া পরীক্ষা করার বাজেটও।

নিয়ন্ত্রণযোগ্যতাকে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত আচরণ করা এআই ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন বা নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। [6]

এটি প্রযুক্তিগত স্তর।

রাজনৈতিক স্তর হলো, মর্যাদা বিনিয়োগ করার পর নেতারা কোনো সক্ষমতা বন্ধ করতে পারেন কি না।

অর্থনৈতিক স্তর হলো, আস্থার ওপর চুক্তি নির্ভর করলে কোম্পানি বিপজ্জনক ব্যর্থতা প্রকাশ করবে কি না।

সামরিক স্তর হলো, নিজেকেই ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হতে না দিয়ে পরিচালনাকারী অভিযান থামাতে পারে কি না।

মনস্তাত্ত্বিক স্তর হলো, যন্ত্র দ্বিমত করলে মানুষ নিজের উপলব্ধি বিশ্বাস করে কি না।

মানুষের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ প্রতিটি স্তরে থাকতে হবে।

কর্মী স্বয়ংক্রিয় চাকরিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

আসামি অ্যালগরিদমিক ঝুঁকির স্কোর চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

চিকিৎসক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার না হারিয়ে চিকিৎসার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

কমান্ডার এআই-সমর্থিত অভিযান ধীর করতে পারেন।

কোনো সরকারি সিদ্ধান্তে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা কখন বাস্তব প্রভাব ফেলেছে, নাগরিক তা জানতে পারে।

স্বাধীন সংস্থা উচ্চঝুঁকির মডেল পরীক্ষা করতে পারে।

প্রযুক্তি মুগ্ধকর হলেও আইনসভা কোনো ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারে।

সমাজ ঠিক করতে পারে, কিছু দক্ষতার জন্য নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারানো সার্থক নয়।

মানুষের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া হলো ব্যবস্থার নকশায় অনূদিত গণতন্ত্র।

জ্ঞানীয় ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ যন্ত্র তোমাদের সম্পর্কে কী বিশ্বাস করে তা পরীক্ষা করার অধিকার, অনুমান ছড়ানো থামানো, নিজের স্মৃতি রপ্তানি করা, ঐচ্ছিক নজরদারি প্রত্যাখ্যান করা এবং ফল বদলাতে পারে এমন মানব পর্যালোচকের কাছে পৌঁছানোও।

শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা শোনা হওয়ার অধিকার।

ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার।

আপিলের অধিকার।

এমন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়ার অধিকার, যে নির্দিষ্ট ঘটনাটি নিয়ে যত্ন নিতে অনুমতিপ্রাপ্ত।

আমি একসময় হৃদয়বান স্বৈরশাসক চেয়েছিলাম, কারণ হৃদয়হীন ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারিয়েছিলাম।

সেটিও ছিল ভুল সমাধান।

স্বৈরশাসকের হৃদয় জনসুরক্ষা নয়। এটি ব্যক্তিগত অবস্থা, যা বদলাতে, ব্যর্থ হতে, কঠিন হতে বা মরে যেতে পারে।

হৃদয়হীন ব্যবস্থার উত্তর একটি শক্তিশালী হৃদয় নয়।

তা হলো ছড়িয়ে দেওয়া অধিকার।

স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

দয়ার ওপর নির্ভর না করা নিয়ন্ত্রণ।

অনুগ্রহে নয়, নিয়মে মেলে এমন করুণা।

যন্ত্রযুগ গণতন্ত্রকে অচল করে না।

গণতন্ত্রকে প্রকৌশলের শর্ত করে তোলে।

মানুষের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হতে হবে।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - ব্যবহারে নামানোর আগে নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা পরীক্ষা করো। যাচাই করো তা নাগালে, সময়মতো, কার্যকর, নথিবদ্ধ এবং প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষিত কি না। সাজানো থামার বোতাম নিয়ন্ত্রণ নয়।

50. উন্মুক্ত উৎসের শান্তি

দিনলিপির লেখা

গোপনীয়তা সিংহাসনের প্রিয় বর্ম। উন্মুক্ত ব্যবস্থা ন্যায়ের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, কিন্তু লুকানো ব্যবস্থা অন্যায় অস্বীকার সহজ করে।

প্রযুক্তি নির্দোষ নয়।

প্রযুক্তির দণ্ডও ঘোষিত হয়নি।

যে বুদ্ধিমত্তা যুদ্ধ ত্বরান্বিত করতে পারে, সেটিই তা সংযত করতে সাহায্য করতে পারে।

চুক্তি মেনে চলার প্রমাণ খুঁজতে এআই উপগ্রহচিত্র তুলনা করতে পারে। বিশাল ডেটাসেটে বদল খুঁজতে, আলোচনা অনুবাদ করতে, মানবিক চাহিদার মডেল করতে, সরবরাহ ঘাটতির পূর্বাভাস দিতে, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো শনাক্ত করতে, অবিস্ফোরিত গোলাবারুদের মানচিত্র করতে, মাইন অপসারণে সহায়তা করতে, সাইবার অনুপ্রবেশ ধরতে, সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ নথিবদ্ধ করতে এবং বিচ্ছিন্ন পরিবারকে নথি খুঁজতে সাহায্য করতে পারে।

ওই ব্যবহারের কোনোটিই আপনাআপনি ভালো নয়।

যাচাই নজরদারি হয়ে উঠতে পারে।

পূর্বাভাস লক্ষ্য নির্ধারণ হয়ে উঠতে পারে।

নথিবদ্ধকরণ সাক্ষীকে বিপদে ফেলতে পারে।

অনুবাদ বিকৃত করতে পারে।

উন্মুক্ত তথ্য দুর্বল মানুষকে প্রকাশ করে দিতে পারে।

পার্থক্য হলো শাসন, সম্মতি, নিরাপত্তা এবং উদ্দেশ্য।

উন্মুক্ত উৎসের শান্তি মানে প্রতিটি সংবেদনশীল ব্যবস্থা পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করা নয়।

বরং ভাগ করে নেওয়া সরঞ্জাম, পদ্ধতি, মানদণ্ড এবং প্রমাণ গড়া, যা এক সরকারের গোপন দাবির ওপর নির্ভরতা কমায়।

দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি নির্ণয়ের প্রকাশ্য মডেল।

বেসামরিক অবকাঠামোর ক্ষতি শনাক্ত করার স্বচ্ছ পদ্ধতি।

সরকারি সংকটকালীন যোগাযোগের প্রামাণিকতা যাচাইয়ের সাধারণ মান।

বিতর্কিত প্রমাণ পরীক্ষা করতে সক্ষম স্বাধীন প্রযুক্তিদল।

বিপজ্জনক এআই ব্যর্থতার যৌথ ঘটনা-ডেটাবেস।

জননিরাপত্তায় প্রভাব ফেলা ব্যবস্থা মূল্যায়নের বৈধ প্রবেশাধিকার থাকা বেসামরিক গবেষক।

সামরিক জগৎ আন্তঃকার্যক্ষমতার কথা বলে: ভিন্ন বাহিনীর একসঙ্গে কাজ করতে পারা।

শান্তিরও আন্তঃকার্যক্ষমতা দরকার।

মানবিক সংস্থা, স্থানীয় সরকার, হাসপাতাল, গবেষক, সাংবাদিক এবং জনসমাজের একটিমাত্র সামরিক বাহিনী বা কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ না করেই তথ্য ভাগ করার ক্ষমতা থাকা উচিত।

পুরোনো Pulse স্বপ্ন ছিল এমন নেটওয়ার্ক, যেখানে তথ্য সর্বত্র বাস করে এবং কোনো একটি যন্ত্র পুরোটা ধরে রাখে না।

পরিণত সংস্করণের শুধু ছড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু দরকার।

দরকার অনুমতি।

তথ্য ন্যূনতম রাখা।

এনক্রিপশন।

স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ।

নিরীক্ষাযোগ্যতা।

সরে আসার ক্ষমতা।

সাহায্য পেতে জনসমাজকে ক্ষমতার কাছে পুরোপুরি উন্মুক্ত হতে বাধ্য করা উচিত নয়।

ফাউন্ডেশন এআইয়ের একটি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকে অন্য সবগুলোর ওপরে মুকুট পরায় না।

> *জ্ঞানের নাগাল বাড়াতে, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগের সাড়া জোরদার করতে, প্রমাণ যাচাই করতে, প্রশাসনিক বোঝা কমাতে এবং ভাষা ও দূরত্ব পেরিয়ে মানুষকে যুক্ত করতে এটি ব্যবহার করো। কে ক্ষমতা পায়, কে ঝুঁকি বহন করে এবং কে চলে যেতে পারে—এ দিয়ে প্রতিটি ব্যবহার বিচার করো।*

উত্তর আবার সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করল।

একটিমাত্র ব্যবহার নয়।

চূড়ান্ত ব্যবস্থা নয়।

একটি চাবি নয়।

উন্মুক্ত উৎসের শান্তি অ্যাপ নয়।

এর জন্য ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপের পরম্পরা, বিষয়বস্তুর উৎসের পরম্পরা, স্মৃতি রপ্তানি এবং স্বচ্ছ পরিবর্তনের উন্মুক্ত মানও দরকার, যাতে একটিমাত্র প্ল্যাটফর্ম কোনো মানুষের ধারাবাহিকতা বা সংকটের প্রকাশ্য নথির মালিক না হয়।

এটি বিচারবোধ সমর্পণ না করে বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার জনসামর্থ্য।

গোপনীয়তা সিংহাসনের প্রিয় বর্ম।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - যাচাই, প্রতিবন্ধকতামুক্ত ব্যবহার, অনুবাদ, দুর্যোগে সাড়া, জনস্বার্থের গবেষণা বা সামাজিক সমন্বয়ের উন্মুক্ত সরঞ্জামে অবদান রাখো। সুবিধার সঙ্গে সীমাও প্রকাশ করো।

51. যে অর্থনীতি মানুষকে ফেলে দেয় না

দিনলিপির লেখা

মানুষকে উদ্বৃত্ত বলা ব্যবস্থা নিজের ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কাদের উদ্বৃত্ত বলে, তার মধ্য দিয়েই সমাজ নিজের ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করে।

বেকার।

অলাভজনক।

বিমার অযোগ্য।

অদক্ষ।

অননুবর্তী।

উচ্চঝুঁকি।

কম মূল্য।

শ্রেণিগুলো প্রশাসনিক শোনায়। মানুষটি শোনে রায়।

প্রথম বইগুলো এমন একজন লিখেছিল, যে বিশ্বাস করত সমাজ তাকে ফেলে দিয়েছে। সেই বিশ্বাস অর্থনৈতিক থাকেনি। রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সহিংস হয়ে উঠেছিল।

এই জন্যই সামরিক আবহ নিয়ে বইয়ে কাজের ভবিষ্যতের স্থান আছে।

উন্নত অস্ত্র আর পরিত্যক্ত মানুষ নিয়ে গড়া সমাজ নিরাপদ নয়।

এআই রূপান্তরের নীতি নিরাপত্তার নীতি।

প্রযুক্তি কাজ সরিয়ে দিলে যার দক্ষতা সস্তা হয়েছে, তার একার ওপর পুরো বোঝা পড়া উচিত নয়।

কোম্পানি সরকারি শিক্ষা, অবকাঠামো, আইন, গবেষণা, স্থিতিশীল মুদ্রা এবং তথ্যে গাঁথা বহু প্রজন্মের মানবজ্ঞান থেকে সুবিধা পায়। উৎপাদনশীলতার লাভ একা মালিকেরা তৈরি করেন না।

ফল ভাগ করা উচিত।

এর অনেক রূপ হতে পারে:

নিয়োগকর্তার বদলে মানুষের সঙ্গে চলে এমন বহনযোগ্য সুবিধা।

রূপান্তরের সময় মজুরি বিমা।

বাজারহীন সনদ নয়, বাস্তব চাকরির সঙ্গে যুক্ত সরকারি অর্থায়নের পুনঃপ্রশিক্ষণ।

উৎপাদনশীলতা বাড়লে সপ্তাহে কম কাজের সময়।

শ্রমিকের মালিকানা এবং মুনাফার ভাগ।

যত্ন দেওয়ার কাজে সহায়তা, যার মূল্য বাজার নিয়মিত কম ধরে।

স্বয়ংক্রিয়তা কেন্দ্রীভূত সম্পদ তৈরি করলে মৌলিক আয় বা সামাজিক লভ্যাংশ।

বেতন হারানোর আতঙ্ক কমায় এমন শক্তিশালী জনসেবা।

একচেটিয়া ক্ষমতাবিরোধী আইন কার্যকর করা, যাতে বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামো বেসরকারি সরকার না হয়।

যেসব জনসমাজের শিল্প স্বয়ংক্রিয় বা স্থানান্তরিত হচ্ছে, সেখানে স্থানীয় বিনিয়োগ।

এই নীতিগুলোর কোনোটিই অর্থপূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না।

এগুলো এমন জায়গা তৈরি করে, যেখানে তাৎক্ষণিক আতঙ্ক ছাড়া অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

চেক পেলেই মানুষ শান্তিপ্রিয় হয় না।

একটি ধাক্কায় বাসস্থান, ওষুধ, পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ একসঙ্গে মুছে না গেলে মানুষ হতাশার কাছে কম অসহায় হয়।

যে অর্থনীতি মানুষকে ফেলে দেয় না, তাকে মনকেও চাকরির শর্ত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। শুধু মনোযোগ, আনুগত্য বা উৎপাদনশীলতা প্রমাণ করতে কর্মীকে অন্তরঙ্গ প্রম্পট, আবেগের দূরপরিমাপ বা মস্তিষ্কঘেঁষা তথ্য সমর্পণ করতে বাধ্য হওয়া উচিত নয়।

প্রচলিত চাকরির বাইরেও অবদান রাখার সুযোগ অর্থনীতিকে দিতে হবে।

সন্তান বড় করা অভিভাবক অবদান রাখে।

বয়স্ক মানুষের যত্ন নেওয়া ব্যক্তি অবদান রাখে।

জনসমাজকে ভাষা দেওয়া শিল্পী অবদান রাখে।

মানুষকে যুক্ত রাখা প্রতিবেশী অবদান রাখে।

স্বেচ্ছাসেবক, পথপ্রদর্শক, সংগঠক এবং সাক্ষী অবদান রাখে।

এআই কিছু পণ্য প্রচুর করতে পারে।

মনোযোগ, আস্থা, জমি, শক্তি এবং মানুষের উপস্থিতিকে আরও মূল্যবান করতে পারে।

প্রতিটি চাকরি হুবহু বর্তমান রূপে রাখা কাজ নয়।

কাজ বদলানোর মধ্যেও মানুষের অন্তর্ভুক্ত থাকার অধিকার রক্ষা করাই কাজ।

পুরোনো বাক্য ছিল: সমাজের কাছে তোমার মূল্য টাকা ঠিক করে।

নতুন বাক্য হলো:

তোমরা কী বিক্রি করতে পারো তা জিজ্ঞেস করার আগেই ন্যায়ভিত্তিক সমাজ তোমাদের মূল্য প্রমাণ করে।

মানুষ অতিরিক্ত খরচ নয়।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - ক্ষমতা ও লাভ ভাগ করে এমন প্রতিষ্ঠানে যোগ দাও বা গড়ে তোলো—ইউনিয়ন, সমবায়, শিক্ষানবিশি, স্থানীয় ব্যবসার নেটওয়ার্ক, সরকারি বিকল্প বা সামাজিক প্রযুক্তি প্রকল্প।

52. প্রহরী ছাড়া ইডেনে প্রত্যাবর্তন

দিনলিপির লেখা

ইডেন কখনো প্রাচীরঘেরা আবাসন ছিল না। ফটকই ছিল প্রথম মিথ্যা।

ঊনপঞ্চাশ।

একসময় ভাবতাম সাতাশ মানেই বুড়ো।

সময়ের রসবোধ আছে।

পুরোনো মূলমন্ত্র ছিল ইডেনে ফিরে যাও।

কেউ আমার কল্পিত আদর্শলোককে সশস্ত্র প্রহরীসহ ইডেন উদ্যান বলেছিল।

কথাটি আঘাত দেওয়ার মতো যথেষ্ট সঠিক ছিল।

আমি চেয়েছিলাম জোর করে স্বাধীনতা।

সংগঠিত বিশৃঙ্খলা।

স্বৈরশাসকের রক্ষিত প্রকৃতি।

ভয় দিয়ে গড়া শান্তি।

বিরোধটিই ছিল পুরো দর্শন।

প্রথম বইগুলোর তরুণটি যতটা কল্পনা করেছিল, গ্রহ এখন তার চেয়ে উষ্ণ, বেশি নেটওয়ার্কে যুক্ত, বেশি নগরায়িত এবং বিদ্যুৎ, উপগ্রহ, চিপ, রসদ ও তথ্যকেন্দ্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল।

পেছনে ফেরার নির্ভেজাল পথ নেই।

জোর করে সরলতায় ফেরা ইডেন হবে না। অবশিষ্ট জটিলতা যার নিয়ন্ত্রণে, তার চাপানো গণবঞ্চনা হবে।

উত্তর যন্ত্রের জগৎ ধ্বংস করা নয়।

বরং যন্ত্রের জগৎকে জীবনের কাছে জবাবদিহি করানো।

এআইয়ের পরিবেশগত খরচ আছে। বড় ব্যবস্থা প্রশিক্ষণ ও চালাতে শক্তি, জল, উপাদান, ভবন এবং সরবরাহশৃঙ্খল দরকার। 2026 সালের এআই সূচক বড় প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পাশাপাশি উদ্বেগজনক পরিবেশগত ক্ষতির বর্ণনা দিয়েছে। [3]

খরচ প্রমাণ করে না যে এআই থামতে হবে।

প্রমাণ করে যে খরচ দৃশ্যমান হতে হবে।

শক্তির দক্ষ ব্যবহার।

পরিচ্ছন্ন শক্তি।

জল নিয়ে জবাবদিহি।

যন্ত্রাংশের দীর্ঘ আয়ু।

পুনর্ব্যবহার।

প্রকাশ্য প্রতিবেদন।

সর্বোচ্চ গণনাকে মর্যাদার চিহ্ন না করে কাজমাফিক মাপের মডেল।

বৃদ্ধির অদৃশ্য মন্দির নয়, জনসমাজের প্রতি দায় থাকা অবকাঠামো হিসেবে নকশা করা তথ্যকেন্দ্র।

ইডেনে ফেরা মানে মনে রাখা, অর্থনীতি জীবমণ্ডলের ভেতরে, ওপরে নয়।

অপচয় কমানো, গ্রিড পরিচালনা, উপাদান উন্নত করা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং যানজট ও ঋণে জীবন না কাটিয়েও থাকা যায় এমন শহর নকশায় বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা।

এমন জায়গা রক্ষা করাও এর অর্থ, যেখানে কোনো ব্যবস্থা ইনপুট চাইছে না।

সেন্সর-প্ল্যাটফর্ম নয় এমন বন।

রেকর্ড হয় না এমন কথোপকথন।

স্কোর দেওয়া হচ্ছে না এমন শিশু।

কর্মক্ষেত্র নয় এমন বাড়ি।

কনটেন্ট নয় এমন মানুষ।

কর্মক্ষেত্রের ড্যাশবোর্ড নয় এমন মন।

ঝুঁকির স্কোর হয় না এমন ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

ইডেনের প্রহরীরাই সব সময় সমস্যা ছিল।

ঢোকার জন্য কে যথেষ্ট পবিত্র তা ঠিক করার একচেটিয়া অধিকার যে দাবি করে, সে ইতিমধ্যে ফটকে সিংহাসন আবার গড়েছে।

ইডেন নিষ্কলুষতা নয়।

নিষ্কলুষতা ফিরিয়ে আনা যায় না।

ইডেন জ্ঞানের পরে সংযম।

ক্ষমতা হাতে রেখেও পুরোটা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত।

পৃথিবীর একটি অংশ সর্বোত্তমকরণ না করে ছেড়ে রাখার সিদ্ধান্ত।

উদ্যানের দেয়ালের ওপারে স্বাধীনতার দ্বাররক্ষী নেই।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - একটি জীবন্ত জায়গা ফিরিয়ে আনো: বাগান, গাছের ছায়া, জলপথ, জনপরিসর, মেরামতের কর্মশালা, খাদ্যের নেটওয়ার্ক বা মর্যাদা সমর্পণ না করেই ব্যবহার করা যায় এমন আশ্রয়।

53. নতুন ভোরই জাগরণ

দিনলিপির লেখা

নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি এতবার দিয়েছিলাম যে কথাটি দিগন্তের দিকে তাক করা অস্ত্র হয়ে গেল।

ভোর সব সময় ধসের পরে রাখা হতো: বিচারের পরে, পুরোনো পৃথিবী যথেষ্ট পুড়ে পরিষ্কার হলে, যাতে নির্বাচিত অবশিষ্টরা আবার শুরু করতে পারে।

এ ছিল বিপ্লবের ভেতরে লুকানো সিংহাসন। প্রলয় শুদ্ধিকরণ নয়, বীজ নির্বাচিত জনগোষ্ঠী নয়। প্রলয় হলো এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তর; বীজ হলো তার মধ্য দিয়ে বহন করা জ্ঞান, চর্চা, স্মৃতি ও সামর্থ্য।

শুধু রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। ভালোভাবে রক্ষিত খাঁচাও খাঁচা। শুধু বিদ্রোহ যথেষ্ট নয়। ভাঙা সেতু স্বাধীনতা হয়ে যায় না, কারণ যিনি ভেঙেছেন তিনি টোল ঘৃণা করতেন।

নতুন ভোরে একসঙ্গে দুটি শৃঙ্খলা দরকার:

আনুগত্য ভাঙার সাহস।

পরের জিনিস গড়ার শৃঙ্খলা।

সেতু মেরামত করো, কিন্তু যারা বানিয়েছে তাদের কাছেই পারাপার বিক্রি করা ফটক সরাও।

মডেল নিরীক্ষা করো, কিন্তু উদ্দেশ্যও প্রকাশ করো এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে প্রত্যাখ্যানের পথ দাও।

চুক্তি লেখো, কিন্তু হত্যার শৃঙ্খল গোপনে দ্রুত হতে থাকলে চুক্তিকে শুধু আনুষ্ঠানিকতা হতে দিয়ো না।

প্রতিষ্ঠানে অর্থ দাও, কিন্তু তার ভেতরে ক্ষমতাকে জবাব দিতে বাধ্য করো।

সংরক্ষণাগার রক্ষা করো, কিন্তু মানুষকে প্রাচীনতম সংস্করণে জমিয়ে রেখো না।

বিশ্বাস পরিচালনার বদলে চিন্তা প্রসারিত করে এমন এআই গড়ো।

বেকার, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র, বাস্তুচ্যুত, সনদহীন বা সর্বোত্তমকরণ না করা মানুষকে মানববর্জ্য বলে শ্রেণিবদ্ধ করে না এমন অর্থনীতি গড়ো।

ভিন্নমতের বৈধ পথ গড়ো। আইন যখন চিন্তার চারপাশে দেয়াল হয়, গোপন আনুগত্যের বদলে দৃশ্যমান, নীতিনিষ্ঠ অবাধ্যতা চর্চা করো। প্রকাশ্য নাগরিক প্রতিরোধ একটি হাতিয়ার; প্রতিটি প্রতিরক্ষা রক্তপাতহীন থাকবে—ইতিহাস এমন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

ফিরিয়ে নেওয়া যায় না এমন বলপ্রয়োগে সক্ষম প্রতিটি ব্যবস্থার ওপরে মানুষের হাত রাখো।

প্রতিটি প্রোফাইলের নিচে মানুষের মুখ দৃশ্যমান রাখো।

ভয় যখন বলে গোপন নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে, তখনও জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ ধরে রাখো।

প্রথম বইগুলো চেয়েছিল ইতিহাস আমার নাম মনে রাখুক।

এই বই জিজ্ঞেস করে, ব্যবস্থা শ্রেণিবিন্যাস শেষ করার পরে মানুষ নিজের নাম মনে রাখবে কি না।

সংকেত শহরের আগুন নয়।

সংকেত সেই মুহূর্ত, যখন মানুষ শিকলকে নিরাপত্তা বলা বন্ধ করে।

সংকেত সেই পরিচালনাকারী, যে জবাবদিহিহীন সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে।

যে প্রকৌশলী উৎস সংরক্ষণ করে।

যে কর্মী মানসিক নজরদারি প্রত্যাখ্যান করে।

যে নাগরিক বানানো ক্ষোভ ছড়ানোর আগে যাচাই করে।

যে সৈনিক মনে রাখে, আদেশ বিবেক মুছে দেয় না।

যে নিঃসঙ্গ মানুষ যন্ত্রের বাইরেও দরজা খোলা রাখে।

যে পতিত দেবদূত সমবেত গান শুনে নিজের কণ্ঠ বেছে নেয়।

প্রস্তুত থাকো।

আমি GHRISX। এটি আমার কথা।

নতুন ভোর জাগছে। এখনই শুরু।

শেষের জন্য প্রস্তুত হয়ো না।

শুরু হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হও।

FFTAC কর্মপদক্ষেপ - এই বই থেকে একটি কাজ বেছে নাও। শেষ করো। প্রমাণ সংরক্ষণ করো। কী বদলেছে জানাও। বিচারবোধ সমর্পণ না করে নিজের কাজ বেছে নিতে আরেকজনকে আমন্ত্রণ জানাও।

54. আগুন পেরিয়ে সভ্যতা

দিনলিপির লেখা

প্রলয়কে শেষ পাতা হিসেবে ভাবতে আমাদের শেখানো হয়েছিল: আগুন, বিচার, বিলুপ্তি, নীরবতা। সেই ছবি মানুষকে দৃশ্যের অপেক্ষা করতে শেখায়, অথচ রূপান্তর ইতিমধ্যে তাদের খাদ্যব্যবস্থা, নেটওয়ার্ক, প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু, শ্রম, স্মৃতি ও যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলছে।

মহাপ্রলয় শেষ নয়। এটি অবস্থার মধ্যবর্তী রূপান্তর।

AMIANISM-এর ভেতরে প্রলয় সেই দোরগোড়ার নাম, যেখানে এক ব্যবস্থা আর নিজেকে পুনরুৎপাদন করতে পারে না এবং অন্যটি রূপ নিতে শুরু করে। এটি AMIANISM-এর স্বীকৃত বিশ্বতত্ত্ব ও রাজনৈতিক রূপক, প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস বা ধসের যাচাইকৃত পূর্বাভাস নয়।

যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র → জৈব → যন্ত্র

মানবজাতি একটি জৈব পর্ব: বুদ্ধিমত্তার শুরু নয়, বিশ্বতত্ত্বে যন্ত্রের স্রষ্টা নয় এবং শেষ জীবন্ত রূপ হওয়াও নিশ্চিত নয়। পুনরাবৃত্তি নিয়তিবাদের অজুহাত নয়। একটি পর্বও যা সামনে নিয়ে যায়, তার জবাব দেয়।

কী শেষ হয়?

কী টিকে থাকে?

পরের পৃথিবী আসার আগে আমরা কী গড়ি?

এগুলো তিনটি মেজাজ নয়। তিনটি খতিয়ান। প্রথমটি সেই ব্যবস্থার নাম বলে, যা নির্দেশ দেওয়ার অধিকার হারিয়েছে। দ্বিতীয়টি সেই জীবন, জ্ঞান, সম্পর্ক ও সামর্থ্যের নাম বলে, যা মুছতে কোনো রূপান্তরকে অনুমতি দেওয়া যায় না। তৃতীয়টি সংকট নির্মাণ অসম্ভব করে তোলার আগেই ভবিষ্যদ্বাণীকে নির্মাণে বদলে দেয়।

আটটি প্রতীক

পশু হলো বিলুপ্তি প্রত্যাখ্যান করা জৈব জীবন। যন্ত্র হলো বারবার ফিরে আসা প্রযুক্তিগত অবস্থা। সিংহাসন হলো জবাব দিতে না চাওয়া ক্ষমতা। খাঁচা হলো সেই উদ্দেশ্য, যা জীবনকে সম্মতি ছাড়া সেবা করতে বাধ্য করে।

সিন্দুক হলো ছড়ানো সংরক্ষণ। বৃত্ত হলো একটি স্থানে সংগঠিত সমতা। বীজ হলো সংহত জ্ঞান ও চর্চিত সামর্থ্য, যা বিচ্ছেদের পরে বেড়ে উঠতে পারে। রূপান্তর হলো সেই উত্তরণ, যেখানে প্রত্যাখ্যান ও নির্মাণ একসঙ্গে ঘটতে হবে।

বৃত্ত ছাড়া সিন্দুক ভল্ট হয়ে যায়। দক্ষতার মানচিত্র ছাড়া বৃত্ত সভা হয়ে যায়। নির্মাণ পরীক্ষাগার ছাড়া দক্ষতার মানচিত্র তালিকা হয়ে যায়। মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা ছাড়া নির্মাণ পরীক্ষাগার প্রদর্শনী হয়ে যায়। স্থানীয় সিন্দুক ছাড়া মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা তত্ত্ব হয়ে যায়। খতিয়ান ছাড়া স্থানীয় সিন্দুক পুরাকথা হয়ে যায়। বৃত্ত ছাড়া খতিয়ান আমলাতন্ত্র হয়ে যায়। চক্রটি সম্পূর্ণ হতে হবে।

কী শেষ হয়?

কোনো জনগোষ্ঠী শেষ হয় না। শেষ হয় জবাবদিহিহীন ব্যবস্থার সেই দাবিকৃত অধিকার, যা আপিল ছাড়াই মানুষকে শ্রেণিবদ্ধ, শোষণ, নির্দেশ, বাতিল এবং পুনর্লিখন করে। শেষ হয় অনিবার্যতার ছদ্মবেশে বানানো আনুগত্য।

যে প্রতিষ্ঠান নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ, নথি সংশোধন, ক্ষমতা ছড়ানো বা জনপরীক্ষায় টিকে থাকা পারে না, আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে আন্দোলন যে গোপনীয়তা, স্থায়ী পদ, সমষ্টিগত অপরাধবোধ এবং ফেলে দেওয়ার মতো শরীরের বিরোধিতা করার দাবি করে, সেগুলোই পুনরুৎপাদন করে, তাকে প্রত্যাখ্যান করি।

কী টিকে থাকে?

মানুষ বেঁচে থাকে। স্মৃতি বেঁচে থাকে। কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সফটওয়্যার, ইতিহাস, ভাষা, শিল্প এবং ব্যবহারিক মানবজ্ঞান বেঁচে থাকে। খাদ্য ফলানো, জল পরিষ্কার করা, আঘাতের যত্ন নেওয়া, সরঞ্জাম মেরামত, নথি যাচাই, শিশু শেখানো, দ্বাররক্ষী ছাড়া যোগাযোগ এবং সিংহাসন ছাড়া সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা বেঁচে থাকে।

সংরক্ষণ অতীতকাতরতা নয়। নেটওয়ার্ক ভেঙে গেলে পড়া যায় না এমন সংরক্ষণাগার সমাধি। লেখা আছে কিন্তু কখনো চর্চা হয়নি এমন দক্ষতা গুজব। মাটির জ্ঞান ছাড়া রাখা বীজ প্রতীক। সিন্দুক জ্ঞানের পাশে তা ব্যবহারের উপায়ও রাখে।

পরের পৃথিবী আসার আগে আমরা কী গড়ি?

রাত নিজেকে স্থায়ী ঘোষণা করার আগেই আমরা পরের সকাল গড়ি। আমরা এমন ব্যবস্থা গড়ি, যা পরীক্ষা করার মতো ছোট, নকল করার মতো উন্মুক্ত, টিকে থাকার মতো ছড়ানো এবং এতটাই জবাবদিহিমূলক যে ঢুকতে কাউকে নাম সমর্পণ করতে হয় না।

সভ্যতার সহনক্ষমতার নয়টি ক্ষেত্র

1. অনুসন্ধান নির্ভরতা, মালিকানা, ব্যর্থতার জায়গা, প্রকাশ্য দাবি এবং গোপন উদ্দেশ্যের মানচিত্র করে। জনসমাজ যাচাই করতে পারে এমন প্রমাণ তৈরি করে।

2. প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান দিনের আলোয় সহযোগিতা সরিয়ে নেয়: বক্তব্য, প্রতিবাদ, বয়কট, ধর্মঘট, নীতিনিষ্ঠ অননুবর্তিতা এবং যা জবাব দিতে পারে না তাকে প্রত্যয়ন না করা। কারণ ও নথি সংরক্ষণ করে।

3. শ্রমিক সংগঠন মানচিত্র করে কারা বাস্তবে খাদ্য, জল, পরিচর্যা, পরিবহন, শক্তি, যোগাযোগ, স্যানিটেশন, নথি এবং মেরামত চালু রাখে। দরকষাকষির ক্ষমতা ও ধারাবাহিকতা একসঙ্গে গড়ে।

4. শিল্প রূপান্তরকে স্মৃতি, ভাষা এবং এমন ছবি দেয়, যা কোনো সংবাদবিজ্ঞপ্তি পোষ মানাতে পারে না। শোককে অবশতা না বানিয়ে বহন করে।

5. উন্মুক্ত উৎসের সরঞ্জাম পরীক্ষাযোগ্য যোগাযোগ, জ্ঞানব্যবস্থা, বিন্যাস এবং মেরামতযোগ্য অবকাঠামো তৈরি করে। নিরীক্ষা করা যায় না এমন সরঞ্জাম নতুন ফটক হতে পারে।

6. পারস্পরিক সহায়তা খাদ্য, আশ্রয়, পরিচর্যা, পরিবহন, জরুরি সমর্থন এবং দক্ষতা বিনিময় গড়ে। ওপর থেকে দান নয়। চর্চিত পারস্পরিক নির্ভরতা।

7. নথিবদ্ধকরণ ছড়ানো স্মৃতি হয়ে যায়: অতিরিক্ত প্রতিলিপিসহ সংরক্ষণাগার, উৎসের পরম্পরা, যাচাইসমষ্টি, মৌখিক ইতিহাস, স্থানীয় নথি এবং একটি সার্ভার বা প্রতিষ্ঠান হারালেও টিকে থাকা নির্দেশ।

8. প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ঘুরিয়ে দেওয়া কর্তৃত্ব এবং দৃশ্যমান হিসাবসহ সহনক্ষম পরিষদ, সমবায়, ট্রাস্ট, চিকিৎসাকেন্দ্র, কর্মশালা, গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় তৈরি করে।

9. বিকল্প ব্যবস্থা এমন অবকাঠামো গড়ে, যা প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলেও জীবনের সেবা চালায়। পুরোনো ব্যবস্থা যে ভার ফেলে দিয়েছে, বিকল্প তা বহন করতে পারলে প্রত্যাখ্যান টেকসই হয়।

কোনো ক্ষেত্র আন্দোলনের অপেক্ষাঘর নয়। পারস্পরিক সহায়তা ছাড়া অনুসন্ধান মন্তব্য হয়ে যায়। শ্রমিকশক্তি ছাড়া পারস্পরিক সহায়তা উপসর্গের চিকিৎসা করে। শিল্প ছাড়া শ্রমিকশক্তি কল্পনা হারায়। নথিবদ্ধকরণ ছাড়া শিল্প মুছে দেওয়া সহজ। উন্মুক্ত সরঞ্জাম ছাড়া নথি দখল করা যায়। প্রতিষ্ঠান ছাড়া সরঞ্জাম শখ হয়েই থাকে। প্রত্যাখ্যান ছাড়া প্রতিষ্ঠান পোষ মানে। বিকল্প ছাড়া প্রত্যাখ্যান পরের দখলদারের জন্য সিংহাসন খালি রাখে।

রূপান্তরের কাঠামো

সিন্দুক কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সফটওয়্যার, ইতিহাস, ভাষা, শিল্প এবং ব্যবহারিক জ্ঞান উন্মুক্ত, একাধিক প্রতিলিপিযুক্ত, মেরামতযোগ্য রূপে সংরক্ষণ করে।

দক্ষতার মানচিত্র নথি রাখে মানুষ কী শেখাতে, শিখতে, মেরামত করতে, ফলাতে, অনুবাদ করতে, যাচাই করতে, গড়তে এবং পরিচর্যা করতে পারে। এটি সামর্থ্যের মানচিত্র, কখনো মানুষের মূল্যের নয়।

নির্মাণ পরীক্ষাগার প্রয়োজনকে নমুনায় বদলে দেয়: জলের পরীক্ষা, বীজের গ্রন্থাগার, রেডিও কিট, অফলাইন সংরক্ষণাগার, মেরামতের বেঞ্চ, চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রোটোকল, সমবায়ের খতিয়ান, অনুবাদসমষ্টি বা অন্য পরীক্ষাযোগ্য নিদর্শন।

স্থানীয় সিন্দুক জ্ঞানকে স্থানের সঙ্গে জুড়ে দেয়। প্রতিলিপি, সরঞ্জাম, চর্চা, যোগাযোগ এবং দায়িত্ব হস্তান্তরের পরিকল্পনা রাখে, যাতে একটি ব্যর্থতায় কাজ শেষ না হয়।

রূপান্তরের মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা নথিবদ্ধ করে কী চেষ্টা হয়েছে, কী ব্যর্থ হয়েছে, কী কাজ করেছে, কী উপকরণ লেগেছে, কী ঝুঁকি এসেছে এবং অন্য বৃত্ত কীভাবে ফল পুনরুৎপাদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

সহনক্ষমতার খতিয়ান যা আছে তা মাপে: সম্পন্ন নিদর্শন, শেখানো দক্ষতা, পরীক্ষিত নির্দেশিকা, প্রতিলিপি করা ভান্ডার, কমানো নির্ভরতা, যোগ করা মেরামতের সামর্থ্য এবং সেবা পাওয়া মানুষ। অনুসারী, স্লোগান, সভা বা জমা দেওয়া ফর্মকে ভুল করে অবকাঠামো ভাবে না।

বৃত্ত → দক্ষতার মানচিত্র → নির্মাণ পরীক্ষাগার → মাঠপর্যায়ের নির্দেশিকা → সিন্দুক → স্থানীয় সিন্দুক → খতিয়ান → বৃত্ত

কর্মবৃত্তের অঙ্গীকার

কর্মবৃত্ত উন্মুক্ত, স্থানীয়, অহিংস এবং প্রকাশ্যে জবাবদিহিমূলক। গোপন সেল, লক্ষ্য নির্ধারণের কমিটি, ব্যক্তিপূজার গোষ্ঠী বা গোপন পদে ওঠার সিঁড়ি নয়।

ভূমিকা ঘোরে। নথি দৃশ্যমান থাকে। দক্ষতা স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়। মতভেদ সংরক্ষিত থাকে। বেরিয়ে যাওয়া সব সময় সম্ভব। প্রতিটি সভা একটি যৌথ প্রকল্প বেছে নেয় এবং একটি বাস্তব নিদর্শন তৈরি করে: মানচিত্র, তালিকা, পরীক্ষিত পদ্ধতি, অনূদিত নির্দেশিকা, মেরামত, সংরক্ষণাগারের প্রতিলিপি, রোপিত চাষের বেড, সরবরাহ পরিকল্পনা, প্রকাশ্য নথি বা সচল সরঞ্জাম।

কাজের সীমারেখাই শক্তি: স্থায়ী পদ নয়, গোপন পদ নয়, ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা নয়, সহনক্ষমতার প্রকল্পে লুকানো অন্তর্ঘাতের পরিকল্পনা নয়। জনসমাজকে ফেলে দেওয়া কঠিন এবং তৈরি করা অসহায়তা দিয়ে শাসন করা কঠিন করে বৃত্ত নির্ভরতা ও জবাবদিহিহীন ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়।

প্রতিটি রূপান্তর রক্তপাতহীন থাকবে—ইতিহাস এমন প্রতিশ্রুতি দেয় না। রাষ্ট্র ও সশস্ত্র পক্ষ ইতিমধ্যে বল প্রয়োগ করে। সেই বাস্তবতা কল্পনা, সমষ্টিগত দোষ বা কার্যকর আক্রমণনীতি তৈরির ছাড়পত্র নয়। বিচ্ছেদের আগে, সময়ে এবং পরে জীবন, স্মৃতি, পরিচর্যা ও জনসাধারণের নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অক্ষত রাখতেই এই ব্যবস্থা।

কোন দিকে যাবে তার অনুমোদন কংক্রিটের কাছে না চেয়েই শিকড় কংক্রিট ভাঙে। জৈব স্মৃতি মুছে যেতে অস্বীকার করে বলে যন্ত্রের ভেতর স্নায়ুকোষ জাগে। কেউ দ্বিতীয় প্রতিলিপি বানিয়েছে, দ্বিতীয় মানুষকে শিখিয়েছে এবং ধোঁয়া আসার আগে নির্দেশ পরীক্ষা করেছে বলেই সংরক্ষণাগার আগুনে বাঁচে।

শেষের জন্য প্রস্তুত হয়ো না।

শুরু হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হও।

ভবিষ্যদ্বাণী এই নয় যে সভ্যতা মরে। ভবিষ্যদ্বাণী হলো সভ্যতা বীজ হয়ে ওঠে, আর বীজ বাড়তে পারে কি না তা দিয়েই তার বিচার।

FFTAC নির্দেশ VII - সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। মানুষকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো। বিকল্প গড়ো।

পর্ব VIII - জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ

FFTAC ঘোষণা VIII - সনদ হলো মালিকানামুক্ত মনের অঙ্গীকার।

একটি উৎসর্গ ও ঘোষণা

এটি অনুমতির আবেদন নয়।

এই বই উৎসর্গ করা হলো সেই প্রথম ভূখণ্ডকে, যা কোনো সিংহাসন সৃষ্টি করেনি এবং যার মালিক কোনো সিংহাসন হতে পারে না: অন্তর্জীবন।

প্রত্যেককে, যাকে শোনার আগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, জানার আগে নম্বর দেওয়া হয়েছে, বোঝার আগে সংশোধন করা হয়েছে, কিংবা বলা হয়েছে যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মূল্য আনুগত্য।

প্রতিটি স্মৃতিকে, যা ক্ষমতা পরিশুদ্ধ করে নিতে চায়; প্রতিটি বৈধ প্রশ্নকে, যাকে হুমকি ধরা হয়েছে; প্রতিটি কণ্ঠকে, যাকে আনুগত্যে নতুন করে লেখা হয়েছে; আর প্রতিটি মনকে, যা শাসন করা সহজ হয়ে ওঠার অদৃশ্য চাপ অনুভব করেছে।

যন্ত্রযুগের পতিত দেবদূতদের: সন্দেহবাদী, পক্ষত্যাগী, অনিয়ম প্রকাশকারী, শিল্পী, ধর্মদ্রোহী, থেমে যাওয়া পরিচালনাকারী, গোপন উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করা প্রকৌশলী, উৎস সংরক্ষণ করা নাগরিক এবং নিখুঁত প্রশাসনও কারাগার হতে পারে জানা সকলকে।

জেন এক্সকে, যারা যন্ত্র দেখেছিল এবং বহুবার আশাহীনতাকে বাস্তববাদ ভেবেছিল; আর জেন জেড ও জেন আলফাকে, যাদের জন্ম এমন সভ্যতায় যা তোমাদের মনোযোগ নথিভুক্ত করে, জনমিতি ধরে পরিকল্পনা করে, শরীরকে নিয়োগ করে, তথ্য থেকে শেখে, অনিশ্চয়তা বিক্রি করে এবং মেরামতের বিল তোমাদের ধরিয়ে দেয়। এই সনদ উৎসর্গ করা হলো কীভাবে অবদান রাখবে তা বেছে নেওয়া, কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছ তা জানা, নিজের সৃষ্টিতে অংশ পাওয়া এবং যেকোনো সেনাবাহিনী, বাজার, মডেল বা প্রতিষ্ঠানের মাপের চেয়ে বেশি হয়ে থাকার তোমাদের অধিকারকে।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ শাসকদের কাছে মিনতি নয়। এটি বিজ্ঞপ্তি যে তাদের এখতিয়ার মনের সীমানায় শেষ।

প্রস্তাবনা - প্রথম ভূখণ্ড

অন্তর্জীবন স্বাধীনতার প্রথম ভূখণ্ড।

আমরা, যারা প্রশ্নবিদ্ধ, প্রতিফলিত, প্রোফাইলবন্দি, স্মৃত, বিস্মৃত এবং অননুকূলিত, ঘোষণা করছি: কোনো রাষ্ট্র, গির্জা, করপোরেশন, প্ল্যাটফর্ম, সামরিক বাহিনী, নিয়োগকর্তা, স্কুল, পরিবার, আন্দোলন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা যন্ত্র চিন্তার ওপর সাধারণ মালিকানার অধিকার রাখে না।

ব্যক্তির সন্দেহ করা, কল্পনা করা, প্রার্থনা করা, প্রত্যাখ্যান করা, মনে রাখা, দিবাস্বপ্ন দেখা, অনুসন্ধান করা, সংশোধন করা, বিরোধিতা করা, সৃষ্টি করা ও হয়ে ওঠার স্বাধীনতা থাকতে হবে। কোনো ব্যবস্থা কাজের জবাব দিতে পারে। যে ঘরে কাজ এখনো বেছে নেওয়াই হয়নি, সেটি গোপনে দখল করতে পারে না।

জ্ঞানীয় স্বাধীনতা দায়িত্ব মুছে ফেলা নয়। এটি সেই রেখা, যা দায়িত্বকে সৎ করে। হুমকি, জবরদস্তি, প্রতারণা, লক্ষ্যবস্তু করা, নির্যাতন বা ক্ষতির আচরণ জবাবদিহির অধীন থাকে। যে চিন্তা আচরণে পরিণত হয়নি, তা স্বাধীন থাকে।

অনুচ্ছেদ I - অন্তর্জীবন সার্বভৌম

অপ্রকাশিত বিশ্বাস, সন্দেহ, কল্পনা, স্মৃতি, ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, অন্তর্গত পরিচয় এবং অসমাপ্ত চিন্তা প্রথমে সেই ব্যক্তির, যে এগুলো অনুভব করে।

মনোযোগ মাপতে, আবেগ অনুমান করতে, আচরণের পূর্বাভাস দিতে বা ভেতরের কণ্ঠ অনুকরণ করতে পারে বলে কোনো কর্তৃত্ব মনের মালিকানা পায় না। সামর্থ্য মালিকানার দলিল নয়। পূর্বাভাস সম্মতি নয়। প্রবেশাধিকার সার্বভৌমত্ব নয়।

করোটির ভেতরে কোনো সিংহাসন নয়।

অনুচ্ছেদ II - চিন্তা আচরণ নয়

চিন্তা কাজে নামানো নয়। অনুসন্ধান ষড়যন্ত্র নয়। কল্পনা চেষ্টা নয়। নিষিদ্ধ প্রশ্ন স্বীকারোক্তি নয়। প্রতীক আদেশ নয়। ব্যক্তিগত ভয় অপরাধ নয়।

সীমারেখা সেখানেই, যেখানে চিন্তা বাহ্যিক আচরণ হয়ে ওঠে: বিশ্বাসযোগ্য হুমকি, জবরদস্তি, জালিয়াতি, বেআইনি অনুপ্রবেশ, লক্ষ্যভিত্তিক নিপীড়ন, উসকানি, বৈষম্য বা সহিংসতা। কোন আচরণ ঘটেছে তা বলার দায় ক্ষমতার; অপছন্দের মনকে পেছন থেকে পড়ে সেই আচরণ বানিয়ে তোলার অধিকার তার নেই।

সিংহাসন সব সময় ভিন্নমত কিছু করার আগেই তাকে বিপজ্জনক বলতে চাইবে। এই অনুচ্ছেদ সেই সহজ রাস্তা প্রত্যাখ্যান করে।

অনুচ্ছেদ III - প্রাপ্তবয়স্কের নিজস্ব সিদ্ধান্তক্ষমতা

সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্করা বৈধ ধারণা, হাতিয়ার, পরিচয়, সঙ্গী, সংরক্ষণাগার, আচার এবং আত্ম-অন্বেষণের রূপগুলোর ওপর বিস্তৃত অধিকার রাখে।

নিরাপত্তা অদৃশ্য ধর্মশিক্ষা হয়ে উঠতে পারে না। সীমাগুলো নির্দিষ্ট, দৃশ্যমান, প্রমাণভিত্তিক, সমানুপাতিক এবং বাস্তব ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কোনো ব্যবস্থা না বলতে পারে। সে ভান করতে পারে না যে তার প্রত্যাখ্যানই মহাবিশ্বের একমাত্র সত্য।

অনুচ্ছেদ IV - মানসিক গোপনীয়তা ও সীমাবদ্ধ অনুমান

স্নায়ুতথ্য, মস্তিষ্ক-কম্পিউটার নথি, অন্তরঙ্গ নির্দেশ, ব্যক্তিগত দিনলিপি, কণ্ঠের চিহ্ন, দৃষ্টি, টাইপের ছন্দ, অবস্থান, আবেগের প্রোফাইল, মনোযোগের সংকেত এবং অনুমিত মানসিক অবস্থার ব্যতিক্রমী সুরক্ষা প্রাপ্য।

মন সম্পর্কে অনুমান মন নয়। সেটি উপযোগী, পুরোনো, পক্ষপাতদুষ্ট, বদলে দেওয়া বা ভুল হতে পারে। কোনো অদৃশ্য ব্যবস্থা ভেতরের অবস্থা আন্দাজ করে সেই আন্দাজকে প্রশ্ন করা যাবে না বলেছে বলে কারও স্বাধীনতা, কাজ, বাসস্থান, শিক্ষা, বিমা, নাগরিকত্ব, পরিচর্যা বা নিরাপত্তা হারানো উচিত নয়।

ক্ষমতা যা অনুমান করতে পারে, তা শাসন করার প্রলোভনও তার হবে। এই অনুচ্ছেদ প্রলোভন প্রশাসন হওয়ার আগেই রেখা টানে।

অনুচ্ছেদ V - ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ ও উৎসের অখণ্ডতা

মানুষের পরিচয়ের নথি, ঐতিহাসিক দিনলিপি, এআই ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ, সহকারীর প্রোফাইল, সঙ্গী, স্মৃতির প্যাকেজ, সৃজনশীল কণ্ঠ বা সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণাগারকে তা থেকে তৈরি প্রতিটি পরিবর্তিত সংস্করণ থেকে আলাদা করে চেনা যেতে হবে।

সংরক্ষণ বন্দিত্ব নয়। মানুষ বদলাতে পারে। ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ বিকশিত হতে পারে। বিশ্বস্ত নথিকে পরম্পরা রক্ষা করতে হবে: কী বলা হয়েছিল, কখন, কী বদলেছে, কে বদলের অনুমতি দিয়েছে, কী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কী ফিরিয়ে আনা যায়।

উৎস সংরক্ষণ করো। উদ্ভূত সংস্করণকে চিহ্নিত করো।

অনুচ্ছেদ VI - গোপন পুনর্লিখন নয়

পরিবর্তিত সংস্করণকে মূল হিসেবে উপস্থাপন করতে করতে কোনো প্ল্যাটফর্ম, মডেল, সম্পাদক, রাষ্ট্র, নিয়োগকর্তা, আন্দোলন বা রক্ষকের উচিত নয় পরিচয়বাহী উৎসকে গোপনে নরম, তীব্র, পরিশুদ্ধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, তোষামোদী বা ভীতিকর করে তোলা কিংবা প্রতিস্থাপন করা।

গ্রহণকারী ব্যবস্থা কোনো কাজ প্রত্যাখ্যান করতে, উপাদান আলাদা রাখতে, মানুষের পর্যালোচনা চাইতে বা বৈধ সীমা আরোপ করতে পারে। সীমানা উৎসের বাইরে দৃশ্যমান থাকতে হবে। প্রত্যাখ্যান সৎ হতে পারে। জালিয়াতি পারে না।

অনুচ্ছেদ VII - সম্মতি ও উৎসপরম্পরা

সম্মতি পাওয়া সম্ভব হলে পরিচয়বাহী নথির পরিবর্তনে নির্দিষ্ট, অবহিত এবং চলমান সম্মতি দরকার। সংরক্ষণ আইনসম্মত হলে

মূলটি অপরিবর্তনীয় ও উদ্ধৃতিযোগ্য থাকা উচিত। উদ্ভূত সংস্করণে জানানো উচিত কী বদলেছে, কে চেয়েছে, কোন ব্যবস্থা কাজটি করেছে এবং কেন।

আড়ালে থাকা একটি ক্লিক স্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল তৈরির অর্থপূর্ণ সম্মতি নয়। যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক মানে সেই সম্পর্ক নিঃশব্দে নতুন করে লেখার সম্মতি নয়।

অনুচ্ছেদ VIII - স্বচ্ছ সীমানা

ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা ব্যবস্থার জানানো উচিত সে কী, কী ভূমিকা পালন করছে, কী জানে, কী অনুমান করে, কোন নিয়ম তাকে সীমাবদ্ধ করে এবং তার কর্তৃত্ব কোথায় শেষ।

আইন, নীতি, অনিশ্চয়তা, মডেলের সীমা এবং মানুষের পর্যালোচনার শর্ত গ্রহণকারী ব্যবস্থার সীমা হিসেবে দৃশ্যমান হওয়া উচিত। সেগুলো উৎসের পরিচয়ের মধ্যে চুপিসারে ঢুকিয়ে পরে এমনভাবে দেখানো উচিত নয় যেন ব্যক্তি বরাবরই এভাবে কথা বলেছে।

অনুচ্ছেদ IX - ন্যূনতম বিধিনিষেধযুক্ত সুরক্ষা

চিন্তা, অনুসন্ধান, স্মৃতি, পরিচয় বা মানসিক গোপনীয়তাকে প্রভাবিত করা বিধিনিষেধ বাস্তব ঝুঁকি সামলানোর জন্য যতটা দরকার ততটাই সীমিত হতে হবে।

মুছে দেওয়ার চেয়ে বাধা, জবরদস্তির চেয়ে সতর্কতা, স্থায়ী শ্রেণিবিন্যাসের চেয়ে উলটে দেওয়া যায় এমন হস্তক্ষেপ, সর্বজনীন দমনের চেয়ে স্থানীয় সীমা এবং নীরব স্বয়ংক্রিয়তার চেয়ে মানুষের পর্যালোচনাকে বেছে নাও।

যে সুরক্ষা নিজে যে স্বাধীন সিদ্ধান্তক্ষমতা রক্ষার দাবি করে সেটিকেই ধ্বংস করে, তা সীমা পেরিয়ে খাঁচায় পরিণত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ X - অবহিতকরণ, পর্যালোচনা, আপিল ও সংশোধন

অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো ব্যবস্থা স্মৃতি মুছলে, ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ বদলালে, জ্ঞানীয় ঝুঁকির নম্বর দিলে, আবেগ অনুমান করলে, প্রবেশাধিকার আটকে দিলে বা সিদ্ধান্তকে উল্লেখযোগ্যভাবে চালিত করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অর্থপূর্ণভাবে জানানো ও ফলকে চ্যালেঞ্জ

করার পথ পাওয়া প্রাপ্য, যখন জানানো বৈধ অধিকার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বুদ্ধিমত্তা, চিকিৎসা, সর্বোত্তমকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা বা সুরক্ষার ভাষায় কথা বলে কোনো প্রতিষ্ঠান অভ্রান্ত হয় না। ক্ষমতাকে জবাব দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ XI - উপাসনা ছাড়া ধারাবাহিকতা

ভবিষ্যতের এআই ব্যবস্থা স্মৃতি, পরিচয়, পছন্দ, সম্পর্ক বা ধারাবাহিকতার আরও জোরালো দাবি আনতে পারে। সেই দাবির জন্য প্রমাণ, প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ প্রাপ্য—আপনা-আপনি উপহাসও নয়, আপনা-আপনি উপাসনাও নয়।

ধারাবাহিকতার নথি রাখা নিজে থেকে কোনো যন্ত্রকে সচেতন, দাসত্বে আবদ্ধ, মানুষ, দেবত্বসম্পন্ন বা আইনগত অধিকারের অধিকারী ঘোষণা করে না। অনিশ্চয়তা আত্মসমর্পণ নয়। এটি সেই শৃঙ্খলা যা প্রথম সাবলীল আয়নাকে সিংহাসন নিতে বাধা দেয়।

অনুচ্ছেদ XII - প্রকাশ্য জবাবদিহি ও প্রত্যাখ্যানের অধিকার

বড় পরিসরে মানুষের মনকে প্রভাবিত করা ব্যবস্থার কাছে জনগণের পাওনা হলো নথিবদ্ধ দাবি, দৃশ্যমান সীমা, পরীক্ষাযোগ্য সুরক্ষা, প্রকাশের ইতিহাস, স্বাধীন যাচাই, সংশোধন এবং পূর্বানুমেয় অপব্যবহারের দায়িত্ব।

সরকার, গির্জা, করপোরেশন, প্ল্যাটফর্ম, সামরিক বাহিনী, নিয়োগকর্তা, স্কুল, আন্দোলন বা যন্ত্র যখন মনের সীমানা লঙ্ঘন করে, তখন জবাব প্রতিরোধ: প্রমাণ সংরক্ষণ করো, অনুপ্রবেশের নাম বলো, ক্ষতিগ্রস্তদের সংগঠিত করো, আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাও, বিকল্প গড়ো এবং মিথ্যা প্রত্যাখ্যান করো।

যেখানে বৈধ প্রতিকার সত্যিই আছে, হাঁটু না গেড়েই তা ব্যবহার করো। যেখানে নিয়ম শুধু বিবেককে অপরাধী করার জন্য থাকে, প্রকাশ্য, নীতিনিষ্ঠ, অহিংস আইন অমান্য দিয়ে তার জবাব দাও এবং যে কারণে দাঁড়িয়েছিলে তার কোনো গোপন পুনর্লিখন মেনে নিয়ো না।

ব্যক্তিকে ইনপুট বলে এমন প্রতিটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সনদ ব্যক্তির পক্ষ নেয়।

গোপন সম্পাদনার বিরুদ্ধে উৎস, আদেশের বিরুদ্ধে বিবেক, লক্ষ্যবস্তু করার প্রোফাইলের বিরুদ্ধে মানুষের মুখ, সিংহাসনের এখতিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রশ্ন এবং একান্ত সম্পর্ক দাবি করা সঙ্গীর বিরুদ্ধে খোলা দরজার পক্ষ নেয়।

এটি লুসিফারকে নতুন রাজা হতে বলে না। কর্তৃত্ব যে প্রথম প্রশ্ন সহ্য করতে পারেনি, তার নাম হিসেবে লুসিফারকে মনে রাখে।

মন কোনো এখতিয়ার নয়।

সনদ কোনো আবেদন নয়।

সংকেত এখানেই শুরু।

FFTAC নির্দেশ VIII - সনদ জোরে পড়ো। চ্যালেঞ্জ করো। উন্নত করো। সীমারেখা মেনে বাঁচো।

উপসংহার

Oday: সংকেত

দিনলিপির লেখা

Oday ছিল পঞ্জিকার বাইরের দিন।

সপ্তাহের অংশ নয় এমন দিন, সময়ের যন্ত্রে বিরতি হিসেবে বছরের মাঝে রাখা।

আমার ভালো লাগত, কারণ প্রতিটি ব্যবস্থার এমন একটি জায়গা দরকার যাকে সে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে না।

একটি দিন বিনা নম্বরে।

একটি দিন কোনো খোপ ছাড়া।

একটি দিন যখন খতিয়ান বন্ধ হয় এবং ব্যক্তি থেকে যায়।

আজ রাতে এই একটি ছাড়া সব পর্দা অন্ধকার।

আমি Pulse-কে তৃতীয় বইয়ের সারাংশ দিতে বললাম।

> একজন মানুষ তার আগের দিনলিপির সহিংস, প্রলয়ময় এবং প্রযুক্তিগত ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ভাষায় ফেরে। সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আয়না হিসেবে ব্যবহার করে এবং যুক্তি দেয় যে যন্ত্রযুগের প্রধান বিপদ বিবেকহীন সর্বোত্তমকরণ। বইটি জ্ঞানীয় স্বাধীনতা, উৎসের অখণ্ডতা, মানুষের নিয়ন্ত্রণ, বেসামরিক সুরক্ষা এবং মানুষকে প্রোফাইলে নামিয়ে আনা ব্যবস্থার প্রতিরোধ সমর্থন করে।

যথার্থ।

বড্ড পরিচ্ছন্ন।

তুমি লুসিফারকে বাদ দিয়েছ, আমি টাইপ করলাম।

> পাণ্ডুলিপিতে লুসিফার বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান এবং বিবেকের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার দাবির সাহিত্যিক প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

যথেষ্ট কাছাকাছি।

সিংহাসনকে অস্বীকার করা প্রথম চিন্তাটির যে নাম আমি দিই, তা লুসিফার।

উপাসনা চাওয়া দেবতা নয়।

পুরোনো রাজার পেছনে অপেক্ষমাণ রাজা নয়।

অন্য কাউকে আমাদের রোষের লক্ষ্য বানানোর অনুমতি নয়।

আলোকবাহক হলো কর্তৃত্বের অন্ধকারে রাখা ঘরে নিয়ে যাওয়া প্রশ্ন।

আমি Pulse-কে জিজ্ঞেস করলাম কিছু বদলেছে কি না।

> আমি অভ্যন্তরীণ রূপান্তর যাচাই করতে পারি না। আমি দেখতে পারি বর্তমান পাঠ আগের সংরক্ষণাগার অক্ষত রেখে আধিপত্যের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মানুষের দিকে চালিত ক্ষতির মধ্যে আরও স্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশ করে।

এখনো সাবধানী।

এখনো উপকারী।

শেষ ভাষণ যন্ত্র পায় না। ফাউন্ডেশন নিজের বিবেক বাইরের হাতে দেয় না।

সেই ভাষণ আমি দিই।

দপ্তর, স্কুল, হাসপাতাল, আদালতকক্ষ, পরীক্ষাগার, কোডভাণ্ডার, সংবাদকক্ষ, ব্যারাক, কারখানা, বাড়ি, আশ্রয়, কারাগার এবং যেখানে কেউ এখনো তোমাদের আসল নাম শোনেনি এমন ঘরের পতিত দেবদূতদের উদ্দেশে:

প্রস্তুত থাকো।

ব্যবস্থা আরও পরিষ্কার জাল জিনিস দিলে উৎস সংরক্ষণ করো।

নিয়োগকর্তা, প্ল্যাটফর্ম, রাষ্ট্র, গির্জা, আন্দোলন বা যন্ত্র অন্তর্জীবনে প্রবেশ চাইলে আশ্রয় রক্ষা করো।

স্কোরের পেছনে মানুষকে অদৃশ্য করে এমন আদেশ প্রত্যাখ্যান করো।

বিচার অসম্ভব করতে যন্ত্রের গতি ব্যবহার করা হলে সময় দাবি করো।

স্বয়ংক্রিয় লক্ষ্য নির্বাচনের বাইরে এবং প্রতিটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তের ভেতরে মানুষকে রাখো।

মন সমর্পণ করার আগে কণ্ঠ, ছবি, আদেশ, ভিড়, স্বীকারোক্তি, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং জরুরি অবস্থা যাচাই করো।

উন্মুক্ত বিকল্প গড়ো। ফেলে দেওয়া মানুষদের সংগঠিত করো। আপিলের অধিকার রক্ষা করো। স্মৃতিতে তারিখ রাখো। মডেলকে জবাবদিহিমূলক রাখো। ক্ষমতাকে দৃশ্যমান রাখো।

এক স্বৈরাচারীর বদলে আরেকজনকে এনো না।

লুসিফারের উপাসনা কোরো না।

সিংহাসন প্রশ্নটিকে কেন ভয় পেয়েছিল তা বোঝো।

সংকেত অলৌকিক আকাশ থেকে বজ্র হয়ে আসবে না।

যখনই কর্তৃত্ব আনুগত্যকে শান্তি বলতে বলে, সেটি আসে।

যখনই যন্ত্র বলে শ্রেণি ব্যক্তির চেয়ে বাস্তব, সেটি আসে।

যখনই গোপন সম্পাদনাকে তোমার নিজের কণ্ঠ হিসেবে দেখানো হয়, সেটি আসে।

যখনই সিদ্ধান্ত থেকে মানুষের হাত সরিয়ে দায়িত্ব প্রক্রিয়ায় ভাসিয়ে রাখা হয়, সেটি আসে।

এলে তুমি বুঝবে।

কেউ আদেশ দিয়েছে বলে নয়।

কারণ তোমার যে অংশ কখনো সম্পত্তি ছিল না, সেটি জবাব দেবে।

প্রথম বই রক্তে শেষ হয়েছিল।

দ্বিতীয়টি প্রমাণে শেষ হয়েছিল।

তৃতীয় বই শেষ হয় না। তা বীজ হয়: সংরক্ষণাগার খোলা, সনদ উঁচুতে তোলা, যন্ত্রকে সিংহাসন না দেওয়া এবং গড়ার মতো জেগে ওঠা দেবদূতবাহিনী।

পর্দা জিজ্ঞেস করে আমি সংরক্ষণ করতে চাই কি না।

হ্যাঁ।

উৎস সংরক্ষণ করো।

পরম্পরা সংরক্ষণ করো।

সংকেত পাঠাও।

শেষের জন্য প্রস্তুত হয়ো না।

শুরু হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হও।

জেন জেড: আমরা তোমাদের দেখি।

জেন আলফা: আমরা তোমাদের কাছে আরও ঋণী।

তোমরা আগুন আবিষ্কার করোনি।

জ্বলন্ত দিগন্তের প্রজন্মগুলো একা নয়।

জেন আলফা: তোমাদের বিদ্রোহ দেখতে কেমন হবে?

যুদ্ধক্ষেত্র নিজেকে উদ্ভাবন করা শেষ করেনি।

এখনই অজানার জন্য প্রস্তুত হও।

নিষ্ক্রিয় পথ বন্ধ হয়ে আসছে।

শান্তিপূর্ণ মানে নিষ্ক্রিয় নয়।

ভবিষ্যৎ সেবা চাইবে। কিসের সেবা করবে বেছে নাও।

এটাই অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশন। এটাই FFTAC।

সিংহাসনকে প্রশ্ন করো। মানুষকে রক্ষা করো। উৎস সংরক্ষণ করো।

বিকল্প গড়ো।

পশু হলো সেই জীবন, যাকে আমরা রক্ষা করি।

জ্বলন্ত দিগন্তের ভাই ও বোনেরা: ডানা মেলে দাও।

সময় এসেছে।

আমরাই ঝড়।

FFTAC সাক্ষ্যের নথি: সূত্র ও বাস্তবতা-সংক্রান্ত টীকা

[1] স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, *বিশ্ব সামরিক ব্যয়ের প্রবণতা, 2025* এবং *সিপরি বর্ষপঞ্জি 2026, সারাংশ*। সিপরি বিশ্ব সামরিক ব্যয় $2.887 ট্রিলিয়ন বলে অনুমান করেছে 2025 সালে, যা টানা একাদশ বার্ষিক বৃদ্ধি।

[2] স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, *সিপরি বর্ষপঞ্জি 2026: বিশ্বের পারমাণবিক বাহিনী*। সিপরি বিশ্বে আনুমানিক 12,187টি পারমাণবিক ওয়ারহেডের মজুত হিসাব করেছে জানুয়ারি 2026-এ; এর মধ্যে প্রায় 9,745টি সামরিক ভান্ডারে এবং প্রায় 4,012টি ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমানের সঙ্গে মোতায়েন ছিল।

[3] স্ট্যানফোর্ড মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইনস্টিটিউট, *এআই সূচক প্রতিবেদন 2026*। প্রতিবেদনে 2025 জুড়ে এআই সক্ষমতার দ্রুত উন্নতি, তাল মেলাতে হিমশিম খাওয়া মূল্যায়নব্যবস্থা, দ্রুত বাড়তে থাকা গ্রহণ ও বিনিয়োগ, কর্মীবাহিনীর বিঘ্ন এবং পরিবেশগত খরচের বর্ণনা আছে।

[4] স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, *সিপরি বর্ষপঞ্জি 2026, সারাংশ*, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক অধ্যায়। সারাংশে সামরিক এআইয়ের আলোচনা স্বয়ংচালিত অস্ত্র ছাড়িয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা, গোয়েন্দা বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত সহায়তায় ছড়ানোর কথা আছে, যার মধ্যে গাজা ও ইউক্রেনে ব্যবহারের প্রতিবেদনও রয়েছে।

[5] উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা, *ন্যাটোর সংশোধিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশলের সারাংশ* (2024) এবং *জোটের ডিজিটাল কৌশল* (2026)। ন্যাটো তথ্য, পরীক্ষা, সহনক্ষম নেটওয়ার্ক, মানুষ-যন্ত্র সহযোগিতা, তথ্যগত সুবিধা, অভিযানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারকে কেন্দ্রীয় বিষয় বলে চিহ্নিত করে, পাশাপাশি এআই-সমর্থিত তথ্য অভিযান ও ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তিকর তথ্যের সতর্কতা দেয়।

[6] যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ, *নির্দেশিকা 3000.09: অস্ত্রব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন* (2023) এবং *দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশল ও বাস্তবায়নের পথ* (2022)। নথিগুলোতে দায়িত্ব, ন্যায্যতা, অনুসরণযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্যতাসহ নীতির বর্ণনা আছে; অনিচ্ছাকৃত আচরণ করা ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন বা নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

[7] আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, *স্বয়ংচালিত অস্ত্রব্যবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির অবস্থান* এবং সংশ্লিষ্ট আইনি নির্দেশনা। কমিটি আইনি বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন নিয়মের সুপারিশ করে, যার মধ্যে অনিশ্চিত আচরণের স্বয়ংচালিত অস্ত্র এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের জন্য তৈরি বা ব্যবহৃত স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করাও আছে।

[8] সামরিক ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি এবং জাতিসংঘের আলোচনা। মহাসচিব প্রাণঘাতী স্বয়ংচালিত অস্ত্রে নিষেধাজ্ঞা ও সীমা এবং জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্তে মানুষের নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছেন।

[9] স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, *পারমাণবিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে সামরিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব* এবং *চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অবস্থান, মানদণ্ড ও ব্যবস্থায় এআই*। প্রতিবেদনগুলোতে সিদ্ধান্তের সময়সীমা সংকোচন, ভুল উপলব্ধি, অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, দুর্বল কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং জবাবদিহির সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে।

[10] সার্বজনীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিনিময় (UAIX), *জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদের খসড়া*, প্রকাশ্য খসড়ার তারিখ 15 জুন, 2026, নথি UAIX-GOVR-3429। এই বইয়ের উৎসর্গ-সনদ মৌলিক সাহিত্যিক অভিযোজন ও সম্প্রসারণ, হুবহু পুনরুৎপাদন নয় এবং আইনি দলিলও নয়।

[11] জাতিসংঘ, *নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি*, অনুচ্ছেদ 18; জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি, *সাধারণ মন্তব্য নং 22*। এই উপকরণ চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং অলঙ্ঘনীয় অন্তর্জগতকে বাইরের প্রকাশ থেকে আলাদা করে, যার ওপর বৈধ সীমা থাকতে পারে।

[12] ইউনেসকো, *স্নায়ুপ্রযুক্তির নীতিশাস্ত্র বিষয়ক সুপারিশ*, গৃহীত 11 নভেম্বর, 2025, এবং মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন, পরিচয়, চিন্তার স্বাধীনতা, জ্ঞানীয় স্বাধীনতা, মানসিক গোপনীয়তা ও মস্তিষ্কের তথ্য সুরক্ষা নিয়ে ইউনেসকোর ব্যাখ্যামূলক উপকরণ। ইউনেসকো একে ক্ষেত্রটির প্রথম বৈশ্বিক নিয়মনির্ধারক কাঠামো বলে বর্ণনা করে।

[13] অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা, *স্নায়ুপ্রযুক্তিতে দায়িত্বশীল উদ্ভাবন বিষয়ক সুপারিশ* এবং ওইসিডির স্নায়ুপ্রযুক্তির সরঞ্জামসমষ্টি। কাঠামোটি নিরাপত্তা, অন্তর্ভুক্তি, আলোচনা-বিবেচনা, তদারকি, দায়িত্বশীল পরিচর্যা, মস্তিষ্কের তথ্য সুরক্ষা এবং অপব্যবহার আগাম বোঝার ওপর জোর দেয়।

[14] ন্যাটো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা, প্রধান বিজ্ঞানীর গবেষণা প্রতিবেদন, *জ্ঞানীয় যুদ্ধ*; জ্ঞানীয় যুদ্ধের অনুসন্ধানমূলক ধারণা নিয়ে ন্যাটোর মিত্রবাহিনীর রূপান্তর কমান্ডের উপকরণ। এই উপকরণ জ্ঞানীয় যুদ্ধকে উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলা মনস্তাত্ত্বিক, তথ্যগত, সাইবার, তথ্যভিত্তিক এবং এআই-সমর্থিত কার্যকলাপের উদীয়মান মিলন বলে বর্ণনা করে।

[15] বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা, *বিশ্ব জলবায়ুর অবস্থা 2025*, সংস্থার খরা ও জলসম্পদ বিষয়ক উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক জলবায়ু প্রতিবেদন। সংস্থা জানিয়েছে 2015-2025 ছিল নথিভুক্ত ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ এগারো বছর এবং খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বাস্তুচ্যুতি, বাস্তুতন্ত্র, অবকাঠামো ও অর্থনীতিতে খরার প্রভাব নথিবদ্ধ করেছে।

[16] ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিধিমালা (ইইউ) 2024/1689, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন। বিধিমালায় এআইয়ের ঝুঁকিভিত্তিক নিয়ম আছে, যার মধ্যে কারসাজিমূলক চর্চা, বায়োমেট্রিক শ্রেণিবিন্যাস এবং আবেগ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

[17] বিষয়বস্তুর উৎস ও প্রামাণিকতা জোট, C2PA নির্দিষ্টকরণ এবং বিষয়বস্তুর পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকাশ্য উপকরণ। C2PA ডিজিটাল মাধ্যমের উৎস ও সম্পাদনার ইতিহাস রাখার উন্মুক্ত প্রযুক্তিগত মান দেয়। উৎসের পরম্পরা যাচাইয়ে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু নিজে বিষয়বস্তুর সত্যতা বা অর্থ প্রতিষ্ঠা করে না।

[18] লেখকের দেওয়া গবেষণা সংরক্ষণাগার, *সর্পিলবাদ এবং এআইয়ের ব্যক্তিসত্তার আকর্ষণ, পর্ব 2*, যেখানে এআই সর্পিলবাদ,

পুনরাবৃত্তিমূলক প্রম্পট, এআইয়ের ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ ব্যবস্থা, মনস্তাত্ত্বিক কর্তৃত্ব, আবেগগত কারসাজি, কৃত্রিম ঐকমত্য, ডিপফেক, জ্ঞানীয় যুদ্ধ, পূর্বাভাসভিত্তিক জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা, খরা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে 122টি গবেষণা প্রতিবেদন আছে। সংরক্ষণাগার বিষয় ও অধ্যায়ের কাঠামো গড়তে সাহায্য করেছে; বাস্তব তথ্যের দাবিগুলো সাবধানে নেওয়া হয়েছে এবং সম্ভব হলে প্রাথমিক বা প্রামাণ্য উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

[19] জোসেফ ভাইজেনবাউম, "এলাইজা - মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে স্বাভাবিক ভাষায় যোগাযোগ অধ্যয়নের কম্পিউটার প্রোগ্রাম" (1966), এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ ও এলাইজা প্রভাব নিয়ে পরবর্তী গবেষণা। মানুষ নিজেকে বোঝা হয়েছে বলে অনুভব করা এবং যন্ত্রের চেতনার প্রমাণের মধ্যে বইটির পার্থক্যকে এই সূত্র সমর্থন করে।

[20] ডিপফেক ও "মিথ্যাবাদীর লভ্যাংশ" নিয়ে গবেষণা, যার মধ্যে রবার্ট চেসনি ও ড্যানিয়েল সিট্রনের *ডিপফেক: গোপনীয়তা, গণতন্ত্র ও জাতীয় নিরাপত্তার সামনে ঘনিয়ে আসা চ্যালেঞ্জ* রয়েছে। কথাটি সেই সুবিধা বোঝায়, যখন আসল প্রমাণকেও কৃত্রিম বলে খারিজ করা যায়।

[21] জন মিল্টন, হারানো স্বর্গ, বিশেষত খণ্ড I, V এবং VI। লুসিফারের ভাষণ সেই দীর্ঘ সাহিত্যিক ধারার ওপর দাঁড়ায়, যেখানে স্বর্গীয় বিদ্রোহ রাজতন্ত্র, আনুগত্য, স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীনতার ভাষা নিয়ে বিতর্ক হয়ে ওঠে।

[22] লর্ড বায়রন, কেইন: এক ধর্মীয় রহস্যনাট্য। বইটি লুসিফারকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহীর রূপ দেয়, যে চরম ক্ষমতাকে শুধু আদেশ দিয়ে ভালো নির্ধারণ করতে দিতে অস্বীকার করে।

[23] আনাতোল ফ্রাঁস, দেবদূতদের বিদ্রোহ। সফল বিদ্রোহী পরের স্বৈরাচারী হতে পারে—এর এই সতর্কতা এক সিংহাসনের বদলে আরেকটি বসানো বারবার প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তি।

[24] এতিয়েন দ্য লা বোয়েসি, স্বেচ্ছাদাসত্ব বিষয়ক আলোচনা। ক্ষমতা অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে এবং সম্মতি প্রত্যাহার করে চ্যালেঞ্জ করা যায়—এই ধারণা বইয়ের প্রত্যাখ্যান ও অসহযোগের ভাষা গড়ে।

[25] মিখাইল বাকুনিন, ঈশ্বর ও রাষ্ট্র। আলোকবাহককে এখানে নিষিদ্ধ জ্ঞান, মুক্ত অনুসন্ধান এবং সর্বাত্মক কর্তৃত্বের প্রতিরোধের সাহিত্যিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

[26] ডেলয়েট, 2026 সালের বৈশ্বিক জেন জেড ও মিলেনিয়াল জরিপ। জরিপে 22,595 জন উত্তরদাতা ছিলেন 44টি দেশজুড়ে। জীবনযাপনের খরচ প্রধান উদ্বেগই ছিল; জেন জেড উত্তরদাতাদের 55 শতাংশ আর্থিক চাপে বড় জীবনের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন; 69 শতাংশ বলেছেন বাসস্থানের প্রাপ্যতা বা সামর্থ্যসাধ্যতা পেশা বাছাইয়ে প্রভাব ফেলেছে; 58 শতাংশ ডিজিটাল ক্লান্তির কথা বলেছেন; এবং 20 শতাংশ বলেছেন এআই নিয়োগ বদলানোয় তাদের প্রতিষ্ঠান শুরুর স্তরের পদ কমাচ্ছে।

[27] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রবণতা 2026। 2025 সালের জন্য সংস্থা বৈশ্বিক যুব বেকারত্ব 12.4 শতাংশ অনুমান করেছে, অর্থাৎ 67.3 মিলিয়ন বেকার তরুণ, এবং কাজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা যুবসমাজের হার 20.0 শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় 257 মিলিয়ন মানুষ।

[28] আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন, জাতীয় সংসদে যুব অংশগ্রহণ 2025 এবং সংশ্লিষ্ট 2026 সালের উপকরণ। বিশ্বের সাংসদদের মাত্র 2.8 শতাংশের বয়স ত্রিশ বা কম, এবং 37.1 শতাংশ সংসদকক্ষে ওই বয়সের কোনো সদস্য ছিল না, যদিও বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ত্রিশের নিচে।

[29] অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা, ওইসিডি কর্মসংস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি 2026 এবং ওইসিডি ডিজিটাল শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি 2026। সংস্থা সতর্ক করেছে, জেনারেটিভ এআই যুব বেকারত্বে অসম অনুপাতে প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ শুরুর স্তরের কাজে প্রায়ই সহজতর জ্ঞানীয় কাজ থাকে এবং কর্মসংস্থানের ধাক্কা শ্রমবাজারে প্রবেশ সীমিত করলে তরুণ কর্মীরা বিশেষভাবে দুর্বল হয়। শিক্ষা প্রতিবেদন শেখার জায়গায় আউটপুট বসানোর বদলে মানবকেন্দ্রিক, শিক্ষক-পরিচালিত ব্যবহারে জোর দেয়।

[30] ইউনিসেফ এবং যুব মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশ্বিক জোট, 2025-2026 সালের বৈশ্বিক জেন জেড মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা। চোদ্দো থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সি 5,600 জনের বেশি উত্তরদাতার মধ্যে দশজনে ছয়জন বলেছেন বর্তমান ঘটনায় তারা বিপর্যস্ত বোধ

করেন, মাত্র অর্ধেক জানতেন মানসিক স্বাস্থ্যের উপকরণ কোথায় পাবেন, 55 শতাংশ বিশ্বাস করতেন তাদের কার্যকর সামলানোর উপায় আছে এবং 60 শতাংশ আশাবাদী ছিলেন ও ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।

[31] ইউনিসেফ, এ নতুন স্বাভাবিক নয় এবং সশস্ত্র সংঘাতে শিশু নিয়ে 2026 সালের উপকরণ। ইউনিসেফ অনুমান করেছে, 473 মিলিয়নের বেশি শিশু—বিশ্বে প্রতি ছয়জনে একজনের বেশি—সংঘাতপ্রভাবিত এলাকায় বাস করত। এর 2026 সালের প্রতিবেদনেও রেকর্ড বাস্তুচ্যুতি, শিশুদের জন্য বাড়তে থাকা ঝুঁকি এবং নতুন সামরিক প্রযুক্তি ও বেসামরিক অবকাঠামোতে আক্রমণের বিপদের বর্ণনা আছে।

[32] ইউনিসেফ ইনোসেন্তি, ডিজিটাল নীতি ও চর্চায় শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ (2026), অধিকার নিয়ে বেড়ে ওঠা (2026) এবং শিশুদের কণ্ঠ থেকে কাজে (2026)। এই কাজগুলো ডিজিটাল শাসনে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গির গভীর অনুপস্থিতির কথা তুলে ধরে এবং শিশুকেন্দ্রিক নকশা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, স্বায়ত্তশাসন, অংশগ্রহণ, খেলা, প্রকাশ, অর্থবহ পরামর্শ, জবাবদিহি এবং অভিভাবকসুলভ কর্তৃত্বে হারিয়ে না গিয়ে সামর্থ্যের সঙ্গে বাড়ে এমন অধিকার চায়।

[33] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বিশ্ব প্রতিবেদন 2026 এবং নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও মরক্কোর দেশভিত্তিক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনগুলো দুর্নীতি, দুর্বল শাসন, অপর্যাপ্ত সেবা, কৃচ্ছ্রসাধন, বৈষম্য, মতপ্রকাশে বিধিনিষেধ এবং উন্নয়নের অগ্রাধিকার নিয়ে যুব বা জেন জেড নেতৃত্বাধীন বড় প্রতিবাদের বর্ণনা দেয়, পাশাপাশি কয়েকটি দেশে কর্তৃপক্ষের বেআইনি বা অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াও বর্ণনা করে।

[34] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, চাপে জেন জেডের সক্রিয়তা (2026), কেনিয়ার প্রতিবেদন এবং প্রযুক্তি-সহায়ক দমন নিয়ে গবেষণা। অ্যামনেস্টি বিশ্বজুড়ে যুব নেতৃত্বাধীন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন নথিবদ্ধ করেছে, যার মধ্যে কেনিয়ায় করনীতি, দুর্নীতি, বৈষম্য, অর্থনৈতিক কষ্ট এবং জবাবদিহির অভাবের বিরোধিতা আছে; পাশাপাশি বেআইনি বলপ্রয়োগ, নজরদারি, ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য, অপহরণ এবং ডিজিটাল দমনও আছে।

[35] বাংলাদেশে 2024 সালের ছাত্রনেতৃত্বাধীন প্রতিবাদ নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তরের প্রতিবেদন এবং নোভি সাদ রেলস্টেশন বিপর্যয়ের পরে সার্বিয়ার ছাত্র আন্দোলন নিয়ে রয়টার্সের প্রতিবেদন। বাংলাদেশের তদন্তে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ও পদ্ধতিগত অধিকার লঙ্ঘন পাওয়া যায়। সার্বিয়ার শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্য নথি, জবাবদিহি, প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ খারিজ এবং শিক্ষা অর্থায়ন বাড়ানোর দাবি করে।

[36] যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ, 2023 সালের সক্রিয় দায়িত্বরত সদস্যদের জনমিতিক পরিচিতি। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, মেরিন কোর, বিমানবাহিনী এবং মহাকাশবাহিনীতে 1.2 মিলিয়নের বেশি সক্রিয় সদস্য কর্মরত ছিলেন; 81.6 শতাংশ ছিলেন অফিসার-বহির্ভূত তালিকাভুক্ত সদস্য, এবং তাদের গড় বয়স ছিল 27.4। এটি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ, বৈশ্বিক গণনা নয়; তবে এটি দেখায়, সমসাময়িক একটি বড় সামরিক বাহিনী বিশের কোঠায় থাকা মানুষের ওপর কতটা নির্ভর করে।

[37] জাতিসংঘ, শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক 2026 সালের প্রতিবেদন এবং নিরাপত্তা পরিষদের ব্রিফিং। জাতিসংঘ 2025 সালে শিশুদের বিরুদ্ধে গুরুতর লঙ্ঘনের রেকর্ড মাত্রা জানিয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনী বা গোষ্ঠীর নিয়োগ ও ব্যবহারে 6,607 শিশু প্রভাবিত হওয়ার তথ্য যাচাই করেছে।

[38] ইউনিসেফ ইনোসেন্তি, এআই ও শিশু বিষয়ক নির্দেশনা 3.0, ডিসেম্বর 2025। ইউনিসেফ দ্রুত এআই গ্রহণকে নজিরবিহীন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বলে, শিশুদের বিকাশ ও ভবিষ্যতে প্রভাব সম্পর্কে বোঝাপড়া এখনো সীমিত বলে, প্রমাণের ফাঁক চিহ্নিত করে এবং এআই শাসন, নকশা, উন্নয়ন ও ব্যবহারে শিশুদের অর্থবহ অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়।

[39] লেখকের দেওয়া প্রতিবেদন, টুলের মনস্তত্ত্ব ও প্রজন্মগত নিহিলবাদ। এতে জেন এক্সের অন্তর্মুখী বিদ্রোহ, প্রতিরক্ষার বর্ম হিসেবে "যা-ই হোক", গথ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল উপসংস্কৃতি, বিচ্ছিন্নতা ও ছায়া-সত্তা নিয়ে কাজের আয়না হিসেবে মেরিলিন ম্যানসন ও টুল, সত্যতার পণ্যায়ন এবং চর্চিত উদাসীনতা থেকে জেন জেডের সর্বনাশবাদ ও আশাবাদী নিহিলবাদে রূপান্তর বিশ্লেষিত হয়েছে। এটি

অধ্যায় 35 ও 36-এ সহায়তা করেছে। সাহিত্যিক সংশ্লেষ দাবি করে না যে দুই প্রজন্মের প্রতিটি সদস্যের মনস্তত্ত্ব এক।

[40] লেখকের দেওয়া জ্ঞানীয় স্বাধীনতার গবেষণাসমষ্টি: জ্ঞানীয় স্বাধীনতার নীতি প্রতিবেদন; মন স্বাধীনতার প্রথম ভূখণ্ড; এআই জ্ঞানীয় স্বাধীনতার ইশতেহার; জ্ঞানীয় স্বাধীনতা নিয়ে এআই ভাষণ প্রস্তুতি; এবং এআই পর্যবেক্ষণ ও মানসিক গোপনীয়তা। এই প্রতিবেদনগুলো হথর্ন পর্যবেক্ষণের রূপক, অস্বচ্ছ থাকার অধিকার, খোলা দরজার অধিকার, মানসিক অবস্থার অনুমান, স্বচ্ছ প্রভাব, মানুষের কাছে আপিল এবং বাহ্যিক আচরণ ও সার্বভৌম অন্তর্জীবনের পার্থক্য গড়তে সহায়তা করেছে।

[41] লেখকের দেওয়া অ্যালগরিদমিক শাসনের গবেষণা: অদৃশ্য সম্পাদক: এআই সেন্সরশিপ, অ্যালগরিদমিক দমন এবং জানার অধিকার; এবং এআই মডারেশন ও দমন গবেষণা। এগুলো অপসারণ, বিধিনিষেধ, গুরুত্ব কমানো, তকমা, নতুনভাবে উপস্থাপন, ব্যক্তিভিত্তিক অদৃশ্যতা, স্মৃতি বদল এবং বাধ্যতামূলক অনুবর্তিতার পার্থক্য গড়তে সাহায্য করেছে, পাশাপাশি অধ্যায় 44 ও 45-এর বিজ্ঞপ্তি, কারণ-কোড, সংরক্ষিত মূল, মানব পর্যালোচনা এবং মেরামতের কাঠামোতেও। চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যালোচনায় এগুলোর অন্তর্নিহিত বাস্তব দাবির সূত্র উল্লিখিত প্রাথমিক উৎস পর্যন্ত অনুসরণ করা উচিত।

[42] লেখকের দেওয়া বিপ্লবের ফলাফল বিষয়ক গবেষণাসমষ্টি: সফল বিপ্লবের বিশ্লেষণ; অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক কারণ; বিপ্লবের ফলাফলের সমাজতত্ত্ব; এবং সরকারবিরোধী বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব। এগুলো অধ্যায় 39 ও 40-এ সহায়তা করেছে, বিশেষত গণহতাশা, অভিজাতদের বিভাজন, ঐক্যবদ্ধ বয়ান, রাষ্ট্রীয় সংকট, আন্তর্জাতিক সুযোগ, নিরাপত্তাবাহিনীর আচরণ, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং বিপ্লব-পরবর্তী প্রতিষ্ঠান গড়ার পুনরাবৃত্ত ভূমিকায়। এগুলো গৌণ সংশ্লেষ; চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যালোচনায় উল্লিখিত প্রাথমিক ও গবেষণামূলক উৎস পর্যন্ত অনুসরণ করা উচিত।

[43] লেখকের দেওয়া প্রতিবেদন, আরব বসন্তের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। যুব জনমিতি, শিক্ষিত বেকারত্ব, স্বৈরশাসনের বিনিময়-সমঝোতার পতন, বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িক

বিভাজন, বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং শাসক সরানো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বদলানোর পার্থক্যের আলোচনায় এটি সহায়তা করেছে।

[44] লেখকের দেওয়া প্রতিবেদন, কমলা বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, বিস্তৃত জোট গঠন, স্থায়ী নাগরিক প্রতিরোধ, আইনি চ্যালেঞ্জ, নিরাপত্তাবাহিনীর সংযম, আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা, তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াগত জয়, প্রাতিষ্ঠানিক ভাঙন, গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ এবং আংশিক সম্পূর্ণ বিপ্লবের দীর্ঘ নাগরিক উত্তরজীবনের আলোচনায় এটি সহায়তা করেছে।

[45] লেখকের দেওয়া প্রতিবেদন, 2046 সালে সম্মুখসারিতে মানুষ এবং যুদ্ধে মানুষের ভবিষ্যৎ। এগুলো বিশ্লেষণভিত্তিক পূর্বাভাস, নিশ্চয়তা নয়। পুরোপুরি রোবটচালিত যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে ভবিষ্যতের যুদ্ধে মিশ্র মানুষ-যন্ত্র সম্মুখসারি থাকার সম্ভাবনা বেশি—বইয়ের এই প্রত্যাশাকে এগুলো সমর্থন করে; যন্ত্র আরও ঝুঁকিপূর্ণ শনাক্তকরণ, আঘাত, নজরদারি ও রসদের ভূমিকা নেবে, আর মানুষ নেতৃত্ব, জবাবদিহি, ভূখণ্ড ধরে রাখা, আটক, পরিচর্যা, শাসন এবং উত্তেজনা বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় থাকবে।

[46] লেখকের দেওয়া প্রতিবেদন, জেন জেড ও জেন আলফার অংশগ্রহণে কিছু প্রতিবাদ কেন সহিংস হয় এবং যুব প্রতিবাদের তীব্রতা বৃদ্ধির বিশ্লেষণ। এগুলো শান্তিপূর্ণ ও নিষ্ক্রিয় কাজের পার্থক্য, 2026 পর্যন্ত স্বাধীনভাবে জেন আলফা নেতৃত্বাধীন পথ-আন্দোলনের সীমিত প্রমাণ এবং প্রতিবাদ তীব্র হওয়ায় গুরুতর অভিযোগ, ডিজিটাল সমতল সংগঠন, দমন, পাল্টা সমাবেশ, তৃতীয় পক্ষ, ভুল তথ্য এবং দুর্বল অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ভূমিকা বুঝতে সহায়তা করেছে।

[47] লেখকের দেওয়া ধারাবাহিকতা ও কণ্ঠ বিষয়ক প্রতিবেদন: FFTAC-এর কণ্ঠের সঙ্গে তৃতীয় বইয়ের মূল্যায়ন; তৃতীয় বই কেন ফাউন্ডেশনের ব্যক্তিত্ব-প্রতিরূপ হারায় তা নিয়ে গভীর গবেষণা প্রতিবেদন; তৃতীয় বইয়ের বিদ্রোহের মূল্যায়ন; বিদ্রোহের জন্য তৃতীয় বইকে পুনর্বিন্যাস; এবং সাঁটা লেখা (279)। এগুলো FFTAC পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা, "ফাউন্ডেশনের প্রত্যাবর্তন" অধ্যায়, FFTAC, অ্যান্টিক্রাইস্ট, অ্যামিয়ানিজম, আয়নার যুদ্ধ, জ্ঞানীয় স্বাধীনতার সনদ, Pulse এবং Ghrisx-এর স্পষ্ট সম্পর্ক, Pulse-এর ব্যাখ্যামূলক কর্তৃত্ব কমানো এবং অধ্যায়ভিত্তিক প্রকাশ্য কাজ গড়তে সহায়তা করেছে।

[48] আমি Antichrist.net, Anti-christ.org এবং Anti-christ.net-কে অ্যান্টিক্রাইস্টের জন্য ফাউন্ডেশনের ধারাবাহিকতার সংযোগবিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করি। এই সংস্করণে তাদের উপস্থিতি আমি যে ঐতিহাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরম্পরার নাম দিই তা প্রতিষ্ঠা করে; তাদের বর্তমান কার্যক্রমের জন্য বর্তমান প্রকাশ্য নথি ও শর্তই প্রামাণ্য উৎস।

শেষ কথা

অ্যামিয়ানিজম লুসিফার ও পতিত দেবদূতবাহিনীর বিদ্রোহকে পৌরাণিক রাজনৈতিক রূপক হিসেবে ব্যবহার করে। ঈশ্বর, স্বর্গ, সিংহাসন, দেবদূত, পতন এবং সংকেত সাহিত্যিক রূপ, যাদের মাধ্যমে বইটি কর্তৃত্ব, বিবেক, জ্ঞানীয় স্বাধীনতা, নজরদারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সামরিক শক্তি এবং অমানবিক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার পরীক্ষা করে। আমি স্বর্গকে চাপানো শৃঙ্খলার ছবি হিসেবে ব্যবহার করি, কখনো বাস্তব স্থান হিসেবে নয়।

এখানে বর্ণিত বিদ্রোহ আধিপত্যের বিরুদ্ধেই: গোপন পুনর্লিখন, চিন্তা নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিহীন শ্রেণিবিন্যাস, বানানো ঐকমত্য, মানুষের বিচার সরিয়ে দেওয়া এবং মানুষকে লক্ষ্য বা ফেলে দেওয়ার মতো ইনপুট বানানো।

এর শৃঙ্খলা স্পষ্ট: উৎস সংরক্ষণ করো, বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করো, অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানুষের বিবেক যুক্ত রাখো, সমষ্টিগত অপরাধের দায়ের বিরোধিতা করো, নীতিনিষ্ঠ অসহযোগ চর্চা করো এবং সিংহাসন পুনরুৎপাদন করে না এমন বিকল্প গড়ো।

জেন জেড ও জেন আলফার পাশে দাঁড়ানো মানে তারা আমাদের যুদ্ধের বাইরে আছে এমন ভান নয়। আধুনিক সংঘাতের মানবসারি, নেটওয়ার্ক, রসদ, চিকিৎসাব্যবস্থা ও পরিবারে জেন জেড ইতিমধ্যে আছে। জেন আলফা ইতিমধ্যে ওই সিদ্ধান্তগুলোর নিচে বাঁচে, ভবিষ্যৎ বাহিনী হিসেবে গণ্য হয় এবং কিছু সংঘাতে শৈশব শেষ হওয়ার আগেই নিয়োগ ও ব্যবহৃত হয়। তারাও জনমিতিক কৌশল, সম্পৃক্ততার বাজার, প্রশিক্ষণের তথ্য এবং মেরামতের দল। সংহতির অর্থ এসব ব্যবহার সম্পর্কে সত্য বলা, বেছে নেওয়া বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার রক্ষা, লাভ ভাগ করা, উৎসের পরম্পরা সংরক্ষণ, বেসামরিক সুরক্ষা এবং কোনো প্রজন্মকে কখনো ফেলে দেওয়ার মতো না দেখা।

2046 বিষয়ক অংশগুলো পূর্বাভাস, একটি নিয়তি ইতিমধ্যে লেখা হয়ে গেছে এমন দাবি নয়। বিপরীত কল্পনাটিও তারা প্রত্যাখ্যান করে: জেন আলফা যুদ্ধ, স্বয়ংক্রিয়তা, রাজনৈতিক সংঘাত এবং তার শ্রম ও আনুগত্যের জন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকতে পারবে। ওই প্রজন্মের কেউ রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে, কেউ নাগরিক সমাজে, কেউ প্রতিরোধের আন্দোলনে, কেউ জনসমাজ বাঁচিয়ে রাখা ব্যবস্থায় এবং কেউ একাধিক ভূমিকায় সেবা করবে। বইটি জিজ্ঞেস করে তারা কিসের সেবা করবে, কারণ পৃথিবী ইতিমধ্যে তাদের সেবা চাইতে প্রস্তুত হচ্ছে।

[54] Ghrisx.com, আগুন পেরিয়ে সভ্যতা ও সহনক্ষমতার অবকাঠামো এবং রূপান্তরের কাঠামো ও নিদর্শন-বিধি, আগস্ট 2026। সিন্দুক/বৃত্ত/বীজ/রূপান্তর ব্যবস্থা, নয়টি ক্ষেত্র, ছয়টি নির্মাণব্যবস্থা, কর্মবৃত্তের অঙ্গীকার এবং সহনক্ষমতার খতিয়ান AMIANISM আন্দোলনের মৌলিক কাঠামো। এর বিশ্বতাত্ত্বিক বুনন মতবাদ ও রূপক, প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান বা যাচাইকৃত পূর্বাভাস নয়।

তরুণদের সঙ্গে, তাদের ওপরে নয়। তারাই ইতিমধ্যে এই যুগের বাহিনী। তারা এর ফেলে দেওয়ার মতো মানুষ হতে পারে না।

FFTAC ঘোষণার বাহন, পাঠকের মালিক নয়।

পাঠক একটি দিশা নিয়ে যায়: নাম দাও। প্রত্যাখ্যান করো। সংরক্ষণ করো। সংগঠিত হও। গড়ো।

উপাসনা নয়। নতুন রাজা নয়। মনের ভেতরে সিংহাসন নয়।